দুর্গা-পঞ্চরাত্রি
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব
realme Shot by Amit Sharma

দুর্গা-পঞ্চরাত্রি

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

সাধক-কবি জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ বিরচিত

বিশিষ্ট পুরাবিৎ, বহু মৌলিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচনাকার

অধ্যক্ষ শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ফেলো, রয়েল সোসাইটি অব আর্টস (লণ্ডন)

ও

সভাপতি, পুরাতত্ত্ব পরিষৎ, কলিকাতা

কর্তৃক সম্পাদিত।

২২/সি, কলেজ রো

কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ একশ পঁচিশ টাকা

প্রথম মহেশ সংস্করণ
অগ্রহায়ণ, ১৪০৭
নভেম্বর, ২০০০

প্রকাশক
শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী
শ্রীশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থা
২২/সি, কলেজ রো,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন : ২৪১ ৫৪৬৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
শ্রীমানস চৌধুরী
শ্রীসঞ্জয় মাইতি

লেজার-সেটিং
লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রণ
নিউ প্রিন্টার্স
কলকাতা - ৭০০ ০১০

প্রকাশকের কথা

'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' গ্রন্থটির শেষতম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে। অষ্টাদশ শতকের বাঁকুড়ার স্বনামধন্য কবি জগদ্রাম রায় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের যৌথ প্রয়াসে রচিত 'শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব' কাহিনী সম্বলিত এই পালা-কাব্যটি একসময়ে শারদোৎসবের প্রাক্কালে পল্লীজননীরা সুর করে পাঠ করতেন। তারপরে কালের প্রবাহে এই গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। পিতা ও পুত্রের যৌথ প্রয়াসে রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপর একটি লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ 'অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ' ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রকাশকালে পিতা-পুত্রের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি বিলুপ্তপ্রায় এই 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' গ্রন্থের বিষয়ে আমরা বিশেষভাবে অবগত হই। তারপর বহু খোঁজখবর ও প্রচেষ্টায় প্রাচীন এই গ্রন্থটি আমাদের হাতে আসে। তারফলে দুষ্প্রাপ্য 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' গ্রন্থটি বর্তমান পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হল।

বহুমানুষের সাহায্য ও সহযোগিতাতেই এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হল। এবিষয়ে যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তাঁরা হলেন— পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীপ্রবোধ কুমার পাণ্ডে মহাশয়, প্রখ্যাত পুরাবিৎ ও দক্ষিণ কলিকাতা সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় যিনি সানন্দে এই গ্রন্থের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, চিত্রশিল্পী শ্রীমানস চৌধুরী, চিত্রশিল্পী শ্রীসঞ্জয় মাইতি, শ্রীসুমন সাহা, শ্রীবিজন মণ্ডল এবং পিয়ারলেস হোটেলস্ অ্যাণ্ড ট্রাভেলস'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাদের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীআশীষ কুসুম চট্টোপাধ্যায়। এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে তাঁদের সকলকে এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ও সংস্থা এই গ্রন্থ প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে জানাই, অতীতের ন্যায় বর্তমানকালেও এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমভাবে আদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

নভেম্বর, ২০০০

সম্পাদকের নিবেদন

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে পালা-কাব্য, পালা-কীর্তন অথবা পাঁচালীগানের জোয়ার আসে ১৪শ শতকের শেষভাগ থেকে ১৫ শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন বাঙলা ভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ ও বাঙলা মঙ্গল-কাব্যগুলির রচনা আরম্ভ হয়। পালা-কাব্যের বিষয়বস্তু রূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও লীলা গুরুত্ব লাভ করেছিল, তেমনি রামায়ণ কাহিনীর শ্রীরামচন্দ্রের জীবনালেখ্যও এসব পালা-কাব্য রচয়িতাদের কম অনুপ্রাণিত করেনি। বাঙলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ আরম্ভ হয় ১৪ শ শতকের শেষভাগে,অর্থাৎ কবি কৃত্তিবাসের সময়কাল থেকে। তারপর প্রায় তিন শতাব্দীকাল ধরে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণকাহিনী পালা-কাব্য বা পাঁচালীগানের রসদ রূপে কবি মানসের সৃজনশীলতাকে নব নব ভাব ও কল্পনায় সমৃদ্ধ করে। বঙ্গদেশের বাঁকুড়া অঞ্চলের কবি ও পালাকারগণও এর কোন ব্যতিক্রম নয়।

বাঁকুড়া অঞ্চলে যে সব রামায়ণের অনুবাদ মল্লরাজগণের শাসনকালে পাওয়া যায় সেগুলির অন্যতম পঞ্চকোট রাজ্যের রাজসভাকবি জগদ্রাম রায় ও তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ রায় বিরচিত 'অদ্ভুত অষ্টকাণ্ডে সম্পূর্ণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ'। এই রামায়ণ অনুবাদকালে পিতা ও পুত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত দুর্গাদেবীর অকালবোধনকে কেন্দ্র করে একটি অভিনব পালা-কাব্য রচনা করেন। এই পালা-কাব্যের নাম 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি'। বর্তমান গ্রন্থটি সেই অনন্য সাধারণ পালা-কাব্যটিরই যথোপযুক্তভাবে সম্পাদিত সংস্করণ। এই পুঁথিটি রচিত হয়েছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। পালা-কাব্যটিকে এমনভাবে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা হয়েছে যাতে ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ থেকে বিজয়াদশমীর পূজা সমাপ্তি পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে পালা পাঠ করা যায়।

এই পালা-কাব্যটির রচনাস্থল বাঁকুড়া জেলা। স্বাভাবিক ভাবেই এই পুঁথির বয়ানে বাঁকুড়ার নিজস্ব ভাষাশৈলী ও শব্দ ভাণ্ডারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বহুক্ষেত্রেই কবিদ্বয়, বিশেষতঃ জগদ্রাম রায়, মূল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অবলীলাক্রমে বাঁকুড়ার আঞ্চলিক এবং নিতান্ত মেঠো শব্দগুলিও পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া পালা-কাব্যটির সর্বত্র রয়েছে নানা স্থান, কাল বা চরিত্রবিশেষের নামবাচক শব্দের ব্যবহার। সম্পাদনার কাজে এসব শব্দ সমূহের অর্থ নির্ণয়ে যে অভিধানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে—রামকমল বিদ্যালঙ্কার সংকলিত ' প্রকৃতিবাদ অভিধান', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙালা ভাষার অভিধান', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', কাজী আবদুল ওদুদ সংকলিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ', সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বাংলাভাষার অভিধান', রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা', কামিনী কুমার রায়ের 'লৌকিক শব্দকোষ,' সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত 'পৌরাণিক অভিধান' ইত্যাদি।

বর্তমান পালা-কাব্যটির ভূমিকায় ভারতীয় ধর্মচিন্তায় দেবী দুর্গার উদ্ভব ও বিকাশ, বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা সহ বহু ধর্মীয় দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচিত ও তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ভূমিকাটি রচনাকালে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে বেদব্যাস প্রণীত ও আচার্য পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণম্,' স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত বিশিষ্ট গবেষণালব্ধ

গ্রন্থ 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা' ইত্যাদি। এ ছাড়া এ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় রচিত কয়েকটি গ্রন্থ ও অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ডঃ ও. পি. মিশ্র রচিত 'আইকোনোগ্রাফি অব দি সপ্তমাতৃকা', ডঃ ভি. মিশ্র রচিত 'মহিষমর্দ্দিনী' এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ডঃ দিব্যজ্যোতি মুখোপাধ্যায় রচিত অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী ইন্ বেঙ্গল আর্ট' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে এই অভিনব পালা-কাব্যটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মহেশ লাইব্রেরী প্রকাশন সংস্থার কর্ণধারদ্বয় শ্রীপ্রশান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলা ভাষায় রচিত প্রাচীন পুঁথি ও বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থসহ অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ প্রকাশে তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহ ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করে প্রকৃত পাঠক ও জনহিতকর কর্মের সাধনায় পরিণত হয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়ের প্রবল বন্যার মুখে নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার এই আন্তরিক প্রয়াস শিক্ষার যথার্থ প্রতিফলনকেই প্রকাশ করে।

আশাকরি দেবীদুর্গার এ পালা-কাব্যটি অতীতদিনের মত বর্তমানেও বাঙলার ঘরে ঘরে পুনরায় পঠিত হবে। শারদোৎসবের দিনগুলিতেও অতিত দিনের মতই এই গ্রন্থ পঠিত হয়ে দেবীপূজার পরিবেশে বাঙালী জীবনকে আবার একসূত্রে গ্রথিত করবে।

মহালয়া, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
৫০, মিডল রোড, কলকাতা-৭০০০৭৫

— নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

''সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।
শরণাগতদীনার্ত–পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।'

(মার্কণ্ডেয় পুরাণম্ ৯১।৯-১১)

'হে সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে! হে শিবে! হে সর্ব্বার্থসাধিকে!
হে শরণ্যে! হে এ্যম্বিকে! হে গৌরী! হে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার।
হে সনাতনি। হে গুণাশ্রয়ে! হে গুণময়ে! হে নারায়ণি!
তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তি স্বরূপা; তোমাকে নমস্কার।
শরণাগত, দীন ও ত্রিতাপতাপিত জীবের পরিত্রাণের একমাত্র
অবলম্বন এবং সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী দেবী নারায়ণী নমস্কার।'

দেবী দুর্গা-ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতীয় সমাজে ও বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে দেবী দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী নামেও পরিচিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশবিশেষ চণ্ডীগ্রন্থ বা দেবীমাহাত্ম্যপূর্ণ সপ্তশতী গ্রন্থে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা বা চণ্ডীর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে পৃথক ও সম্বন্ধহীন সত্তারূপে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অনুসরণ করে বলা হয়েছে— 'একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' অর্থাৎ, 'আমিই একমাত্র জগতে বিরাজমানা হইয়া আছি, আমি ভিন্ন আর কেহ নাই।' শাক্তদর্শনে চিৎ বা জ্ঞান ও অচিৎ বা জড়বস্তু একত্রিত অবস্থায় আছেন— অর্থাৎ যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। তন্ত্রশাস্ত্রে এই ব্রহ্মময়ী শক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বলা হয়েছে যে, তিনি চনক বা ছোলার আকৃতির— অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ একই আধারে বিরাজমান হয়ে একত্বের মহিমায় প্রকাশিত। আবার, শিবপুরাণে বলা হয়েছে–' শক্তিঃ সাক্ষান্মহাদেবী মহাদেবঃ শক্তিমান্, —অর্থাৎ, মহাদেবী শক্তি এবং মহাদেব হলেন শক্তিমান এবং এই উভয় সত্তার মধ্যে কোন ভেদ নেই। চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার ন্যায় তাঁরা একে অপরের পরিপূরক এবং তাঁদের অষ্টবিধ ঐশ্বর্যকণাই (যথা অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা) চরাচর বিশ্ব। ব্রহ্মময়ী শক্তির বিভূতির এই প্রকাশই ঘটেছে দেবী দুর্গা বা চণ্ডীর মাধ্যমে।

দেবী দুর্গার সৃষ্টি ও দেবীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহাকালী, মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মীর সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে দেবী দুর্গার উদ্ভব ও বিকাশের ভাবনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সকল দেবদেবী সহ সকল বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন 'সবিতা' দেবতা যিনি আবার সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টিরহস্যের মূলে রয়েছেন মহাশক্তিময়ী মহাপ্রকৃতি। এভাবে 'সবিতা' বা সূর্যের সঙ্গে দেবী দুর্গার উদ্ভবের রহস্যটি জড়িত রয়েছে। সপ্তশতী চণ্ডী অনুসারে মহাকালী,

মহাসরস্বতী ও মহালক্ষ্মী দেবী চণ্ডী বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গারই অভিন্ন রূপ, যিনি দুর্গতিনাশিনী এবং শান্তি ও কল্যাণদায়িনী। সূর্যের তিনটি রূপ (যথা—প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন ও সায়ংকালীন) কল্পনা করেই দেবী দুর্গার মূর্তিও তিনরূপে (যথা দেবী সরস্বতী, দেবী দুর্গা ও দেবী লক্ষ্মী) যথাক্রমে নির্মিত হয়েছে।

অনুরূপ ভাবে সূর্য উপাসনার সঙ্গে বৃক্ষপূজা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও বৃক্ষপূজা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে বৃক্ষকে সূর্যের আসন স্বরূপ কল্পনা করা হত, কারণ বৃক্ষ আকাশ চুম্বী। দেবী দুর্গার আরাধনার সঙ্গে বৃক্ষপূজার যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ দুর্গা পূজায় 'নবপত্রিকা' পূজার বিধি। দেবীদুর্গার পূজার সঙ্গে প্রকৃতি তথা বৃক্ষপূজা অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িত। যে নয়টি বৃক্ষ বা বৃক্ষের অংশ দুর্গা পূজার উপচার রূপে ব্যবহৃত হয় সে সবই দেবীর অনুকল্প রূপে। 'নবপত্রিকা'র পূজার মন্ত্রে তা স্পষ্টই উপস্থাপিত —'এষা দাড়িম্বাস্থাং রক্তদন্তিকাম্, ধান্যাস্থাং লক্ষ্মীম্, হরিদ্রাস্থাং দুর্গাম্, মানস্থাং চামুণ্ডাম্, কচ্বস্থাং কালিকাম্, বিল্বস্থাং শিবাম্, অশোকস্থাং শোকরহিতাম্, জয়ন্তীস্থাং কার্তিকীঞ্চ পূজয়েৎ এবং দাড়িম্বীস্থাং রক্তদন্তিকাম্।' নবপত্রিকা পূজার এই মন্ত্র থেকে দেবীদুর্গার বিভিন্ন রূপচিন্তারও পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীদুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' গ্রন্থে তাই উল্লেখ করা হয়েছে—

'ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে।।'

দেবী দুর্গার জন্ম ও বিকাশের রহস্য সম্পর্কে উপরে আলোচিত বিষয়গুলির ভিত্তিতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাই যথার্থ ভাবেই উল্লেখ করেছেন— ''সূর্য থেকেও শ্রীদুর্গার রূপের কল্পনা করা হয়েছে। দেবীর 'তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং' ও 'জটাজুট সমাযুক্তাং' মহামহিমময়ী মূর্তি সহস্রাংশুমালী —কনকোজ্জ্বল সূর্য দেবতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়''। (দ্রষ্টব্য —মহিষাসুরমর্দ্দিনী–দুর্গা, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পৃঃ ১১১ কলিকাতা, ১৯৯০)। এছাড়া দেবী দুর্গা যে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেও পূজিত হতেন সে বিষয়েও পণ্ডিতবর্গ সহমত পোষণ করেছেন। ভারততত্ত্ববিদ্ রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেছেন যে দেবী দুর্গার 'অকাল বোধনের কাহিনীটি তারই নিদর্শন।' রামায়ণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে দুর্গাপূজার উল্লেখ রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই কারণেই দেবীর 'শাকম্ভরী' নামকরণ করা হয়েছে। বঙ্গদেশে দুর্গা দেবীর অকালবোধনই সমধিক প্রচলিত। এই পূজা হয় প্রতি বৎসর শরৎকালে এবং এই শরৎকাল শস্যের শ্রীবৃদ্ধির সময়।

বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা

ভারতীয় সমাজে দেবী দুর্গা বা মহিষাসুরমর্দ্দিনী দুর্গা অর্চনার প্রচলন হয় খুব সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্বকালে মহর্ষি বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ অনুসরণ করে। আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী, লঙ্কাধিপতি বধ করার জন্য সূর্যবংশজাত শ্রীরামচন্দ্র সূর্যপূজা করেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের ১০৫ অধ্যায়ে যুদ্ধকাণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে দশানন রাবণকে বধের জন্য চিন্তান্বিত রামচন্দ্রকে মহর্ষি অগস্ত্য 'আদিত্য হৃদয়' সূর্যদেবের স্তব ও অর্চনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন—

''রামরাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্বানরীন্ বৎস, সমরে বিজয়িষ্যসে।।

আদিত্য হৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম্।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্।।

কিন্তু বঙ্গদেশের কবি কৃত্তিবাস এই ঘটনাকে এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রাবণকে যুদ্ধে বধ করবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবী মহামায়ার পূজা সম্পন্ন করেন আশ্বিন মাসে অকালে। এই অকালবোধনই বঙ্গদেশে অধিক সমাদৃত। অবশ্য বঙ্গদেশে উভয় পূজাই প্রচলিত— বসন্তকালে মহাদেবী বাসন্তীপূজা এবং শরৎকালে ব্যাপকভাবে দুর্গাপূজা। রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র কর্তৃক মহেশ্বরী পূজার কথা কৃত্তিবাসের রামায়ণে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

"বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম কর বিভু,
তবে হবে রাবণ সংহার।
অকালে বোধন করি, পূজ দেবী মহেশ্বরী,
তরিবে হে এ দুঃখ-পাথার।।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের অকালবোধনের উল্লেখও করা হয়েছে—

"শ্রীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে,
অনুক্রম কহ শুনি তার।
শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তে যুদ্ধ সময়,
শরৎ অকাল এ পূজার।।
বিধি আর নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর।
সেদিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত,
কল্পারম্ভে সুরথ-রাজার।।
সেদিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,
শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাহি ঘটে,
অত্রযোগ সব হৈল যাতে।।
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার,
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়
কল্প খণ্ডে সুরথ রাজন।।"

কবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের পূর্বেই অবশ্য অকালবোধনের কথা অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। বামন পুরাণে, দেবী ভাগবতে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, কালিকা পুরাণে, দেবী পুরাণেও অকাল বোধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমনকি স্মার্ত রঘুনন্দের 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' গ্রন্থে শরৎকালে দশভূজা দুর্গার পূজা পদ্ধতি ও বিধির উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অকালবোধনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য দেবী দুর্গার পূজায় নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও অর্চনা। এখানে নবপত্রিকাকে দেবীর প্রতীক স্বরূপ গণ্য করা হয়ে থাকে। নবপত্রিকা প্রসঙ্গে স্মার্ত রঘুনন্দন বিদ্যাপতি রচিত 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' থেকে একটি বচনের

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

ষষ্ঠী

সপ্তমী

দশমী

দুর্গা-পঞ্চরাত্রি

ষষ্ঠী

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।"

সূচনা

কারো দুর্গা পঞ্চরাত্র, অতিশয় সুপবিত্র,
পঞ্চদিন গান রাত্রিদিনে
বিল্ববরণের দিনে, পূর্ব্বাহ্ন শোভনক্ষণে,
আরম্ভ করিব এ বিধানে।।
ঘট করি সংস্থাপন, গণেশাদি[1] আবাহন,
ইন্দ্র আদি দশদিকপালে।[2]
ও সূর্য্যাদি গ্রহগণে,[3] ক্রমে পূজি জনে জনে,
সঙ্কল্প বচনা সেই কালে।
কুশ কেশর তিল জল, গুবাক[4] সে দুর্ব্বাদল,
উত্তরাস্য দেবীর সম্মুখে

মাস তিথি উল্লেখন, পঞ্চরাত্রি সমাপন,
ইথে প্রীত হইবে চণ্ডিকে।
তুমি দেবী অধিষ্ঠান, তব প্রীতে তারে গান
সানুকূলা হবে শৈলসুতা।
তব প্রিয় মাত্র চাই, অন্য প্রয়োজন নাই
তুমি মাগো অষ্ট-সিদ্ধি[5] দাতা।।
এমত সঙ্কল্প করি, পূজিয়া শ্রীহরগৌরী
ধূপ দীপ দেবী বিদ্যমানে
গায়েন বায়েন খোলে, চামর মন্দিরা করে
গন্ধমাল্যে করিব অর্চ্চন

[illegible]

সুগ্রীব বলেন নাথ এ অতি আনন্দ।
[illegible] পুষ্প পাইবে পাইবে রামচন্দ্র।।
শুনিয়া যুক্তি হৃদে ভাব মনে মনে।
[illegible] দিয়া শিব মাগিবে রাবণে।।
এখন রক্ষক রাজা আপন লঙ্কাতে।
কেমনে অযোধ্যা যাব সীতার সহিতে।
শ্রীরাম বলেন মিত্র পূর্ব্বকথা বলি।
যেকালে হরণ হ'ল প্রাণের মৈথিলি।।
প্রতিজ্ঞা করেছি যেবা হরিল বণিতা।
সবংশে বধিয়া তারে উদ্ধারিব সীতা।
রাবণে অভয় দিলে নষ্ট হবে পণ।
শ্রীরামের নাহি কভু দ্বিতীয় বচন।।
বিফল সন্ধান মোর নাহিক ধনুকে
মোর পণ ভঙ্গে পীড়া পাবে তিন লোকে।।
নিজেলোবী ত্যাগে পারি পণ ত্যাগে নারি
বলহে সুগ্রীব মিত্র কি উপায় করি।
সুগ্রীব বলেন নাথ এ কোন ভাবনা।
দুষ্ট নাশে শিব কেন করিবেন মানা।।
তোমার যে দ্রোহী বটে শিবদ্রোহী সে।
হরভিন্ন তোমাতে তা'তে কি আশ্চর্য্য এ।।
শ্রীরাম বলেন মৈত্র সে বটে নিশ্চয়।
শিবরামে ভেদ হ'লে বেদ মিথ্যা হয়।।
সেবকের উপরোধে সর্ব্বকর্ম্ম হয়
ভক্তের ভাবেতে বেদ বিধি নহি রয়।
কোন শাস্ত্রে বলিয়াছে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে।
উচ্ছিষ্ট খাইনু কেন শবরীর স্থানে।।
চণ্ডালে ছুঁইতে স্পর্শ কোন বেদে বলে।
সখা বলি কোলে কৈনু গুহক চণ্ডালে।।
বিশেষ যা স্পর্শ করা না হয় উচিত।
তাহে পরবেশ দিনু এ কোন বিহিত
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার হেতু।
গঙ্গাজল সহ কৈনু ত্যাগ দেবকেতু।
সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম যাহা ভক্তের কারণে
ভক্তাধীন নাম মোর বলয়ে জগতে
ভক্ত যে বচন বলে [illegible]
নিজ প্রাণ দিতে হয় ভক্তে যদি চায়
ভক্ত হ'তে প্রিয় নাহে জনক জননী
দাসের সহিত দারা সুত নহি গণি।
বেদে বিপর্য্যয় কর্ম্ম হয় ভক্ত হ'তে।
সেবক সাদৃশ বস্তু নাহি ত্রিজগতে।
অতএব নারিব শম্ভু বচন ঠেলিতে
ভক্ত রক্ষা জানে হর রাখিবে আমাতে
বরঞ্চ থাকুক সীতা রাবণের গৃহে
উভয়ে অভেদ শিব বাক্যলঙ্ঘ্য নহে।
সুগ্রীব বলেন নাথ তবে কি উপায়
কি বিধানে শিবের সঙ্কট এড়া যায়
প্রভু কন শুন মৈত্র শরৎকাল হ'ল।
বসন্তে বাসন্তী চৈত্রে চণ্ডী পূজা ছিল
অকালে অম্বিকা পূজা করিয়া আশ্বিনে
বিজয়া দশমী যাত্রা করিব দক্ষিণে
আশুতোষ হন সে ভবানী ভূতপতি
সাদরেতে সেবনে সন্তোষ হন অতি।
ভাব করি গঙ্গাজলে ভুলান ভোলানাথ
মনোবাঞ্ছা হয় ক্ষয় যায় সে উৎপাত
নবীন বিল্বের পত্র তাহে যদি দেয়
গাল বাদ্য কৈলে সদা শিবে [illegible]
নিজে দিগম্বর হন নাহি অভিমান
তুষ্ট হ'লে অদেয় নাহিক কোন ধন।

১ [illegible] দেবকেতু [illegible]।

শ্রী রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব

শ্মশানে বাস, সদা উদাস,
উপহাস নাই মান।
ভাতের বিচার নাহিক তোমার,
যার তার ঘরে খাও।
বলদ বাহন, করিলে সদা,
তখনি ভুলো যাও।
শুন প্রভু কই বেলপাত দুই,
যদি তোমায় দেয়।
অমনই ভুলি যাও যে শূলী[১],
সেই সে কিনে লেয়।
বগল বাদ্য, করিলে সদ্য,
চতুর্ব্বর্গ[২] দাও।
একবার শিব, বলয়ে যে জীব,
তাহার পিছু ধাও।।
তোমার পার, হবেক যারা,
তারা বুঝিতে পারে
আপনার দাস, তাহার বিনাশ,
শিব দেখিতে নারে।
অশেষ মত, বুঝালেন কত,
পারিবে ত্রিলোচন
বলিল উক্ত, চাহিনা পূজা,
বাঁচুক র বন্ধন।।
তোমার কথায়, যদি দিয়ে তায়,
ভাবিয়া দেখ মনে
যেই ভজিবেক[৩], সেই মজিবেক,
তবে পূজিবে কেনে।।
সেবক তারা, নামটী পারা,
অদ্ভি হয়্যা গেল তবে
ভক্ত যারা এ নাম সারা,
জাগিল এই ভবে।।
নবীন পয়ার[৪], পাঁচালীর সার,
জগতরামে গায়।
এই কলিতে, নাম বলিতে,
যেমন পরাণ যায়।।

পার্ব্বতীর প্রতি শিবের প্রত্যুক্তি

কোপ যুত হয়্যে কটু কন কাত্যায়নী
হাঁসি হাসি কাশীবিলাস তবু কন বাণী।।
অতি কোপ কর লোপ গণেশের মাতা,
সতী হয়্যা পতিরে না কয়্য কুৎসা কথা।
সকল দোষের দোষী বলিলে আমায়
অকৃতি[৫] অক্ষম হলো সব সহা যায়।।
আমি যদি নিন্দ্য বটি মন্দ কর্ম্ম করি।
ভার্য্যাতে ভর্ৎসন করে কি উচিত গৌরী।
দেবে দোষ দিলে কোন গুণে মোরে সেবে।
তারা ত পাগল নয় সে সবে সুধাবে
ইহার উত্তর দেবে দিবেক তোমায়।
আমি সে বলিলে যাবে ভাঙ্গের কথায়।।
কলাকূট[৬] ভক্ষণ করিয়ে এইভাবে
পার্ব্বতীর পতি তিনলোকে বলে শিবে।।
তোমার আয়াতিবল[৭] বুঝিবার তরে।
হলাহল[৮] পান কৈল রাখিতে সংসারে।।
তোমার তাড়ঙ্কবল[৯] বিদিত হইল।
তোর বলে মোর নীলকণ্ঠ[১০] নাম হৈল।

* শূলী — শূলধারী অর্থাৎ শিব ১ চতুর্ব্বর্গ — ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুষার্থ ২ [illegible] ৩ ভজিবেক — [illegible] ৪ পয়ার — ছন্দ বিশেষ ৫ অকৃতি — [illegible] ৬ কলাকূট — [illegible] ৭ আয়াতিবল — [illegible] ৮ হলাহল — দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্র মন্থনে উত্থিত বিষ ৯ [illegible] ১০ নীলকণ্ঠ — সমুদ্র মন্থনকালে উত্থিত বিষ মহাদেব কণ্ঠে [illegible]

ওহ গজানন[১], ভাই দুইজন,
মা বলি কাছে গেল।
মায়ের সজ্জা, দেখিয়া লজ্জা,
সাগরে ডুবে ছিল।
বধিয়া অরি, নাচহ ফিরি,
ঘন ঘন দাও লম্ফ।
অহি মহীধৃত[২], কমঠ[৩] পিড়ীত,
ত্রিভুবনে হল্য কম্প।।
ভূমি টলবল, যায় রসাতল,
চরাচর ডুবে জলে।
খাইয়া সিদ্ধি, পাগল বুদ্ধি,
পড়ে তোর পদতলে।।
আমি তোর হর, তেঁই পদভর,
ধরিল আপন বুকে।
চরণ স্পর্শ, বাড়িল হর্ষ,
অঙ্গ অতি পুলকে।
এ সব মনে, পড়িবে কেনে,
সে গেল অনেক দিন।
তেকারণে কই, মোরহৃদে সেই,
দেখ তোর পদ চিন।।
তব পদ চিন, ধরি রাত্রি দিন,
সদা প্রমুদিত মনে।
চরণ চিহ্ন, লভিয়া ধন্য,
মানে তারে দোষ কেনে।।
আমি সে যেমন, তুমি সে তেমন,
এমন আর কি হবে।
কেহ নই কম, দোষ গুণে সম,
বেদে মানে একভাবে।।
আমি সে অধীন, তুমি বাস ভিন,
একথা কহিব কায়।
শুনলো তারা, আমার পারা,
না পাবি গণেশ মায়।।
পতির বাণী, শুনি ভবানী,
হরের হৃদয়ে চান।
চরণাঙ্কিত, হৃদি তৃপিত,
নিজে দেখিতে পান।।
হৈলা লজ্জিত, কোপ বর্জ্জিত,
গদ গদ অধোমুখী।
অতি প্রমোদে, হরের পদে,
পড়িল সজল আঁখি।।
জগতে গায়, এবার চায়,
হরগৌরীর পদে।
যুগলরূপ, রসের কূপ,
দেখা পাই যেন হৃদে।।

পার্ব্বতীর প্রতি শিবের অস্থিমালা ধারণের বৃত্তান্ত বর্ণন।

হর মুখে মাতা একথা শুনি।
উত্তর দিতে না নিঃসরে বাণী।।
কোপ লোপ করি পুটপাণীতে[৪]।
কাকুতি করি কন কাশীনাথে।।
কটু কথা জানি পটুতা নই।
সহস্র দোষযুত নারী হই।।
অর্দ্ধ অঙ্গী করি সোহাগ কর।
সে গৌরবে বলি মনে না ধর।।
দোষে না রোষে তাষে কর হাঁসি।

১ ওহ গজানন — কার্ত্তিকেয় ও গণেশ। ২. মহীধৃত — পৃথিবীব্যাপি শক্তিধর। ৩. কমঠ — কচ্ছপ। ৪ পুটপাণী — বাহুদ্বয়

এ ভাবে ভবানী তোমার দাসী।
একমুখে পঞ্চমুখের নীচ
কে বলিবে কেবা বটে নিচ।।
হে বালা ভাল পার শুনালো।
হাড়মালা গলে ভুলিয়া গেলে।।
সহজে অশুচি অস্থির মালা।
কি ভাবে গলে পর মোর ভোলা।।
পশুপতি কন শুন পার্ব্বতী।
হরগৌরী দোঁহে এক আকৃতি।।
তোমার প্রেম পাশরা[1] না যায়।
তেঁই হাড়মালা মোর হিয়ায়।।
যবে যবে কৈলে এ তনু ত্যাগ।
তোমা না দেখি বাড়ে অনুরাগ।।
তখন তোর হাড়ে গাঁথি মালা।
গলে পরি নাশি বিরহজ্বালা।।
যতবার ভূমে জন্মিলে তুমি।
গাঁথিয়া অস্থিমালা পরি আমি।।
অধীন বটি না বটি বুঝিবে।
উচিত কর্ম্ম অনুগত শিবে।।
হরমুখে এ শুনি হৈমবতী।
চকিত হইয়া চিন্তিত অতি।।
ভাবিয়া রুদ্রাণী[2] রুদ্রেরে[3] কন।
কি কথা কহিলে হে ত্রিলোচন।।
শত শত বার জন্মিলাম আমি।
মৃত্যুঞ্জয় কিসে হইলে তুমি।।
একথা সর্ব্বথা বল প্রচারি।
যদি প্রিয়া বটে তোমার গৌরী।।

দুর্গা পঞ্চরাত্রি যেমত সুধা।
শ্রবণ করিলে বাড়য়ে ক্ষুধা।।
মুরারি ভাবিয়া ভবের পায়।
কাশীদাস দ্বিজ ভাবিত গায়।।

পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া মহাদেবের প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বকথন

মৃত্যুঞ্জয় তত্ত্বকথা কন শূলপাণি।
মন দিয়া শুন গৌরী সৃষ্টি গুহ্য বাণী।
সংসারের বিষয় সকল বেদ পারে।
আদি কথা শ্রবণে মনের ভ্রম হরে।।
যাটি পলে দণ্ড হয় দুদণ্ডে মুহূর্ত্ত।
চতুর্থ মুহূর্ত্তে দুর্গা প্রহরেক মত।।
চতুর্থ প্রহরে দিবা চতুর্থেতে নিশা।
দিবারাত্রি অষ্টযামে বটে বেদভাষা।।
পঞ্চদশ দিনে এক পক্ষের গণন।
দুইপক্ষে মাস হয় শুন দিয়া মন।।
দুইমাসে ঋতু, ছয় ঋতু এক বর্ষ।
কত বর্ষে চারিযুগ শুন পরামর্শ।।
তেতাল্লিশ লক্ষাধিক সহস্রবিংশতি।
এতবর্ষে চারিযুগ শুনহ পার্ব্বতী।।
পাঁচিশহাজার পাঁচশত যাটি যুগে।
এক মন্বন্তর[4] মানব মানেতে লাগে।
দেবমানে একাত্তরি যুগে মন্বন্তর।
মনু আয়ু সীমা ইন্দ্র পরমায়ু ধর।।
চৌদ্দইন্দ্রে দিবা চৌদ্দইন্দ্রে রাত্রি হয়।
একদিনে ব্রহ্মার আঠাশ ইন্দ্র ক্ষয়।।

---

১ পাশরা — বিস্মৃত হওয়া। ২ রুদ্রাণী — রুদ্রের পত্নী। ৩ রুদ্র — [illegible] ৪ মন্বন্তর — [illegible]

যার যে কামনা হবে,
মোরে সেবি সেই পাবে।
প্রসন্না বদন, মোর এই পণ,
এ কথা বৃথা না যাবে।।
ভাগ্যে পড়িয়া দায়,
দুর্গা পঞ্চরাত্রি গায়।
দেখি দুরাচারী, না ত্যজ শঙ্করী,
শরণ লয়েছি পায়।।

পার্ব্বতীর দেবগণ সহ যাত্রা ও কৈলাসে আনন্দোৎসব।

জগদম্বা সাজেরে
জয়দুর্গা বলি স্বর্গে ডঙ্কা বাজেরে। (ধ্রুয়া)
সিংহ উপরি, যুক্ত গৌরী,
সঙ্গে সখীর ঘটা।
হেম[১] বরণী, শম্ভু ঘরণী,
তরুণী বিজিত ছটা।।
কোটি মদন, মুগ্ধ বদন,
বদন[২] মুক্তো কান্তি।
মধুর হাস, পিযূষ[৩] ভাস,
শঙ্কর মনভ্রান্তি।।
জিত দামিনী[৪], হরকামিনী,
রূপগুণ জানে কে।
পীড়িত ভক্ত, করিতে মুক্ত,
যাত্রা করিলা সে।।
মহত্ত্ব সত্ত্ব, বৃষভ মত্ত,
যোত্র করিয়া আনি।
পূজিয়া কর্ত্তা, আপনি সজ্জ,
হইলা শূলপাণী।

সে লম্বোদর, অতি হরষিত,
আইলা মূষিক যানে।
শিখি বাহন, ষড়ানন[৫],
সাজিলা আপন মনে।।
ইন্দ্র অরুণ, বহ্নি বরুণ,
তেত্রিশ কোটি দেবে।
বস্ত্র ভূষণ, দিব্য বসন,
পরি, সাজিলা সবে।।
যোগিনীগণে, হরষ মনে,
ধাইছে নাঙট্ বেশে।
ধরিয়া খাণ্ডা, উগ্রচণ্ডা,
যবে যায় এলোকেশে।।
ডাকিনী[৬] যুত, কত ভূত প্রেত,
ধাইছে আপন ঠাটে।
দানায় মেলি, মাখিয়া ধূলি,
ঘন দেয় মাল সাটে।।
বাজে করতাল, শুনিতে রসাল,
তুরি ভেরী জগঝম্প
বাজয়ে দুন্দুভি, চমকিত ভুবি,
ত্রিজগত মানে কম্প।।
বাজয়ে চঙ্গ, শুনিতে রঙ্গ,
মুরজ মধুর নাদ।
ঝন ঝন ঝন, ঘন ঘন ঘন,
ঝাঁঝি অধিক স্বাদ।।
অতি সুচঙ্গ, বাজে মৃদঙ্গ,
যুক্ত রূপক তাল
ত্রিকধিনানা, তাধিক ধিনা,
বাদ্য অতি রসাল।।

---

১ হেম — সুবর্ণ ২ বদন — দন্ত ৩ পিযূষ — পীযূষ বা মধুর (অমৃত) ৪ দামিনী — বিদ্যুৎ। ৫ ষড়ানন — ছয়টি মুখ থাকায় কার্ত্তিকেয় এই নাম ৬ ডাকিনী — পিশাচী বিশেষ এবং হরপার্ব্বতীর অনুচরী

দুর্গা-পঞ্চরাত্রি

অষ্টমী

কপিগণের পূজোপহার আহরণ ও শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টমী পূজারম্ভ।

অষ্টমীর কৃত্য একচিত্তে শুন সবে।
যে প্রকারে দেবী পূজা কৈলা আদিদেবে[১]।।
পূর্ব্বষাঢ়া তারাযুত তিথিতে অষ্টমী।
মহাপূজা করিলেন ত্রিজগতস্বামী।।
নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করি নারায়ণ।
চৌদিকে চপল কপি করিলা প্রেরণ।।
গ্রাম্য কি অরণ্যজাত কুসুম গন্ধিত।
পুষ্প অন্বেষণে কপি গেলেন ত্বরিত।।
যে যে পুষ্প পৃথিবীতে মালতী মল্লিকা।
কুমুদ, কহ্লাদ, কুন্দ, জবা, সেফালিকা।।
বিল্বদল, বন্ধুক, চম্পক, দ্রোণ ফুল।
আমলকী, অপামার্গদল সে বকুল।।
অপরাজিতার পুষ্প জাতি নাগেশ্বর।
মন্দার, মাধবী, ঝিন্টী, গুলঞ্চ, টগর।।
করবীর ভৃঙ্গরাজ সুগন্ধ পারুলী।
শতদল কমল আনয়ে কপি মিলি।।
মানসরোবরেতে কমল চারিজাতি।
লাল, নীল, ধবল, সে কনক আকৃতি।।
লক্ষ লক্ষ পদ্ম আনে কপি বলবানে।
চৈত্ররথে যে কুসুম যে ছিল নন্দনে।।
হিমবাণ মলয়ে যে অমরাবতীতে।
জম্বুবাণ[২] পুষ্প আনে পাতাল হইতে।।
ত্রিভুবনে কুসুম বিবিধ ছিল যত।
পার্ব্বতী পূজনে কপি করিল সঞ্চিত।।
প্রতিমার চতুর্দ্দিকে যত মুনিগণ।
চণ্ডীপাঠ শিবপূজা হয় স্থানে স্থান।।
কুশাসনে দেবীর সম্মুখে বসি হরি।
দক্ষিণে চন্দন পুষ্প রাখি যোত্র করি।।

---

১. আদিদেব — প্রথম দেবতা — পরব্রহ্ম, এখানে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র। ২. জম্বুবাণ (জাম্ববান) — ব্রহ্মার পুত্র ভল্লুকরাজ ত্রেতাযুগে সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন এবং রাম-রাবণের যুদ্ধকালে সুগ্রীব ও রামকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নিশুম্ভ[১] নাশে মহিষমর্দ্দিনী।।
ত্রিপুর নাশে পূজি ত্রিলোচনে।
বিষ্ণুশক্তি মধুকৈটভ[২] রণে।।
রক্তবীজ আদি দৈত্য নাশিনী।
পরমব্রহ্মময়ী সনাতনী।।
এই ধ্যান প্রভু মনেতে কৈলা।
চন্দনে চর্চ্চি চারু জবা দিলা।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি জগদ্রামে গায়।
মা না তরালে গো ঠেকিবে দায়।।

শ্রীরামচন্দ্রের ষোড়শোপচারে ভগবতীর পূজা।

এই ধ্যান ধরি, দেবী মাহেশ্বরী,
শ্রীহরি মনে পূজিলা।
শারদীয়া পূজা, লহ দশভুজা,
এই বলি মায়ে জানাইলা।।
ষড়ঙ্গ[৩] পূজিয়া, ঘৃত দধি লৈয়া,
দুগ্ধ মধুসহ কুম্ভে।
করি অতি দৈন্য, দেবী স্নান জন্য,
শ্রীহরি দেন অদম্ভে।।
গঙ্গাজলে পুনঃ, করিলা সেচন,
আসন করেন দান।
অষ্টবসু[৪] কৃত, আসন চিত্রিত,
ইথে কর অধিষ্ঠান।।

স্বাগত জিজ্ঞাসি, পাদ্য অর্ঘ্যে তোষি,
মধুপর্ক তারপর।
বসন ভূষণ, অঙ্গুরী রতন,
প্রীতে দেন রঘুবর।।
ঘৃত মুক্তামণি, গুচ্ছা যারে ভণি,
সিন্দূর কজ্জ্বল আদি।
কুঙ্কুম কস্তুরি, লহ মাহেশ্বরী,
প্রসন্ন হইয়া হৃদি।।
কহ্লাদ উৎপল, কুমুদ বিমল,
মল্লিকা মালতী জবা।
আমলকী কুন্দে, দিয়ে পদদ্বন্দ্বে,
প্রসীদ প্রসীদ শিবা।।
পারিজাত মালা, পর দক্ষবালা,
গুগ্‌গুল ধূপ সুগন্ধে।
ঘৃত দীপ দানে, করিহ কল্যাণে,
প্রণমামি পদদ্বন্দ্বে।।
দুগ্ধ ঘৃত দধি, মিষ্ট পিষ্টকাদি,
লড্ডুক মোদক লাজা।
লহ ইক্ষুদণ্ড, দুঃখ কর খণ্ড,
নেত্রে হের দশভুজা।।
দিব্য নারিকেল, সুপক্ক কদল,
জম্বীর কর্কটী আদি।
সুগন্ধিত জল, রম্য সে তাম্বুল,
সুবাসিত কর্পূরাদি।।

---

১ নিশুম্ভ — দানব কশ্যপের পুত্র ও শুম্ভের ভ্রাতা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নমুচির ইন্দ্রের হাতে মৃত্যু হলে ক্রুদ্ধ শুম্ভ-নিশুম্ভ স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। পরে নিশুম্ভ দেবী দুর্গার হস্তে নিহত হয়। ২. মধুকৈটভ — প্রলয় সমুদ্রে অনন্তনাগের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন বিষ্ণুর কর্ণমূল হতে এই দুই দানবের উৎপন্ন হয়। প্রথম জন মধুপানে উন্মত্ত হয় বলে তার নাম মধু ও দ্বিতীয় জনের কীটের মত আকৃতি বলে নাম হয় কৈটভ। বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা এদের হত্যা করেন এবং ইহাদের মেদ হতে পৃথিবী সৃষ্টি হয় বলে পৃথিবীকে বলা হয় মেদিনী। ৩. ষড়ঙ্গ — ছয়টি মঙ্গলদ্রব্য অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ হতে দধি, ঘৃত ও গোরচনা। ৪. অষ্টবসু — ধর্মের ঔরসে ও দক্ষকন্যা বসুর গর্ভে ধর, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, সাবিত্র, প্রত্যূষ ও প্রভাস — এই অষ্টবসুর জন্ম হয়। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে অষ্টবসুর ভিন্ন ভিন্ন নামের তালিকাও পাওয়া যায়।

পুনরাচমনী, লহ নারায়ণী,
বিল্বদল মালা পর।
নিজগুণে জয়া, দেহ পদছায়া,
ঈষৎ ঈক্ষণ কর।।
এই নানাবিধি, পূজি কৃপানিধি,
আবরণ কৈল পূজা।
পড়ি ভবদায়, জগদ্রামে গায়,
কৃপাকর দশভুজা।।

অষ্টনায়িকা এ আবরণ পূজা।

দেবীর দক্ষিণভাগে পঞ্চউপচারে।
আবরণ পূজা প্রভু করেন সাদরে।।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী[১] পরে।
কপালিনী দুর্গা শিবা পূজিয়া ক্ষমারে।।
ধাত্রী স্বাহা[২] স্বধারে পূজিয়া নারায়ণ।
পূর্ব্বভাগে অষ্ট সুনায়িকার পূজন।।
তাপর ব্রহ্মাণী আদি শক্তিরে অর্চ্চিয়া।
যোগিনীগণের পূজা কৈলা হর্ষ হৈয়া।।
মাতৃগণে জনে জনে পূজিয়া রাঘব।
অস্ত্রের অর্চ্চনা প্রভু কৈলা অসম্ভব।।
মণ্ডলের দলে রুদ্রচণ্ডা[৩] আদি করি।
পদ্মমধ্যে অষ্টদশভুজা পূজি হরি।।
সিদ্ধপুত্রী বটুকাদি ভৈরবগণেরে।
ধ্বজ ছত্র সিংহাসন পূজি দুন্দুভিরে।।
কোটী যোগিনীর পরে ব্রহ্মাণী শকতি।
মাহেশ্বরী কৌমারী[৪] পূজিলা রঘুপতি।।
বৈষ্ণবী বারাহি[৫] নারসিংহী[৬] সে ইন্দ্রানী।
চামুণ্ডারে তারপর পূজি রঘুমণি।।
মধ্যেতে পূজেন কাত্যায়ণী দশভুজা।
প্রসন্ন বদনা দেবী অতি উগ্রতেজা।।
নবপত্রী তারপর ক্রমেতে পূজিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গ সায়ুধে সাদরে পুষ্প দিলা।।
দেবতা তেত্রিশকোটী যে যে সঙ্গে ছিলা।
যার যেন পূজা যথাসম্ভবে পূজিলা।।
ধূপ ধূনাতে ধরা হইছে অন্ধকার।
জয় দুর্গা বলি কয় সকল সংসার।।
তারপর রঘুবর করপুট করি।
পার্ব্বতীর প্রীতে স্তুতি করেন শ্রীহরি।।
শিবরাম পাদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গীত জগদ্রামে গায়।।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর স্তব কবচ পাঠ ও প্রার্থনা।

করপুট হৈয়া, সম্মুখে দাঁড়ায়া,
স্তুতি করেন শ্রীরাম।
সংসার জননী, শুন সনাতনী,
তোমারে লক্ষ প্রণাম।।
বস্তুত নির্গুণা, তুমি নিরঞ্জনা,
স্বেচ্ছাতে ত্রিগুণ হৈলে।
করিতে এ সৃষ্টি, যবে কৈলে দৃষ্টি,
তিন গুণ প্রসবিলে।।

---

১. ভদ্রকালী — ভগবতীর অন্য এক রূপ। দেবী-ষোড়শ হস্তযুক্তা। মহিষাসুর দেবী কর্ত্তৃক শিরশ্ছেদের স্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে ভদ্রকালীর পূজা আরম্ভ করে। দেবী অসুরকে বর দেন যে সে চিরকাল দেবীর পদলগ্ন হয়ে পূজা লাভ করবে। ২. স্বাহা — ব্রহ্মা হতে উদ্ভুত অর্দ্ধ নর ও নারীরূপের নারী অংশ স্বাহা ও স্বধা। ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি স্বাহাকে বিবাহ করেন ও অগ্নির দাহিকা শক্তিরূপে ও স্ত্রীরূপে পূজা লাভ করেন। ৩. রুদ্রচণ্ডা — রুদ্রাণী বা শিবপত্নী ভবানী। ৪. কৌমারী — কার্ত্তিকেয়-শক্তি, মাতৃকা বিশেষ। ৫ বারাহী — যোগিনীভেদ, 'বারাহী খেটকধরা'। ৬. নারসিংহী — দুর্গার মূর্ত্তি বিশেষ। অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ সিংহীরূপে নৃসিংহদেবের জ্যোতি হইতে শক্তিকলা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ভব, করিলে প্রসব,
তুমি ব্রহ্মতেজোময়ী।
তুমি সর্ব্বাধারা, দেবী পরাৎপরা,
অপবা সকল জয়ী।।
দুর্গা সর্ব্বদেহা, দেবদানে স্বাহা,
পিতৃদানে দেবী স্বধা।
তৃষ্ণা, নিদ্রা, দয়া, ক্ষান্তি, শান্তি, জয়া,
কান্তি, পুষ্টি, তুমি মেধা।।
তন্দ্রা, লজ্জা, শোভা, বীজরূপা শিবা,
সুলোকে সম্পদ দাতা।
কুলোকে বিপত্য, তুমি দায়ী নিত্য,
কর্ম্মময়ী বেদমাতা।।
প্রীত পুণ্যবাণে, কলহ পাপীনে,
সিদ্ধিদাতা যোগীগণে।
দেবী দুঃখ হর, দৈত্য নাশ কর,
তবগুণ কেবা জানে।।
তুমি গো ব্রহ্মাণী, তুমি মা রুদ্রাণী,
বিষ্ণুমায়া সে বৈষ্ণবী।
ত্রিলোক সুন্দরী, লোক ভয়ঙ্করী,
গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী।।
যুদ্ধে মহামাবী, তুমি হরনারী,
নৃপের প্রতাপরূপা।
বৈশ্যের বাণিজ্য, সাধুজনে ধৈর্য্য,
এসব সে তব কৃপা।।
তুমি কালরাত্রি,[১] দেবী দক্ষপুত্রী,
ব্রহ্মণ্যরূপা বিপ্রেতে।
হইলে সপক্ষ, তবে হয় মোক্ষ,
নতুবা ভ্রমে জগতে।।

মোর দুঃখ ভরা, হর হরদারা,
তাবা তার নিজ লোকে।
জল, স্থল, নভেঃ পাতু সদা শিবে,
বদন বক্ষ অম্বিকে।।
কণ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর, সর্ব্ব কলেবর,
স্বপ্ন জাগরণে কিবা।
পার্ব্বতী পূর্ব্বেতে, দুর্গা দক্ষিণেতে,
ত্রাণকর সদা শিবা।।
বারুণে বারাহী, বামে পাহি পাহি,
উত্তরে বৈষ্ণবী শক্তি।
করুণা করিয়া, দেবী মহামায়া,
মোরে দেহ নিজ ভক্তি।।
এইরূপে রাম, স্তব অনুপম,
করেন দুর্গার আগে।
জগতে গায়, পার্ব্বতীর পায়,
বিমল বিজ্ঞান মাগে।।

দেবীর ষোড়শ নাম কীর্ত্তন, পূজা প্রচার কথন ও সুরথের বন গমন।

এইমতে দুর্গা প্রীতে প্রভু স্তব কৈলা।
কুঙ্কুম চন্দন বিল্বদল পদে দিলা।।
মাসভক্তবলীতে যোগিনীরে পূজিয়া।
অষ্টশক্তি অষ্টনায়িকারে ক্রমে দিয়া।।
লোকপাল[২] গ্রহ তারা সুরাসুরগণে।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষ করিলা পূজনে।।
বিদ্যাধর উরগ[৩] গরুড় কিন্নরেতে।
ভূত প্রেত পিশাচ অপ্সরা মনুষ্যেতে।।
সাকিনী ডাকিনী শিবা কঙ্কাল বেতালে।

১ কালরাত্রি — ভয়ঙ্কর রাত্রি বা রাত্রির অশুভ ভাগ ২. লোকপাল — ইন্দ্রাদি অষ্টদিকপাল। ৩. উরগ — সর্প।

পূতনা[১] জম্বুক[২] আদি পুজি কুতূহলে।।
দশ উপচারে প্রীতে পুজি সবাকারে।
যথাকালে ক্ষীর অন্ন দেন অম্বিকারে।।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পিষ্ট মিষ্ট উপহার।
আচমন দান দিলা কৌশল্যাকুমার।।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া অষ্ট অকুমারী।
বিপ্রকন্যা ভোজন করান দেবহরি।।
শেষকালে নৃত্য গীত মহামহোৎসব।
দেবী প্রীতে বিজয়া দিলেন রাঘব।।
সিদ্ধি বাঁটি কলসে কলসে অগণিত।
পান করি শঙ্করী করহ মোর হিত।।
সেই সিদ্ধি প্রাসাদ আমোদে কপিগণে।
প্রমোদেতে পান করি নাচে মগ্ন মনে।।
জম্বুবান সঙ্গেতে ভল্লুক যত ছিল।
সিদ্ধি খেয়ে বৃদ্ধ সঙ্গে নাচিতে লাগিল।
ভল্লুক কপিতে কোলাহল করি নাচে।
হাসে কেহ কাঁদে কেহ ভূমে গড়ি দিছে।।
হেথা মুনিগণ জয়ধ্বনি বেদ গান।
লক্ষ লক্ষ বাদ্যভাণ্ড বাজে স্থানে স্থান।।
মহামহোৎসব মহীমণ্ডল ভিতরে।
লাও, খাও, দাও, বলি কন কপীশ্বরে।।
এইমতে দিবস হইল অবসান।
রাত্রিভাগে শুন সন্ধিপূজার বিধান।।
শেষ দণ্ড অষ্টমী নবমী দণ্ড আদি।
এই দুই দণ্ডে সন্ধি নিরূপিত বিধি।।
ইহাতে সংক্ষেপে সবে গন্ধ পুষ্পদিয়া।
সাঙ্গোপাঙ্গ সায়ুধ সবাহনে পূজিয়া।।
সন্ধিযোগে অনুরাগে পার্ব্বতীর প্রীতে।
রাশি রাশি উপহার দিলেন সাক্ষাতে।।

প্রাণী হিংসা বিহীন পূজন সাত্ত্বিকেতে।
নৈবেদ্য স্বরূপ বলি দেন দুর্গা প্রীতে।।
তারপর দুর্গা মন্ত্র জপি ভগবান।
লক্ষ হোম মায়াবীজে কৈল সাবধান।।
স্তুতিপাঠ করি হরি হইলা সুস্থির।
হেনকালে জিজ্ঞাসে সুগ্রীব মহাবীর।।
কৃতাঞ্জলি করি কন শুন নারায়ণ।
দুর্গাপূজা দেখি ধন্য মানিয়ে জীবন।।
এককথা কৃপাময় করিয়ে জিজ্ঞাসা।
করুণা করিয়া কহি পূর্ণ কর আশা।।
যে মায়ের পূজা প্রভু করিছ আপনি।
তাঁর গুণকীর্ত্তি বল কর্ণভরি শুনি।।
কত নাম তাঁহার প্রধান তাহে কত।
নামের মাহাত্ম্য তত্ত্ব বল রঘুনাথ।।
প্রভু কন শুন মৈত্র যে জিজ্ঞাসা কৈলে।
বুঝিনু জগৎ-জীবে জ্ঞাননৌকা দিলে।।
একথা নিগূঢ় তত্ত্ব মূঢ় লোকে শুনে।
মহাপাপী তথাপি সে তরিবে শমনে।।
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব রাজন।
প্রকৃতির নাম সংখ্যা না হয় কখন।।
অনন্ত নামের মধ্যে ষোল নাম সার।
ক্রমে বলি মন দিয়া শুন সারোদ্ধার।।
দুর্গা, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া, ভগবতী।
ঈশানী, সর্ব্বানী, নিত্যা, সত্যা, শিব, সতী।।
অম্বিকা, সর্ব্বমঙ্গলা, সনাতনী, গৌরী।
বৈষ্ণবী, পার্ব্বতী, ষোল নাম শুভঙ্করী।।
শ্রেষ্ঠ সামবেদ শাখা কথুমিতে উক্ত।
ক্রমে নাম অর্থ বলি শুনি হবে মুক্ত।।
মহাদুষ্ট দুর্খা[৩] দৈত্যে নাশেন আপনে।

১ পূতনা — বকাসুরের ভগ্নী। কংসরাজ কর্তৃক কৃষ্ণবধের জন্য গোকুলে প্রেরিত হইয়াছিল এবং এই দানবী মায়াবিনী কৃষ্ণ কর্তৃক স্তনপানচ্ছলে নিহত হয়। ২. জম্বুক — শৃগাল। ৩. দুর্খা — যাহাতে দুষ্ট অক্ষ বা কপট দ্যুতি।

ভববন্ধ[1] কর্ম্মপাশ করেন ছেদনে।।
রোগে শোকে নরকে দুঃখেতে কি তরাণ।
দুর্গা নামে এই অর্থ চারি বেদ গান।।
যশে গুণে তেজে নারায়ণ তুল্য হন।
তেঁই নারায়ণী বলি তিনলোকে কন।
সৃষ্টির প্রথমে বিষ্ণু ইহাঁরে সৃজিলা।
বিশ্বকে মোহিয়া বিষ্ণুমায়া নাম থৈলা।।
আবির্ভাব তিরোভাব যুগে যুগে যাঁর।
ভগবতী নাম তেঁই ভুবনে ইহাঁর।।
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মাতা ইনি সে প্রকৃতি।
ঈশানী[2] বলিয়া নাম তেকারণে খ্যাতি।
এ বিশ্বসংসারে চরাচর আছে যত।
সে সবার জন্ম মৃত্যু ভয় করি হত।।
সপক্ষ হইয়া মোক্ষ দেন সবাকারে।
সর্ব্বাণী মায়ের নাই তেঁই এ সংসারে।।
ভগবান নিত্য যেন তেন অই শক্তি।
তেঁই নিত্যা নাম থৈলা এই বেদ যুক্তি।।
আব্রহ্ম সকল সে প্রপঞ্চ[3] মাত্র মিথ্যা।
দুর্গা এক সত্য হন তেঁই নাম সত্যা।।
শিব শব্দ কল্যাণ বাচক শিব প্রিয়া।
শিবা নাম অতেব ধরিলা মহামাযা।।
শুদ্ধিবুদ্ধি দাতা পতিব্রতা সুশীলতা।
এইগুণে সতী নাম থৈলা জগন্মাতা।।
পূজনীয়া বন্দনীয়া বিশ্বের জননী।
অতেব অম্বিকা নাম থৈলা নারায়ণী।।
মঙ্গল বাচকটী সে মোক্ষ শব্দ হৈ'লা।
হেন মোক্ষ দেন তেঁই সর্ব্বমঙ্গলা।।
সতত সর্ব্বত্রে বিদ্যমান হন যিনি।
শুনহে সুগ্রীব তেঁই নাম সনাতনী।।
সকলের গুরু শিব তাঁর হন প্রিয়া।
সংসারের ইষ্ট বিষ্ণু তাঁর হন মায়া।।
পরমব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মে লীন হন।
গৌরী নাম তেঁই শুন সুগ্রীব রাজন।।
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুর প্রকৃতি।
অতেব বৈষ্ণবী নাম লোকে বেদে খ্যাতি।।
পর্ব্বতবাসিনী হন পর্ব্বতের সুতা।
তেঁই সে পার্ব্বতী নাম থৈলা জগন্মাতা।।
ষোল নাম প্রধান তাহার এই অর্থ।
সাদরে শুনিলে ভবে হবে সুপবিত্র।।
সুগ্রীব বলেন শুন রাম নারায়ণ।
নামের মহিমা আমি করিনু শ্রবণ।।
কিন্তু চিন্তামণি[4] এক নিবেদন করি।
কি প্রকারে এ পূজা প্রকট হৈল হরি।।
আপনে পূজন কৈলে কিম্বা আগে ছিল।
পূজিয়া পার্ব্বতী কেবা কি কার্য্য সাধিল।।
এ মায়ের পদ কেবা পূজিল প্রথমে।
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে কেবা চতুর্থ পঞ্চমে।।
কোন যুগে কোন স্থানে কোন প্রয়োজনে।
কে কে পূজি কোন ফল লভিল ভুবনে।।
পরাৎপর পরিপুষ্ট যদি আছ মোরে।
বিস্তারিয়া বিবরিয়া বল কৃপা করে।।
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব রাজন।
প্রতিকল্পে পূজা আছে শুন বিবরণ।।
বলিয়ে প্রাচীন কথা শুন অতি প্রীতে।
ব্রাহ্ম পাদ্ম বারাহ সে কল্প তিন মতে।।
আদি সৃষ্টি ব্রাহ্মকল্পে পূজা সংখ্যা নাই।
পাদ্মকল্প[5] বারাহের কিঞ্চিত শুনাই।।
দ্বিতীয় সে পাদ্মকল্পে মহাগোলকেতে।

১ ভববন্ধ — পৃথিবীর আকর্ষণ। ২. ঈশানী — মহেশ্বরী বা দুর্গাদেবী। ৩. প্রপঞ্চ — মায়া। ৪. চিন্তামণি — চিন্তাগোচর যে-কোন বস্তু দান করে এমন মণি, অর্থাৎ ভগবান, ব্রহ্মা বা নারায়ণ। ৫. পাদ্মকল্প — ব্রহ্মার দিনরূপ কল্পবিশেষ।

নিত্যবৃন্দাবনে কৃষ্ণ পূজিলা রাসেতে।।
তবে সে কৃষ্ণের রাস হৈল পরিপূর্ণ।
প্রথমেতে এই পূজা শুন দিয়া কর্ণ।
দ্বিতীয় পূজার কথা শুন সাবধানে
কারো কায়া শুদ্ধ নহে দুর্গা পূজা বিনে।।
মধুকৈটভের ভয়ে দেব প্রজাপতি।[1]
বিষ্ণু নাভিস্থলে থাকি পূজিলা প্রকৃতি।।
চতুর্মুখে মহামায়া প্রসন্ন হইলা।
যোগনিদ্রা হৈতে মাতা বিষ্ণুকে জাগা'লা।।
তবে মধুকৈটভেরে বিষ্ণু কৈলা ধ্বংসে,
মেদিনী জন্মিল মধুকৈটভের মাংসে।।
পৃথিবী উপরে বিধি তবে কৈলা সৃষ্টি।
যত দেখ শুন সে দুর্গার কৃপাদৃষ্টি।।
তৃতীয়েতে ত্রিপুর নামেতে মহাবল।
যার ভয়ে স্থির নহে এ মহীমণ্ডল।।
সমাদরে শঙ্কর সে সেবিলা প্রকৃতি।
তবে সে অসুর মৈল স্থির হৈল ক্ষিতি।।
চতুর্থ পূজন পুনঃ শুন বলি স্পষ্ট।
দুর্ব্বাসার[2] শাপে ইন্দ্র হইলা শ্রীভ্রষ্ট।
প্রকৃতির পাদপদ্ম পূজি দেবরায়।
পার্ব্বতী প্রসন্নে পুনঃ রাজলক্ষ্মী পায়।।
তদবধি পৃথিবীতে মুনি মানবেতে।
পঞ্চমে ব্যাপিত পূজা হৈল ত্রিলোকেতে।।
দ্বিতীয় কল্পের কথা কহিল তোমারে।
তৃতীয় কল্পের কথা শুন সমাদরে।
এই যে বারাহ কল্প প্রথম পূজন।
সুরথ[3] সমাধি বৈশ্য ভূপতি দুজন।

মেধস মুনির বিধি লইয়া দুজনে।
নদীতটে মৃন্ময়ী সে করিয়া পূজনে।।
রাজা নিজ রাজ্য, ভার্য্যা, পুত্র, পৌত্র, পে'ল।
শেষেতে অষ্টম মনু সাবর্ণি হইল।।
সমাধি নামেতে বৈশ্য দুর্গারে সেবিয়া।
পরম দুর্ল্লভ মোক্ষপদ পে'ল গিয়া।।
এ শুনি সুগ্রীব রাজা করিলা আপত্য।
একথা শুনিয়া কে সন্দেহ হৈল চিত্ত।
সুরথ রাজন আর সমাধি বৈশ্যেতে।
একত্রে পূজিল দুর্গা নদীর তটেতে।।
যোগীর দুর্ল্লভ পদ বৈশ্য কেন পে'ল
রাজা কেন পুনঃ মায়াজালে বদ্ধ হৈ'ল।।
এক বৃক্ষে দুই ফল অতি চমৎকার
সন্দেহ ভঞ্জন বলিবে বিস্তার।।
সুগ্রীবে সম্বোধি কথা কন রঘুমণি।
একত্র পূজনে ফল পৃথক বাখানি।।
সকাম নিষ্কাম দুইমত পূজা ব্রতে।
সকামে যে জন্যে পূজে সে সিদ্ধি তাহাতে।।
নিষ্কাম ভজন মাত্র ঈশ্বরের প্রীত।
বিষয় বাসনা তাহে কেবল নিন্দিত
তার সম আরপার ভক্ত কেহ নয়।
ঈশ্বরের প্রীতে চতুর্ব্বর্গ লভ্য হয়।।
অতেব সুরথ রাজা সকামে সেবিল।
তেকারণে ধন ধরা সুত দারা পে'ল।।
বিভব বাসনা করি দেবীরে পূজিল,
মনোভীষ্ট পেয়ে মায়াজালে বদ্ধ হৈল।।
পার্ব্বতীর প্রীতে পূজা করিল বৈশ্যেতে।

১ প্রজাপতি — জীবসমূহের স্রষ্টা জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলা হয়েছে। তবে বেদে অন্যান্য কিছু দেবতাদেরও প্রজাপতি বলা হয়েছে ২ দুর্বাসা — মহর্ষি অত্রি ও মুনিপত্নী অনসূয়ার পুত্র তিনি তেজের আধার ও অত্যন্ত কোপন স্বভাবের ছিলেন তাঁরই শাপে শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হন এবং পাণ্ডবদের বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে দুর্বাসা দশ সহস্র শিষ্য লইয়া তাঁদের অতিথি হন। ৩ সুরথ — চন্দ্রবংশীয় রাজা যিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। মেধসমুনির উপদেশে তিনি দেবী আরাধনা করে নিজ অভীষ্ট লাভ করেন

মোক্ষপদ দিলা দেবী আপনা হইতে।।
সকাম নিষ্কাম মিতা বহু তারতম্য।
সকাম নিন্দিত সে নিষ্কাম অতি সৌম্য।।
সুগ্রীব বলেন শুন দেব নারায়ণ।
কোন বংশে উপাদান সুরথ রাজন।।
কি বিধানে কাত্যায়নী সকামে পূজিল।
কপিরে করিয়া কৃপা কহিবারে হৈ'ল।।
বৈশ্যের কি নাম কোথা তাহার উৎপত্তি।
দুজনের পূর্ব্বকথা বল মহামতি।।
শ্রীরাম বলেন মৈত্র শুন আজ হৈ'তে।
ব্রহ্মপুত্র অত্রিমুনি[১] বিখ্যাত জগতে।।
তাঁহার তনয় চন্দ্র মত্ত কামবাণে।
বলাৎকারে রতি কৈল গুরুপত্নী সনে।।
গুরুপত্নী গর্ভে হৈ'ল বুধের উৎপত্তি।
বুধের তনয় হৈ'ল চৈত্র মহামতি।।
সপ্তদ্বীপ[২] শাসিত করিল চৈত্র ভূপ।
দানী জ্ঞানী মানি রাজা ধর্ম্মের স্বরূপ।।
সপ্তনদী দধির ঘৃতের সপ্তনদী।
শত নদী দুগ্ধ মধু ষোড়শ অবধি।।
দশ নদী তৈল লক্ষ রাশি চিনি ফেনি।
মিষ্টান্ন তণ্ডুল লক্ষ লক্ষ রাশি গণি।।
প্রতিদিন দ্বিজে দান দেন চৈত্র ভূপ।
পঞ্চকোটী গাবীমাংস অন্ন আদি সূপ।।
প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণে করাণ ভোজন।
লক্ষধেনু দ্বিজগণে করান গ্রহণ।।
মণিরত্ন লক্ষশত লক্ষেক সুবর্ণ।
বসন ভূষণ লক্ষ লক্ষ পরিচ্ছন্ন।।
জীবন অবধি প্রতিদিন দেন দ্বিজে।
সে সম ধার্ম্মিক কেহ নাহি ধরামাঝে।।
তাঁহার নন্দন অধিরথ মহাশয়।
তাঁর সুত সুরথ সংসারে যাঁরে কয়।।
সপ্তদ্বীপ অধীপ সে সুরথ রাজন।
অকস্মাৎ হৈ'ল তাঁরে দৈব বিড়ম্বন।।
ধ্রুব পুত্র উৎকল তাহার সুত নন্দি।
সুরথ রাজার সে শুনিল ধন সন্ধি।।
শত শত অক্ষৌহিণী সেনা লয়ে রাজা।
সুরথের পুরী বেড়ে নন্দী মহাতেজা।।
দুই ভূপে অতি কোপে মহাযুদ্ধ হৈ'ল।
প্রলয় সমর সম্বৎসর দোঁহে কৈল।।
চিরজীবি পরম ধার্ম্মিক রাজা নন্দি।
একে একে সুরথের সৈন্য কৈল বন্দি।।
পরাভূত হয়ে দ্রুত রাত্রি যোগ করি।
একা হয়ে আরোহিয়া ত্যাগ কৈল পুরী।।
রাত্রি দিবা চলে কিবা গহন কাননে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যুত ধারা বহে দুনয়নে।।
ভয়ে শোকে ব্যাকুল হইয়া নরপতি।
বিধি বাম হেতু কাঁদে পাইয়া দুর্গতি।।
শিবরাম পাদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি গীত জগদ্রামে গায়।।
অকৃতি অধম দ্বিজ জগদ্রামের বাণী।
অন্তকালে পদাশ্রয় দিওমা ভবানী।।

সুরথের বিলাপ।

পুষ্পভদ্রা নদী তীরে, কাঁদে রাজা উচ্চৈঃস্বরে,
নয়নে বয়ানে ধারা বয়।
হায় বিধি হৈলে বাম, কে নিল সে সুখধাম,
নির্লজ্জ পরাণ কেন রয়।।

১ অত্রিমুনি — ব্রহ্মার চক্ষু হইতে উৎপন্ন তাঁহার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষির অন্যতম। প্রজাপতির কন্যা অনুসূয়ার গর্ভে অত্রির তিনটি পুত্র হয়। এই তিন পুত্র দত্তাত্রেয় অর্থাৎ বিষ্ণু, দুর্বাসা বা শিব ও সোম বা ব্রহ্মা। ২. সপ্তদ্বীপ — জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর - পুরাণোক্ত এই সাতটি দ্বীপ বা পৃথিবীর সাতটি বিভাগ।

সে চন্দ্রবদনী দারা, প্রিয়তমা চক্ষু তারা,
হারা হৈল নিজ কর্ম্মদোষে।
সুকুমারী সে মহিষী, তারে কে করিল দাসী,
এই ছিল মোর কর্ম্ম শেষে।।
রতন ভাণ্ডার ছিল, ছারখার সে হইল,
আত্ম বন্ধুগণ বন্দি হৈ'ল।
ঐরাবত[১] তুল্য হস্তী, সে পাইছে কোন শাস্তি,
দাস দাসী কোথাকারে গেল।।
আমি সে সুরথ রাজা, পুত্র সম পালি প্রজা,
রিপু হাতে দিল এতদিনে।
আমাতে জীবন যার, হেন মন্ত্রী সে সভার,
কে রাখিবে যাবে কার স্থানে।।
মোর কোন পেয়া ছল, বিধাতা বিমুখ হৈল,
কোথা যাব কে দিবে অভয়।
সপ্তদ্বীপ নৃপমণি, কভু ভিক্ষা নাহি জানি,
কিসে মোর প্রাণ রক্ষা হয়।।
মোর কাছে লক্ষ লোকে, সদা করযোড়ে থাকে,
হেন আমি একাকী কাননে।
পূর্ণনৌকা এককালে, অকস্মাৎ ডুবে জলে,
না জানিল এ সব স্বপনে।।
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ছাড়ে, কভু ভূপ ভূমে পড়ে,
মস্তকেতে করাঘাত করে।
কভু অচেতন হয়, কভু মৌন ধরি রয়,
উন্মনা হইল নরবরে।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গান, রসিক জনার প্রাণ,
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বাঞ্ছিত।
ইচ্ছাপূর্ণে কল্পবৃক্ষ, তারিণী তাহার পক্ষ,
জগতে জগত বিরচিত।

সমাধির বৃত্তান্ত বর্ণন ও মেধসাশ্রমে গমন।

হাহাকারে রোদন করিয়া রাজা ফিরে।
বৈশ্য সঙ্গে দেখা হৈ'ল কানন ভিতরে।
দুইজনে অধোমুখী দোঁহে শোকে মগ্ন।
মায়াবাপ্তু উভে ক্ষিপ্ত চিত্ত উন্মবিগ্ন।
বৈশ্যের বিবয় শুন সুধীর ভূপতি
কলিঙ্গ দেশের রাজা বিরাধ সুখ্যাতি।
বৈশ্য বংশে উপাদান রাজা মহাধনী।
তার পুত্র দ্রুমিল নামেতে অতি জ্ঞানী
দ্রুমিল তাহার নাম আজন্ম অবধি।
সমাধি করিয়া নাম লভিল সমাধি।
এক কোটী সুবর্ণ প্রত্যহ করি দান
তবে সে সমাধি বৈশ্য করে জলপান
তার পুত্র দারা তারা তা দেখিতে নারে
সর্ব্বধন লুকাইয়া রাখে স্থানান্তরে।
ধন পেয়ে পুত্র দারা হৈল বলবান
সমাধি না পান ধন দ্বিজে দিতে দান।
দান দিতে না পাইয়া সপ্তদিন গেল।
অন্ন জল হীন কণ্ঠাগত প্রাণ হৈল।।
সুত, জায়া, তবু মায়া না করিল তারে।
পিতা পতি স্নেহ দূর ধনলোভে করে।।
তাহা দেখি অতি দুঃখী সমাধি মানসে।
পুত্র দারা গৃহ ত্যজি এল্য বনবাসে।।
যে বনে সুরথ রাজা করয়ে ভ্রমণ।
সে বনে একত্র হৈ'ল দোঁহে সম্মিলন।।
দোঁহে দোঁহা জিজ্ঞাসিল দোঁহার বিষয়।
দোঁহে দৈব বাধিত জানিল সুনিশ্চয়।।

১ ঐরাবত — দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী। সমুদ্রমন্থনের সময় ইহার উদ্ভব হয়। ভিন্ন মতে, এক শ্রেণীর চতুর্দন্তী শ্বেত হস্তী। হস্তীদের রাজা ঐরাবত একজন দিকপাল।

পরধনে লোভ হীন, রক্ষা করি দেখি দীন,
ক্ষুধাতুরে করাই ভোজন।
যাচক বৈমুখ কভু, মোর পুরে নাহি প্রভু,
বন্ধুজনে না বঞ্চি কখন।।
যে জন শবণ লয়, তারে করিয়ে নির্ভয়,
আর কত বলিব সাক্ষাতে।
নীতি বিনা নাহি জানি,তবে কেনে মহামুনি,
বিধাতা বিমুখ হইলা ইথে।।
নন্দী[১] নামে নৃপবর, সসৈন্যেতে ত্বরাপর,
মোর পুরী বেড়িল আসিয়া।
সম্বৎসর যুদ্ধ কৈনু, শেষে পরাভূত হৈনু,
রাত্রিযোগে আইনু পলাইয়া।।
সতত পর্য্যঙ্কে[২] থাকি,রৌদ্রমুখ নাহি দেখি,
সে একাকী ভ্রমিয়ে কাননে।
বৈরীগ্রস্ত পুরী নারী, এ জীবন বৃথা ধরি,
হায় হরি হেন কৈলে কেনে।।
কি করিব কোথা যাব,কিসে ধরা দারা পাব,
এ দশাতে কে হবে সহায়।
ডুবিয়ে সাগর জলে, কিম্বা কাতি লয়ে গলে,
তবে মুনি মনস্তাপ যায়।।
যখন যে দিকে চাই, অন্ধকার সর্ব্ব ঠাঁই,
সহায় সম্বল কেহ নাই।।
কি জানি কি ভাগ্যে ছিল, তেঁই তব দেখা পে'ল
ভৃত্য করি রাখহ গোঁসাই।।
চরণ তরণি করি, দুঃখার্ণবে লহ তারি,
কর্ণধার হও মহামুনি।
আমি নিরাশ্রয় ভীরু, তুমি প্রভু কল্পতরু,
বর্ণগুরু ত্রাহি দাস জানি।।

নিজ নিবেদন যত, সুরথ করিল জ্ঞাত,
শুনি মুনি মেধস ব্যাকুল।
আশ্বাসিয়ে নৃপবরে,বৈশ্যেরে জিজ্ঞাসা করে,
বল বৈশ্য তব দুঃখ মুল।।
রাজার বিষয় শুনি
ভালে ভাল কন মুনি।
ত্রাস পরিহর, শোক দূর কর,
চিন্তাকর চক্রপাণি।।
একত্রে আইলে দুজনে
বলিলে নিজ বেদনে।
বৈশ্যের বিষয়, শুনিয়া নিশ্চয়,
বলিব যা আছে মনে।।
শুনহে বৈশ্য সমাধি,
প্রকৃত বলিবে যদি।
সব দুঃখ যাবে, মনোরথ পাবে,
আছে মহান ঔষধি।।
বৈশ্য হৈয়া পাণিপুটে,
বলে মুনি সনিকটে।
তুমি ধরামর, মুনির প্রবর,
কিবা না জান যে বটে।।
ব্রহ্মবস্তু নিরাকার,
নির্য্যাস না হয় তার।
ব্রহ্মতত্ত্ব[৩] জান, অতেব ব্রাহ্মণ,
বলয়ে তিন সংসার।।
বিপ্রের শরীর ধরি
ভূমে বিহরেন হরি।
ব্রাহ্মণে বিষ্ণুতে, ভেদ নাহি ইথে,
বেদে বলে এক করি।।
বিপ্রের চরণাঙ্কিত,
বিষ্ণু হৃদি বিভূষিত।

১ নন্দী — মগধের নৃপতি বিশেষ। ২. পর্য্যঙ্ক — পালঙ্ক ৩. ব্রহ্মতত্ত্ব — ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান।

শ্রীবৎসাখ্যান,[১] করি ভগবান,
পুলকে কৈল সঞ্চিত।।
পৃথিবীতে তীর্থ যত,
সমুদ্রে আছয়ে তত।
সমুদ্রে যতেক, বিপ্রপদে এক,
দক্ষিণেতে আবির্ভূত।।
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু,
বিপ্ররূপ কল্পতরু।
বচনে যা কন, প্রত্যক্ষ সে ক্ষণ,
দ্বিজে নিজে আমি ভীরু।।
বিপ্র পূজ্য সর্ব্ব ঠাঁই,
বিপ্রের অসাধ্য নাই।
বিপ্র কোপানলে, বিনাশ সমূলে,
বিপ্রে সদা ভয় পাই।।
দ্বিজ যাঁরে হন তুষ্ট,
তাঁর নহে কোন কষ্ট।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষ অনুপম,
লভয়ে সে মনোভীষ্ট।।
বিপ্রের বদনে বেদ,
বিপ্র জানে সব ভেদ।
তুমি অন্তর্যামী, কি নিবেদি আমি,
মোর জান যেবা খেদ।।
মোর মনোরথ যত,
আপনি সকল জ্ঞাত।
সর্ব্বজ্ঞের কাছে, জানাতে কি আছে,
বুঝিয়া কর বিহিত।।

সুরথ সমাধি[২] দুজন কথা।
শুনি মুনিবর ভাবেন তথা।।
সুরথ সমাধি বিপদগ্রস্ত।
রাজা নিবেদিল দুঃখ সমস্ত।।
সমাধি নিজ বেদনা না কয়।
মোরে ভার দিয়া নীরবে রয়।।
অতেব সুকামী সুরথ রাজা।
বৈশ্য নিষ্কামী ভক্ত মহাতেজা।।
বাসনা বিহীন বৈশ্য সমাধি।
সত্ত্বগুণাবলম্বী বিমল হৃদি।।
দূরীত-দলনী দুর্গারে সেবে।
অনায়াসে ভবপাশে এড়াবে।।
সুরথ সুপথগামী কি নয়।
রজ তম যুত হৃদয় হয়।।
পুনঃপুনঃ মায়াজালে মজিবে।
সকামী হইয়া দুর্গা ভজিবে।।
যেন মতি তেন গতি তাহার।
কিন্তু উপদেশ দিব সার।।
এই ভাবি মুনি বলেন দোঁহে।
দূর কর বাছা এ শোক মোহে।।
শোকে করে লোক আপন ঘাতী।
শোক কৈলে হয় সে ভ্রষ্টমতি।।
শোক করে যোগী শোকেতে রোগী।
শোকেতে করয়ে সকল ত্যাগী।।
এ শোক যে লোক ত্যাগ না করে।
সে মজে মায়াময় কারাগারে।।
জ্ঞান তরি বিনা নাহি তারণ।

১ শ্রীবৎস — অযোধ্যার রাজা। এঁর স্ত্রী ছিলেন চিন্তা। শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে বড়, এ বিষয়ে বিবাদ হইলে ধার্মিক শ্রীবৎস তাহা মীমাংসার জন্য অনুরোধযুক্ত হন। ঘটনাক্রমে শনির কোপে শ্রীবৎস ও চিন্তা সর্বস্ব হারান। পরে লক্ষ্মীর বরে বহু দুর্গতির পর আবার হৃতরাজ্যে ফিরিয়া আসেন। ২ সমাধি — এক ধনলোভী বৈশ্য স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভগবতীর শরণাপন্ন হন এবং দেবীর আরাধনা করিয়া বর লাভ করেন ও পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হন.

সদগুরু কর্ণধারের কারণ।।
অতেব বলি শুন সার কথা।
জ্ঞান হবে যাবে মনের ব্যথা।।
জ্ঞান হৈলে ভেদ খেদ মিটিবে।
যার যে বাসনা বুঝি করিবে।।
নির্গুণ ব্রহ্ম আছে একজনা।
তাঁর প্রকৃতি সে মায়া ত্রিগুণা।।
এ সংসার সে মায়ার কৃত।
যোগমায়াতে আচ্ছন্ন জগত।।
সে মায়া দয়া না করেন যারে।
সেই ভ্রমে এই জগত ঘোরে।।
নিত্য বস্তু পরমেশ্বরে ত্যাগে।
অনিত্য সংসারে নিত্যানুরাগে।।
ধন ধরা সুত দারার মায়া।
এড়াতে না পারে ভ্রমে ভুলিয়া।।
বুঝি না বুঝে না শুনয়ে মায়া।
মিথ্যা লাগি করে উদ্যোগ নানা।।
ব্রহ্ম ত্যজি অন্য দেবেরে পূজে।
গঙ্গাজল ছাড়ি কূপ যে খুঁজে।।
ব্রহ্মের কলাঅংশে দেবগণ।
সপ্তজন্ম আগে করে পূজন।।
তবে প্রকৃতির দয়া কি হয়।
দেবী দয়া কৈলে দুর্ম্মতি ক্ষয়।।
সুমতি পাইয়া সতত সেবে।
হৃদয় কমলে প্রকৃতি ভাবে।।
প্রকৃতি বিনা ভাবনা না হয়।
প্রকৃতি স্বরূপব্রহ্ম কি হয়।।
ব্রহ্মের কখন না হয় দেখা।
বর্ত্তমান বস্তু প্রকৃতি একা।।
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি ত্রিমতে।
হ্লাদিনী[১] সন্ধিনী[২] সংবৃত যুতে।।
হ্লাদিনী শক্তির চরণ পূজে।
সে বিনা শূন্য বেদাগমে খুঁজে।
নিজস্বরূপ তাঁরে বেদে বলে।।
মন দড় করি ভজ নিশ্চলে।
ভাবিতে ভাবিতে লোভিবে মন।
মন ভুলিলে বাহ্যে অচেতন।।
চেতনা হারায়ে যে দিকে চায়।
স্থাবর জঙ্গম দেখয়ে তায়।।
কেবা সে আপন কেবা সে পর।
দ্বৈধ ভাব আর না রয় তার।।
ভাবিত রূপ সকলে সে দেখে।
নয়নের কোণে তারা সে থাকে।।
নিত্যানন্দময়ী রূপসিন্ধুতে।
যে ডুবে তার কি ক্ষার বিন্দুতে।।
অক্ষোভয়[৩] লোভ অচিন্ত্য সে।
ভক্তি মুক্তি ছার গণয়ে কে।।
সদানন্দময় আপন হারা।
কভু হাসে কাঁদে নয়ন ধারা।।
অন্যে না বুঝয়ে তার রীত।
মায়িক[৪] লোকে সে সদা নিন্দিত।।
হেন জন এক কোটী লক্ষেতে।
সর্ব্বতীর্থ তাঁর ফিরয়ে সাথে।।
জীব ছিল শিব সে জন হইল।
বদ্ধমুক্ত বুচি মুক্তি সে পাইল।।
লৌহ স্বর্ণ যেন পরেশ ছুঁইলে।

---

১ হ্লাদিনী — যে স্বরূপশক্তির বলে ভগবান নিজে আনন্দিত হন এবং অপর সকলকেও আনন্দিত করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় মতে শ্রীরাধিকা। ২, সন্ধিনী — বৃষভানুকান্তা শক্তি। ৩ অক্ষোভয় — ক্ষোভহীন বা প্রশান্ত। ৪ মায়িক — মায়াময়।

অধম উত্তম মন ভুলিলে।।
যে মত কীট কুমারিয়া[১] হয়।
ভজন প্রতাপ এমতি কয়।।
মহাপ্রলয়ে তার নাহি নাশ।
তার নাই পুন এগর্ভে বাস।।
যার কুলে হেন ভক্ত উৎপতি।
লক্ষ পুরুষ তার উর্দ্ধগতি।।
জন্মে জন্মে হেন সাধন করে।
বহুক্লেশে ভক্ত বলাইতে পারে।
এসব সাধন সেজন করে।
মহামায়া দয়া করেন যাঁরে।।
প্রকৃতি প্রসন্ন যাবত নন।
হরিভক্তি না জন্মে কদাচন।
অতএব ভবসিন্ধু তরণে।
দুর্গা বিনা তরি কে ত্রিভুবনে।।
বিবিধ বিপদ বিনাশ হব।
একমনে অম্বিকা পদ সেব।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি জগদ্রামে গায়।
মা না তারালে গো ঠেকিবে দায়।।

সুরথের দুর্গোৎসব ও রাজ্যাদি প্রাপ্তি।

মুনিবর কন শুন সুরথ সমাধি।
ভবজালে অবহেলা পার হবে যদি।।
নির্গুণ পরম বস্তু ব্রহ্ম নিরাকার।
এ সংসার সৃজনে তাঁর নাই ভার।।
নিজরূপ তুল্য তিনি কার্য্যাকার্য্য হীন।
তাঁহার প্রমাণ তিনি কার্য্যে উদাসীন।।
তাঁর সন্নিধানে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে।
ব্রহ্মময়ী প্রকৃতি সে সৃজেন সংসারে।।
সে পরম প্রকৃতির পাদপদ্ম ধর।
অনায়াসে অশেষ ক্লেশেতে সদ্য তর।।
কর্ম্মপাশ কাটিতে পার্ব্বতী তীক্ষ্ণ অসি।
তিঁহো বিনা ভববন্ধ কোন জনা নাশি।।
বিষয়ে বিরতি করি ভগবতী সেবে।
নিষ্কামী দেখিয়ে মা তরাণ তারে ভবে।।
বিষয় বাসনা করি যে করে পূজন।
মনোভীষ্ট পূর্ণ হয় না হয় বন্ধন।।
সকামেতে পূজিলে সে ভ্রময়ে জগতে।
বলিয়ে বিশেষ কথা শুনিলে দোঁহাতে।।
একচিত্তে পরমাপ্রকৃতি পদ সেব।
দুর্গাপদ সেবিলে দুর্গতি নাশ হব।।
যার যে বিষয় ফলোদয় তাই হবে।
বিষ্ণুমায়া দয়া বিনা ক্রিয়া সিদ্ধ ন'রে।।
নদীতীরে ভজ দুর্গা দেবী সনাতনী।
সিংহপৃষ্ঠে দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী।।
মহামায়া মন্ত্র দিয়ে লহ দুইজনে।
মৃণ্ময়ী গঠন[২] করি পূজ হর্ষমনে।।
মন্ত্র লয়ে দুইজনে নদীতীরে গিয়া।
দশভুজা পূজা করে জয় জয় দিয়া।।
দুখানি প্রতিমা দোঁহে করিয়া নির্ম্মাণ।
সিংহপৃষ্ঠে দশভুজা দেবী কৈল ধ্যান।।
সত্ত্ব রজ তম তিনমত পূজা হয়।
যাতে ষোল ফল মুনি বলিলা নিশ্চয়।।
তথাপি সুরথ স্বাত্বিকেতে না পূজিল।
রজ তম গুণ যুত আরম্ভি সেবিল।।
বোধন নবমী চৈত্রে বিজয়া পর্য্যন্ত।
এক পক্ষ পূজা কৈল নানা যন্ত্র মন্ত্র।।
মেষ বলি মহিষ গণ্ডক[৩] কৃষ্ণসার।

১. কুমারিয়া — কুম্ভির শব্দের কথ্য রূপ। ২. মৃণ্ময়ী গঠন — মাটির প্রতিমা। ৩. গণ্ডক — গণ্ডার পশুবিশেষ।

ছাগ বলি আদি সব যতেক প্রকার।
নিরন্তর নৃত্য গীত সম্মুখে দুর্গার।
কতমত বাদ্য বাজে ব্যাল্লিশ প্রকার।।
একপক্ষ একলক্ষ বলিদান দিয়া।
ষোড়শোপচারে রাজা পূজে মহামায়া।।
নানা ধূপ দীপ ভূপ দিয়া প্রতিদিনে।
কুঙ্কুম চন্দন জবা দিয়া সে চরণে।।
মহানবমীর দিনে শেষ রাত্রি যোগে।
কামনা করয়ে কাত্যায়ণী পুরোভাগে।।
যদি জগন্মাতা মোরে হইবে সদয়।
যদি পুনঃ দাবা ধরা সুত লভ্য হয়।।
বরষে বরষে পূজা হরষে করিব।
প্রতি সংবৎসর লক্ষ বলিদান দিব।।
ওপদ পূজিলে পীড়া মাত্র নাহি রয়।
একথা সর্ব্বথা দড় বেদাগমে কয়।।
বেদের বচন সত্য কর হরজায়া।
বন্ধুহীন হয়ে ভবে ভাসি মহামায়া।।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা বস্ত্র লৈয়ে গলে।
স্তুতি করে পার্ব্বতীর চরণ যুগলে।।

বিন্ধ্যবাসিনী,[১] জগজ্জননী,
মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী।
তুমি মা আদ্যা, পরম বিদ্যা,
ত্রিগুণরূপ শঙ্করী।।
সৃষ্টি করণ যুত ত্রিগুণ,
বস্তুত তুমি নির্গুণা।
ব্রহ্মমূর্ত্তি, তব যে কীর্ত্তি,
ভেদ জানে মা কে জনা।।
পরমযোগ, বিবিধ ভোগ,
রোগ শোক তুমি শিবে।
জগত যন্ত্র, যতেক মন্ত্র,
প্রণব স্বরূপ জীবে।।
তুমি অচিন্ত্য, মহত শান্ত,
ভূ নভঃ জল ব্যাপিনী।
দৈত্য মনুজ, যত ভূভুজ,
তুমি সে সর্ব্বরূপিনী।।
তুমি সে সত্য, সব অনিত্য,
শম্ভু হৃদয়-বাসিনী।
শৈলতনয়ে দেবী অভয়ে,
কল্মষচয়[২] নাশিনী।।
দিব্য বিমল, পদ যুগল,
অতুল বিঘ্ন ভঞ্জয়ে।
নাম লইলে, এই যে ভূতলে,
দুরিত গরিমা গঞ্জয়ে।।
চক্ষে চাহিয়ে দক্ষতনয়ে,
রক্ষা কর মা পার্ব্বতী।
দেবী অভয়ে, দেখি সভয়ে,
সত্বর হর দুর্গতি।।

এইমত স্তুতি করি সুরথ ভূপতি।
গলে বস্ত্র লৈয়া অষ্টাঙ্গেতে কৈলা নতি।।
হেনকালে হৈমবতী হৈলা অধিষ্ঠান।
কোটী ভানু জিনি তনু অতি দীপ্তমান।।
সুরথেরে সম্বোধিয়ে কন মহামায়া।
কৃপা করিবারে এলাম কৈলাস ত্যজিয়া।।
তব পূজা পেয়ে প্রসন্ন হইনু আমি।
পূরিব বাসনা বর বাঞ্ছা কর তুমি।।
কল্পান্তে করিলে তুমি প্রথম পূজন।
মোর শ্রেষ্ঠ ভক্ত তুমি পরম সুজন।।
শুন রাজা মোর পূজা করিলে প্রকাশ।

১ বিন্ধ্যবাসিনী — দুর্গা। ২ কল্মষ — কলুষ বা পাপ।

মনোরথ বর দিব দূর কর ত্রাস।।
এতশুনি নৃপমণি অতি আনন্দিত।
লোমাঞ্চিত কলেবর অতি পুলকিত।
পুনঃপুনঃ প্রণমিয়া চরণ কমলে
নিজ প্রয়োজন রাজা মৃদুভাষে বলে
শুন নারায়ণী যদি দাসে কৈলে দয়া।
তবে এই বর দাও শুনগো অভয়া।।
সুত ধন রাজ্য দারা আছে শত্রু বশে।
সে সকল পাই যেন তোমার আশীষে।।
দারা সুত লয়ে রাজ্যে তোমা পূজা করি।
জন্মান্তরে মনু মোরে কর মাহেশ্বরী।।
রাজার বচন শুনি কন সনাতনী।[১]
নিজ রাজ্য দারা সুত দিলা নৃপমণি।।
ষাটি সহস্রেক বর্ষ রাজ্য ভোগ কর।
শেষে সাবর্ণিক[২] মনু হ'বে নৃপবর।।
সূর্য্যের তনয় হৈয়া হ'বে অষ্ট মনু।
মোর দরশনে পবিত্র হইল তনু।।
এইবলি মহাদেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
বর পেয়ে রাজা হৈল অতি তেজমান।।
কালে রাজা রাজ্য ধন পেয়ে দারা সুতে।
ষাটি সহস্র বর্ষ রাজ্য করে নিরাপদে।।
তাপরে অষ্টমনু জন্মান্তরে হৈয়ে।
বিভব করিল রাজা ভবানী পূজিয়ে।।
শিবরাম পাদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গীত জগদ্রামে গায়।।

সমাধির দুর্গাপূজা।

সুগ্রীব বলেন নাথ শুন নারায়ণ।
রাজার বিষয় আমি করিনু শ্রবণ।
বৈশ্য কি বিধানে পূজি পাইল মুকতি।
কৃপা করি কৃপানাথ বল এ ভারতী।।
উত্তর করেন নিজে দেব নারায়ণ।
প্রতিমা করিয়ে বৈশ্য ভাবে মনেমন।।
উপহার বলিদানে সুরথ পূজেছে
রাজা হয় নানা বস্তু লোকে আনি দিছে।।
হেন দ্রব্য কোথা পাব কি হবে উপায়।
কিসে পরিতুষ্ট করি নারায়ণী মায়।
কায়মনোবাক্যে ফুল ফল জল দিয়া।
সেবিব মায়ের পদ যা করে অভয়া।
ইথে তুষ্ট না হইলে শেষে দিব প্রাণ।
এদেহ সঁপিব মায়ে পদ করি ধ্যান।।
প্রাণের অধিক বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
একথা শুনেছি বেদ ভারত পুরাণে।
প্রাণদানে যদি পুনঃ দয়া না করিবে।
কৃপাময়ী বলি মাগো কেহ না ডাকিবে।
এইমনে অনুষ্ঠানে কাননে যাইয়া।
মনোমত ফল মূল আনয়ে খুঁজিয়া।।
বোধন হইতে একপক্ষ সে পূজিল।
কুশাগ্রেতে জলবিন্দু সেও না খাইল।।
সপ্তমী অষ্টমী পরে নবমী দিবসে।
শুদ্ধ শাক্ত ভক্তিতে পূজয়ে সুমানসে।।
পরিচারকের[৩] কর্ম্ম আপনি সে করে।
দ্বিতীয় মনুষ্য কেহ নাহি সমভারে।।
ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে বৈশ্য প্রাণ কণ্ঠাগত।।
নবমীর শেষ রাত্রে পূজিয়া বিহিত।।
শ্রীদুর্গা যুগল পদ হৃদয়ে ভাবিয়া।
স্তুতিপাঠ[৪] করে বৈশ্য তন্মনা হইয়া।

১ সনাতনী — দুর্গা ২ সাবর্ণিক — সাবর্ণিমনু সম্বন্ধীয়। সাবর্ণি সূর্যাপত্নী ছায়ার পুত্র। তিনি অষ্টম সাবর্ণিক মন্বন্তরে [illegible] মনু ৩ পরিচারক — ভৃত্য বা চাকর ৪ স্তুতিপাঠ — মহিমাকীর্তন বা স্তব।

ভজন সাধন হীন অতি দীন আমি।
রাজরাজেশ্বরী হরিহর বন্দ্য তুমি।।
সেইহেতু ঘৃণাকরি মোরে হৈলে বাম।
বিফল জনম মোর জীবনে কি কাম।।
জনমের মত মাতা মাগিয়ে বিদায়।
কিন্তু কিছু নিবেদিয়ে শুন তারা মায়।।
নমো নিত্যা নারায়ণী অচিন্ত্যবরণী।
মহান্ বিষ্ণুর প্রাণাধিকা সে ঘরণী।।
উপমা রহিত জ্যোতি রূপ নিরাকারা।
বৈকুণ্ঠেতে[1] বাস কর হইয়ে ইন্দিরা।।
সাবিত্রী স্বরূপা তুমি ব্রহ্মার সদনে।
পার্ব্বতী তোমার নাম কৈলাস ভুবনে।।
গোলকেতে[2] রাধা তুমি প্রধানা প্রকৃতি।
ত্রিলোক তারিতে মাগো নাম ভাগিরথী।।
সৃজন করেন ব্রহ্মা তব শক্তি লৈয়ে।
পালন করেন বিষ্ণু তব তেজ পেয়ে।।
তোমার তেজেতে হর করেন সংহার।
শক্তি ছাড়া হৈলে শিব শব তুল্যাকার।।
ভুবি প্রকাশয়ে রবি তেজ লৈয়ে যার।
তব তেজে শশী নাশে নিশি অন্ধকার।।
অনলে দাহিকা বল জলে শীতলতা।
দুগ্ধে ঘৃত পুষ্পে গন্ধ তুমি হও মাতা।।
অমর অসুর অহি দানব মানব।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য দুর্গতি বিভব।।
আব্রহ্মস্তম্ভ সব অধীন তোমার।
তুমি সে ব্যাপক তব ব্যাপ্য এ সংসার।।
যত দেখি শুনি মাতা সব তব সৃষ্টি।
হেন হৈয়ে কেন না করিলে কৃপাদৃষ্টি।।

মোরে ঘৃণা করি মাতা চাও বা না চাও।
বল দয়াময়ী নাম কি করি ধরাও।।
তারা নামখানি কবে হইতে ত্যজিলে।
পতিত তরাতে নারি কারে ভার দিলে।।
শরণতারিণী বলি ধরিলে গো খ্যাতি।
বেদ বলে আর নাম অগতির গতি।।
বেদ সত্য বলি পদে শরণ লভিল।
কল্পতরু বন্ধ্যা হবে এ জ্ঞান না ছিল।।
শীতল বলিয়ে আমি সেবিনু চন্দ্রেরে।
একি বিধি চন্দ্র কেন অঙ্গার উগারে।।
পিপাসা পিড়ীত হৈয়ে গেলা সিন্ধু পাশে।
জলধি[3] শোষিল জল মোর কর্ম্মদোষে।।
কুবেরের ঘরে যেন থাকে উপবাসী।
এমত বুঝিয়া মাতা করিলে নৈরাশী।।
এ জনমে এই বড় রহিল বেদন।
না দেখিতে পাইলাম বিমল চরণ।।
আপন বিষয়ে ভার না দিত তোমাকে।
ওপদ দেখিয়া প্রাণ ত্যজিতাম সম্মুখে।।
তব দরশন যোগ্য ব্রহ্ম আদি দেবে।
কর্ম্মহীন জন দেখা কি রূপেতে পাবে।।
হেন যদি ভাব তবু তা'তে দিয়ে বাদ।
অধম উদ্ধার নামে হইল প্রমাদ।।
যা আছে কর্ম্মেতে লেখা না হয় বারণ।
এবলি প্রবোধ যদি দিয়ে নিজ মন।।
বেদবাণী নারায়ণী তবু মিথ্যা হয়।
তোমা হইতে কর্ম্ম যদি বলবান রয়।।
তুমি সে অদ্বিতীয়া অধীনা কারো নও।
তব সৃষ্টি কর্ম্ম যদি তার বাধ্যা হও।।

---

১ বৈকুণ্ঠ — বিষ্ণু , পঞ্চম মন্বন্তরে বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীর ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন।
২ গোলক — বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবস্থান ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকের উপর একটি লোক। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে বৈকুণ্ঠের উপরে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তৃত গোলকের অবস্থান। ৩. জলধি — সমুদ্র।

নিজ পূজা দশভুজা না পাইবে আর।
আজি হৈতে কর্ম্মপূজা করিবে সংসার।।
অথবা পাতকী ভাবি হইলে বিরক্ত।
অলস করিয়া বুঝি নাম কৈলে ব্যক্ত।।
কিম্বা দয়া ধনখানি সকলি বিলালে।
নির্ধন হইয়ে লাজে অভয়া না এ'লে।।
করুণা পরশমণি কেহ কৈল চুরি।
কিম্বা কারো ত্রাসে দাসে ত্যজিলে শঙ্করী।
কি আর বলিব কি বলিতে জানি আমি।
বিফল জনম মোর বাম হৈলে তুমি।
যে বৈলে সে বৈলে মা নিদান কাল হৈল।
দুর্গা বলি তিন উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল।
নয়ন বয়ানে ধারা দুইভুজ তুলে।
মূর্চ্ছা হইয়া পড়ে পার্ব্বতীর পদতলে।।
হেনকালে আবির্ভূতা হইলা ভবানী
[illegible] সমাধিরে[1] কন জগত জননী।।
[illegible] পদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি গীত জগদ্রামে গায়।।

দেবীর প্রত্যক্ষ।

সমাধিরে কৃপা করি আবির্ভূতা মাহেশ্বরী,
কন কিছু কোমল বচন
উঠ উঠ মোর পুত্র, সফল করহ নেত্র,
দয়া করি দিল দরশন।
[illegible] দরশনে, ব্রহ্মা আদি দেবগণে,
বহুকাল করয়ে কামনা।
[illegible] তবে দেখা পায় মোরে,
তবে পূর্ণ হয়রে বাসনা

তুমি সে ভক্তের শ্রেষ্ঠ, মোর প্রিয় সুত জ্যেষ্ঠ,
মনোভীষ্ট বর দিব তোরে
প্রসন্ন হইনু আমি উঠ পুত্র ত্যজ ভূমি,
কি প্রার্থনা কর বল মোরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য কৈলে, তাহে কৃশ দেহ হৈলে,
এত কেন কৈলি কাতরতা
যে সেবক মোর হয়, তারে কি এতেক সয়,
উঠ পুত্র ডাকে জগন্মাতা।
দয়া করি দক্ষসুতা, পুনঃ পুনঃ কন কথা,
উত্তর না পান মহামায়া
অচেতন বৈশ্যরায়, যেন মৃত সম কায়,
সংজ্ঞাহীন ভূতলে পড়িয়া।
সমাধির হেন বিধি, দেখিয়া দুর্ব্বল[2] হৃদি,
ধারা বয় মায়ের লোচনে
কি হ'ল কি হ'ল বলে, সমাধিরে লৈয়ে কোলে,
পদ্মহস্ত বুলান বদনে
শিবের সেবাতে ছিল, তেঁই কাল[illegible] হৈল
নতুবা আসিত ত্বরাপরে
আজি হবে এ সঙ্কট, তেঁই হর কৈলা হঠ
সিদ্ধি বাঁটি দিতে কন মোরে।
পতিবাক্য সতী নারী, কি করি বারণ করি,
শিব প্রীতে বাঁটিয়ে বিজয়া।
তুমি উচ্চৈঃস্বরে ডাক, আমারে প[illegible] থাক,
প্রাণ ফাটে সেখানে থাকিয়া।
ক্ষুধাতুর গণরায়,[4] মা মা বলি খাইতে চায়,
সে সকল না শুনিল কানে।
হয় নয় দেখ চেয়ে, পথেতে উছট খেয়ে,
ধাওয়া ধাই আসি তোর স্থানে।

[illegible] বল করে। ২ [illegible] [illegible] ৩ কাতরতা [illegible] [illegible] না যন্ত্র বেজাড় হইল। ৪ গণরায় — [illegible] শিবের [illegible] অনুচর ছিল।

আবেশে যা বল তুমি, কৈলাসে থাকিয়া আমি,
সব শুনেছি নিজ শ্রবণে।
তোর তরে মোর প্রাণ, হ'য়ে যাইছে খান খান,
কারে কব কেবা ইহা মানে।।
যবে এই সৃষ্টি কৈল, তার আগে পণ ধৈল,
ভক্ত মোর প্রাণাধিক ধন।
দাসের অধীন বই, আর কারো বশ নই,
ইথে সাক্ষী চারিবেদ হন।।
আমি যদি ত্যজি দাস, পণ ভঙ্গে সর্ব্বনাশ,
উপহাস হ'বে জগভরি।[1]
তারা নামে হ'ল বাদ, ফুরা'ল নামের সাধ,
তবে প্রাণ ধরে কি শঙ্করী।।
কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ কি উপেন্দ্র,[2]
কিবা কীট পতঙ্গ পক্ষেতে।
যে জন আমারে ভজে, তারে রাখি হৃদিমাঝে,
মোর সমভাব সকলেতে।।
তোরে দড় কথা কই, যোগ যাগে তুষ্ট নই,
ধন দিয়া পূজিলে কি হয়।
পত্র পুষ্পে পূজে যেবা, মনে করি করে সেবা,
তার সম কেহ প্রিয় নয়।।
তুমি বৈশ্য অতি সুধী, সত্ত্বগুণ তোর হৃদি,
আমারে সেবিলে ফল জলে।
কার্ত্তিকাদি ত্যাগ করি, শীঘ্র আসি মাহেশ্বরী,
তোমারে করিল পুত্র কোলে।।
নয়ন মিলহ বাপা, তোমারে করিব কৃপা,
বর মাগ ক্রমিল তনয়।
সমাধি করিয়া কোলে, ভাসে মাতা অশ্রুজলে,
তবু তার চৈতন্য না হয়।।
জগদ্রাম কাব্য গায়, মা ঠেকিলে একি দায়,
যে পূজিল তারে তরাইবে।।
ভক্তির নাহিক গন্ধ, প্রকৃতি অধম মন্দ,
দ্বিজের উপায় কি করিবে।।

দেবীর আক্ষেপ।

ভক্তের বিসঙ্গে মাতা বিকলা হইয়া।
রোদন করেন বৈশ্য কোলেতে করিয়া।।
আমার নিয়োগে পুত্র প্রাণ তেয়াগিল।
কৈলাস যাবার পথ আজি হ'তে গেল।।
কি করি দেখাব মুখ দেব পঞ্চাননে।
দাস প্রাণত্যাগ কৈল কহিব কেমনে।।
দেবসভা না যাইব পাব বড় লাজ।
অবনী ত্যজিয়া পুত্র উঠ বৈশ্যবাজ।।
তথাপি না পান মাতা বৈশ্যের উত্তর।
মায়ের লোচন ঘূর্ণ কাঁপে কলেবর।।
বুঝিল দেবতাগণে করেছে একতা।
যুক্তি করি শক্তি নাম লুকা'বে সর্ব্বথা।।
কোন দেব হেন, যে বিপদে বাধ্য নয়।
কার না করেছি কার্য্য বলুক নিশ্চয়।
আজি আমি দাসের পীড়াতে পাই পীড়া।
গৃহে সুত জায়া ল'য়ে তারা করে ক্রীড়া।।
স্ত্রীলোক সরলা মোরা হৃদয় কোমল।
দুঃখ দেখি শুনি হয় পরাণ বিকল।।
স্মরণ করিতে কার্য্য কার না করিল।
ভক্ত ছাড়ি গেছে তেঁই সকলে ছাড়িল।।
কোন অপরাধ মোর হ'ল ভক্ত পাশে।
তেঁই পরিহরি কোথা গেল রোষাবেশে।।
যে হ'ল সে হ'ল এবে আর না ভুলিব।
আগেতে শমনে আজি দমন করিব।।

১ জগভরি — যিনি জগৎ ভরে বিস্তৃত, বিষ্ণু বা রামচন্দ্র ২ উপেন্দ্র — বিষ্ণুর বামনাবতার।

জীবে যন্ত্রণা দেওয়া এই ভার তার।
বিষয়ে ভুলিয়ে প্রভা না জানে আমার।।
তপন তনয় এই বলে দিছে তাপে।
আজি ভাল ফল পাবে চণ্ডীকার কোপে।।
এই বাক্য উগ্রচণ্ডা উষ্মেতে কহিলা।
গলে বস্ত্র ল'য়ে যম সম্মুখে দাঁড়া'লা।।
নতি করি বিনতি করয়ে করপুটে।
দাসানুদাস আমি দাঁড়াইয়ে নিকটে।।
তব আরাধনা দায় সে থাকুক দূরে।
তোমারে ভজিব বলি মনে যদি করে।।
পাদ্য অর্ঘ্য[1] ল'য়ে তারে সতত সেবিয়ে।
তোমাকে অধিক মান্যে তাহাকে ডরাইয়ে।।
ভাবেতে ভবানী পূজে সে আমার প্রভু।
আমার আরাধ্য সেগো দণ্ড্য নহে কভু।।
খতপত্র[2] লেখি দিয়ে তব বিদ্যমান।
তব ভক্তে মোর দায় না হবে কখন।।
কিন্তু এক নিবেদিয়ে শুন তারা মায়।
দাসে বল মোরে যেন কৃপাদৃষ্টে চায়।
উষ্ম হয়ে ভস্ম কর বিনা অপরাধে।
ভক্তের দোহাই মা বিচার কর হৃদে।।
ভক্তের দোহাই শুনি কন নারায়ণী।
সমাধিরে কে হরিল বল সত্যবাণী।।
যম কন কালরূপে আছে মহাবল।
ব্যাপ্য কারো নয় তার ব্যাপক সকল।।
কি জানি সে না জানিয়া যদি বা হরিল।
তাহারে জিজ্ঞাসা কর এই নিবেদিল।।
ভবানী বলেন ভাল কালকে দেখিব।
কালের করিব কাল দোষ যদি পাব।।

কথা শুনি কালের কাঁপিল কলেবর।
কৃতাঞ্জলি করি কয় অঙ্গ থরথর।।
যে যে কার্য্য জন্যে সৃষ্টি করিলে গো তুমি।
তব আজ্ঞা লয়ে শেষে কর্ম্ম করি আমি।।
ব্যত্যয় করিতে কর্ম্ম কি সাধ্য আমার।
দোষ দেখি মোর প্রতি শিবা রোষ কর।।
তোমার সে ভক্ত প্রাণ ভক্তপ্রাণা তুমি।
সৃষ্টির প্রথমে ইহা জ্ঞাত আছি আমি।।
ভজে কিম্বা নাহি ভজে তোর দেয় দায়।
সে জন আমার সূত্রে বাঁধা নাহি যায়।।
সমাধি সে ভক্ত তব সকল প্রধান।
কার কাল পূর্ণ হ'বে কে লইবে প্রাণ।।
তবে মৃত্যুকন্যা বলি আছে একজনা।
তাহারে জিজ্ঞাসা কর শুন ত্রিনয়না।।
কোথা মৃত্যুকন্যা বলি চারিদিকে চান।
সম্মুখেতে মৃত্যুকন্যা অষ্টাঙ্গে লোটান।।
জগতজননী তুমি তব কন্যা আমি।
ত্রিজগত পিতা মৃত্যুঞ্জয় তব স্বামী।।
তোমা দোঁহে সেবে যে সে দোঁহার তনয়।
সে সবে আমাতে সম্বন্ধেতে ভাই হয়।।
ভ্রাতৃবধ কি করিয়ে করিব আপনি।
মোরে কোপ কর লোপ জগতজননী।।
মাতা কন তিন জন যম কাল মৃত্যু।
মোর ভক্তজনে যদি তো'রা নও শত্রু।।
তবে বুঝি মনে আজি গ্রহগণে আছে।
আপনারে শ্রেষ্ঠ মানি প্রভাব জানা'ছে।।
গ্রহগণে গিরিজার[3] গুণ নাহি জানে।
সোজাপুত্রে অপুত্রক বলে জগজনে।।

---

১. পাদ্যঅর্ঘ্য — পা ধুইবার জল। ২. খতপত্র — স্বীকারপত্র বা তমসুক। ৩. গিরিজা — হিমালয়-কন্যা দুর্গাদেবী

সহস্রলোচন[১] কিম্বা সহস্রবদন।
চতুর্ম্মুখ চতুর্ভুজ কিম্বা পঞ্চানন।।
দেবগণ অসুর পন্নগ যক্ষ নরে।
দেখিব কে করিল চুরি ভক্ত বৈশ্যেরে।।
বলিতে বলিতে কি তেত্রিশকোটী দেবে।
মায়ের চরণ দুটী যোড়করে সেবে।।
সকলে বলিল মাগো তোরে কে না জানে।
তোমার সেবক ল'বে হেন কে ভুবনে।।
মোসবে যাহাতে যাকে নিয়োগ করিলে।
সে অন্যথা কে করিল কার দোষ পেলে।।
কোপ সম্বরণ করি জ্ঞানদৃষ্টে চাও।
নিকটে সমাধি আছে দেখিতে না পাও।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গীত জগদ্রামে গায়।
এ দীন দ্বিজেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

পদ্মার সহিত দেবীর কথোপকথন।

দেবের ভারতী শুনি,স্থির হয়ে নারায়ণী,
পদ্মারে করেন জিজ্ঞাসন।
বল পদ্মা[২] কি হইল,সমাধিরে কে হরিল,
শীঘ্র করি বল বিবরণ।।
পদ্মা বলে কৃতাঞ্জলি, মা কি তুই পাগলী হলি,
ঘুচাইলি বুদ্ধির গৌরবে।
একা তব দোষ নয়,তোর সগোষ্ঠীকে কয়,
পাগল কুখ্যাতি বলে সবে।।
কত লক্ষ জন্ম সেবে,পায় বা না পায় তবে,
পুনর্ব্বার করয়ে সেবন।
যবে শুদ্ধ মতি হবে, সেদিনে তোমারে পাবে,
ইথে তব কি অনুশোচন।।
হেন না দেখিয়ে দায়,এক জন্মে পেতে চায়,
ঠাকুরাণী না সাজে ইহাতে।
চকিত আমার চিত, দেখিয়া উলটা রীত,
তেকারণে না বলি সাক্ষাতে।।
বৎস হারা যেন গাই,হাম্বা রবে ফিরে ধাই,
কিম্বা জল বিনা যেন মীন।
মণিহারা যেন ফণী, তেন হইলি ঠাকুরাণী,
ভক্ত বিনা এত উদাসীন।।
পদ্মার শুনিয়া কথা, অধিক ব্যাকুলা মাতা,
কন কিছু সখীরে সম্বোধি।
ভক্ত দুঃখে দুঃখী নয়,ভক্তের ব্যামোহ সয়,
সে প্রভু বলায় কোন বিধি।।
ভক্ত যার কণ্ঠহার, ভক্ত নয়নের তার,
ভক্ত যার জনক জননী।
ভক্ত প্রাণ ভক্ত ধ্যান,ভক্তে যার হেন জ্ঞান,
ভকতবৎসলা তারে গণি।।
সুখে দুঃখে ভক্ত সনে, না থাকে সে প্রভু কেনে,
তাহার ভজনে কিবা কাম।
ভক্ত যার গুণ গায়, প্রভু ফিরে নাহি চায়,
ধিক্ থাকুক ঠাকুরাণী নাম।।
সেবক যে পথে যায়, আগে পিছে সঙ্গে ধায়,
জীবনে মরণে নাহি ত্যজে।।
তৈল বিনা দীপ যেন, না বাঁচয়ে একক্ষণ,
তেন দাসে প্রভু হইয়ে ভজে।
প্রসব-বেদনা যত, প্রসূতি সে সব জ্ঞাত,
বন্ধ্যানারী কি জানে বেদনে।
সেবক থাকিত তোর,এ দুঃখের পেতে ওর,
তবে ধৈর্য্য ধরিতে কেমনে।।
শুন দেখি পদ্মা সখী,আর না কি প্রাণ রাখি,
মোর ভাবে ত্যজিল জীবন।
প্রাণদান না পাইল, তবে সর্ব্বনাশ হৈল,

১. সহস্রলোচন — দেবরাজ ইন্দ্র। ২. পদ্মা — লক্ষ্মীর অপর নাম। দেবী মনসাও পদ্মা ও পদ্মাবতী নামে পরিচিতা।

পূজাবিধি হইল সমাপন।।
না ভজিলে যেবা তারে, পতিতপাবন বলি তারে,
হেন প্রভু খুঁজে পেতে ভার।
ভজি যদি না পাইল,তবে সর্ব্বনাশ হৈল,
গেল সব ভজন প্রকার।।
মায়েব একথা শুনি, পদ্মাবতী বলে বাণী,
তোর মন বুঝিতে বলিল।
ব্যাকুলা না হও মনে,চাও নিজ পদ পানে,
ভ্রমর আকার কে ধরিল।
নিজ পাদপদ্মে মাতা, দেখেন নগেন্দ্র-সুতা,
ভ্রমর হইয়াছে সমাধি।
হায়রে সমাধি ভক্ত, পরশি করিলি মুক্ত,
ঋণী করিলি মোরে জন্মাবধি।
নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম, ভাবি দ্বিজ জগদ্রাম,
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গীত গায়।
ভক্তির নাহিক গন্ধ, অকৃতি অধম মন্দ,
দ্বিজ চরণে শরণ চায়।।

ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ।

সমাধির ভাবে মাতা ভাসেন ভবানী।
ধন্য ধন্য ধরণীতে বৈশ্য শুদ্ধজ্ঞানী।।
পাদপদ্মে খাইছ মধু ভ্রমর হইয়া।
চেতনা করহ পুত্র ডাকে মহামায়া।।
মধু খাইয়ে মত্ত হ'য়ে আছে বৈশ্যরায়।
তা দেখি মায়ের নেত্রে ধারা ব'য়ে যায়।।
এস এস পুত্র বলি নিজ করে ধরি।
সমাধির[১] নাসাতে প্রবেশ দিলা করি।।
ভ্রমর প্রবেশ কৈল সমাধি-শরীরে।
চেতনা পাইল বৈশ্য মৃত কলেবরে।।
ভবানীর কোলে থাকি উর্দ্ধমুখে চায়।
কোটী ইন্দু নিন্দিমুখ দেখিবারে পায়।।
দুনয়নে ধারা বয় দেখিয়া মায়েরে।
ভক্ত অশ্রুজল মাতা পোঁছে নিজ করে।।
কোলে হ'তে দূরে গিয়া করপুটে কয়।
কে তুমি না চিনি আমি বলগো নিশ্চয়।।
আমা পা'পী স্পর্শ করি কোলে কৈলে কে।
কে তুমি দয়ালী বট পবিচয় দে।।
মাতা কন ওরে পুত্র চাও পরিচয়।
কি বস্তু বলিব মোর নাহিক নির্ণয।।
বেদে নাহি জানে আমি হই কিম্বাকার।
অনন্ত না পান অন্ত আমার নির্দ্ধার।।
ভাবিয়া ভারতী ভেদ না জানিল মোর।
তুমি কি চিনিবে বৈশ্য কত বোধ তোর।।
তোমারে প্রসন্না আমি শুন বৈশ্যরায়।
শুদ্ধ ভক্ত বট তেঁই বলিব তোমায়।।
সুরাসুরে চরাচরে অজ্ঞাত যে কথা।
পরব্রহ্ম তত্ত্ব তোরে শুনা'ব সর্ব্বথা।।
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বলি নিরাকার কয়।
জ্যোতি হ'লে তথাপি আকার কি সে নয়।।
আকার স্বরূপ বটে কিন্তু নিরাকার।
কত জ্যোতি উপাদান প্রকাশ তাহার।।
দক্ষঅঙ্গ শ্যাম বামতনু পীত আভা।
অর্দ্ধশিরে মুকুট অর্দ্ধেতে বেণী শোভা।।
দক্ষকর্ণে কুণ্ডল সে বামেতে তাড়ঙ্ক।
দক্ষভুজে বলয় বামেতে দিব্য শঙ্খ।।
অর্দ্ধবক্ষে বনমালা অর্দ্ধে মণিহার।

১ সমাধি — এক ধনলোভী বৈশ্য . দেবী-ভাগবত-অনুসারে, সমাধি স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হয় এবং পরে দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হয়। দেবীর আরাধনা করিয়া বর লাভ করে ও পরম জ্ঞানী হয়।

নীল পীত বসনে আবৃত কটি যাঁর।
সতত কৈশোর বয়ঃ নাহি জন্ম জরা।
সকলের পর তিঁহো নাহি তাঁর পারা।।
এক পরব্রহ্মরূপ সর্ব্বাতীত হন।
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নপুংসক তিঁহো হন।।
যুগল সে এক মূর্ত্তি রসরাজময়।
বেদবিধি অগোচর সেই মূর্ত্তি হয়।।
প্রমাণ অতীত রূপ অচিন্ত্য অব্যয়।
সে দেহেতে কার্য্যাকার্য্য কিছু নাহি হয়।।
তাঁর অর্দ্ধঅঙ্গী আমি অর্দ্ধঅঙ্গ তিনি।
স্ত্রী পুরুষ দ্বিধা হ'য়ে ব্রহ্ম হন যিনি।।
এক হ'য়ে দুই হইলা লীলার কারণ।
দুই মধ্যে ন্যূন্যাধিক নাহি কোন জন।।
পরম পুরুষ তিঁহো মানুষ আকার।
পরম প্রকৃতি আমি অনুযায়ী তাঁর।।
আমি ভিন্ন তিঁহো তিঁহো ভিন্ন আমি নই।
এক প্রাণ ভিন্ন তনু লীলা জন্যে হই।।
স্ত্রী পুরুষ এক যদি ভিন্ন হইলাম দুয়ে।
পুরুষেতে নারী আছে নর আছে স্ত্রীয়ে।।
ভাবিতে বিষম বড় সুষমা দেখিতে।
সাক্ষাতে সবার আছে দেখ আপনাতে।।
গৌণ মোক্ষ ভাবে দোঁহে দোঁহা স্থিতি করি।
ছাড়াছাড়ি হ'তে নারি ছাড়িলেই মরি।।
নিত্যলীলা করি দোঁহে মহাগোলকেতে।
দোঁহার বিলাস বেশ বিদিত দোঁহাতে।।
উৎপত্তি প্রলয় কভু নাহি নিত্যস্থানে।
রবি শশী বহ্নি জ্যোতি নাহিক সেখানে।।
সেখানে থাকিয়া সে প্রভুর ইচ্ছামতে।
জগৎ সংসার সৃষ্টি হয় আমা হ'তে।।
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড[1] সে আমার সৃজন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বৃষধ্বজ[2] আমি দেবগণ।।
আপনি পুরুষ আমি আপনি সে নারী।
নানামতে লীলা করি নানা দেহ ধরি।।
আপনি করিয়ে নাশ পালিয়ে আপনি।
মোরে কেহ নাহি জানে আমি সবে জানি।।
ভূমি জল অনল অনিল ব্যোম ময়।
আমি চন্দ্র সূর্য্য হয়ে করিয়ে উদয়।।
সর্ব্বগেহ সর্ব্বদেহ আমি জীবরূপী।
স্থাবর জঙ্গমময় আমি সর্ব্বব্যাপী।।
অন্তর বাহ্যেতে আমি আছি একাকার।
আমি ভিন্ন অন্য খুঁজি না পাইবে আর।
সকল শরীরে আছি নাম আত্মারাম।
আত্মাতে রমণ[3] মোর আত্মা নিত্যধাম।।
হৃদে থাকি যা'তে যা'কে করিয়ে নিযুক্ত।
ইন্দ্রিয়গণ[4] করে হইয়ে অনুরক্ত।।
আমি তুমি বলিয়া সবাই সবে কয়।
কে আমি কে তুমি কিছু না জানে নির্ণয়।।
কোথা হতে এল পুনঃ যাবে কোথাকারে।
এদেহ গঠন কেবা করিল জঠোরে।।
দেহের ভিতরে কেবা বলিছে বচন।
ছয় রস জিহ্বাতে কে করে আস্বাদন।।
আহার করিছে কেবা শুনিছে কে কানে।
হস্ত পদ আছে কেন না করে গমনে।।
নাম ধরি ডাকিলে সে না করে উত্তর।
কে ছিল কে গেল ছাড়ি কোথা তার ঘর।।
যতক্ষণ সেই বস্তু থাকয়ে শরীরে।

১ ব্রহ্মাণ্ড — নিখিল বিশ্ব। ২ বৃষধ্বজ — শিব। ৩ রমণ — বিচরণ বা কেলি ৪ ইন্দ্রিয়গণ — যে সকল দেহ-যন্ত্র বা শক্তিদ্বারা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদনে সামর্থ ঘটে. ইন্দ্রিয় চৌদ্দটি — ৫টি কর্মেন্দ্রিয়, ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ৪টি অন্তরিন্দ্রিয়.

ততক্ষণ ধন্য হয় সেই কলেবরে।।
আমি তুমি বলিল যে কে ছিল সেজন।
যে বিনা সকল মিথ্যা সেই মহাধন।।
তাহার স্বরূপ কেহ চিনেও না চিনে।
রক্ত মাংসে ঘটিত না বটে সেইজনে।।
অস্থি চর্ম্ম নাহি তার নাহি জন্ম জরা।
তা'কে ধরিবারে চাও নাহি যাবে ধরা।।
স্থাবর জঙ্গম আদি আছে সবাকার।
প্রকটে নিকটে আছে না জানে নির্দ্ধার।।
দর্পণ সদৃশ জ্ঞান পায় যেইজন।
তার উপদেশ কর্ত্তা সাধু যদি হন।।
সে চিনায়ে দিলে তবে আত্মারামে চিনে।
আপনাকে যেবা চিনে সে আমারে জানে।।
আপনা না জানি মোরে জানিবারে চায়।
কোটী কোটী যুগ ভ্রমে তবু নাহি পায়।।
আত্মতত্ত্ব বিনা পুত্র মোরে নাহি চিনে।
আমারে জানিতে নারে আমি তুমি জ্ঞানে।
সংসার আমাতে আছে আমি সংসারেতে।
আমি বিনা অন্য নাহি ভাবিতে গণিতে।।
যত বস্তু আছে এই জগৎ ভিতরে।
সকলেতে আমি আছি বলিনু তোমারে।।
ব্রহ্মরূপ পৃথিবীতে শয়ন গমন।
জলব্রহ্মে সদা দেখ স্নানাদি ভক্ষণ।।
অন্নব্রহ্মে জীব সদা করয়ে ভোজন।
অনল ব্রহ্মেতে নিত্য পাকাদি করণ।।
বায়ুব্রহ্মে অন্তর বাহ্যেতে একাকার।
আকাশ সে ব্রহ্মময় ব্যাপিত সংসার।।
সব ব্রহ্মময় তবে কেবা ব্রহ্ম নয়।
স্থাবর জঙ্গম সব দেখি ব্রহ্মময়।।
তবে আমি তুমি বলি কেন ভ্রমে ভুলে।
যাঁরে দেখে তাঁরে কেন ব্রহ্ম নাহি বলে।।

দেখ কোন ব্রহ্ম করে তীর্থ পর্য্যটন।
কোন ব্রহ্ম নিত্য করে সন্ধ্যাদি তর্পণ।।
ভিক্ষা কোন ব্রহ্ম মাগে কোন ব্রহ্ম দেয়।
চৌর্য্যবৃত্তি করি কোন ব্রহ্ম ধন লয়।।
কোন ব্রহ্ম সুরা মাংসে সতত মত্ততা।
বিদ্যাবশে কোন ব্রহ্ম আহ্লাদে সর্ব্বথা।।
কোন ব্রহ্ম ব্যাধিযুক্তে সর্ব্বদা পীড়িত।
কোন ব্রহ্ম নারী সঙ্গে সদা প্রমুদিত।।
ব্রহ্ম হয়ে ব্রহ্মের চরণ সেবা করে।
কোন ব্রহ্ম রাখে তাকে কোন ব্রহ্ম মারে।।
যত দেখ শুন সব এক ব্রহ্মময়।
হেন জ্ঞান যার সেইজন ব্রহ্ম হয়।।
ব্রহ্ম পরিচয়ে মোর পরিচয় পেলে।
এই জ্ঞান পেয়ে পুত্র কৃতকৃত্য হ'লে।।
হেন জ্ঞান মহাধন বহু ভাগ্যে লভে।
ব্রহ্মের কৃপাতে পুনঃ নাহি আসে ভবে।।
সকল বেদের সার বলিল তোমারে।
জীব সত্তরয়ে ব্রহ্মময় এ সংসারে।।
ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে বৈশ্য মায়ে স্তুতি করে।
শুন দুর্গা-পঞ্চরাত্রি তরিবে সংসারে।।
ভাবি দুর্ব্বাদলশ্যাম জগদ্রামে গায়।
এ দীন দাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

একত্রিশাক্ষরে ভগবতীর স্তুতি।

করুণা কর কমলবয়নী, কনক কিরণ কুমুদ নয়নী,
কাত্যায়নী কলিকল্মষ কৃন্তনি কুলমাতা
খড়গখর্পর খেটক ধর, খল দানব খণ্ডিত কর,
খড়তর দুঃখহর হর খেচরী খল ঘাতা।।
গিরিজা গজরাজ গমনী, গর্ব্ব গরল গেহ শয়নী,

গুহগণপতি[১] মাতা গৌরী গঙ্গাধর জায়া।
ঘূর্ণিত ভবঘোর মাঝ, ঘন ঘন তিথি অধিক লাজ,
ঘৃণা বিহর ঘোষণ ধর দেহি চরণ ছায়া।।
চতুর্ব্বর্গদাত্রী চরণ, চতুর্ব্বদন দুঃখ হরণ,
চিত্তচপল হেতু চণ্ডী চর্চ্চিত ন কদাপি।
ছন্দবিহীন ছেদকারী,ছল কৃত বহু ছিদ্রচারী,
ছাত্র কুমতি অতি বিমূঢ় ত্রাহিময়ী অতি ক্পাপী।।
জয় জয় জয় জগতজননী, জন্ম পুনঃ জরাদিহননী।
জটাজূট জায়া জন যন্ত্রণা বিহারিণী।
ঝর্ঝরী বিনোদ মাতঃ, ঝল ঝল অতি বিমলগাত,
ঝনঝন সমর মাঝ ঝনৎকার-কারিণী।।
টাড় মণি সুদীপ্ত হার, টলবল ভূবি চরণ ভার,
টানি ধনুক সুটঙ্কার নিরবধি রণমাঝে।
ঠামঠমক গতি বিলোল, ঠন ঠন ইষু সঘন বোল,
ঠেকি কঠিন দায় তায় দানবগণ ভাজে।।
ডিণ্ডিম ডিবি ডিবি সুবাদ্য, ডরেতে ডরিত জনুজ সদ্য।
ডমরু ডম্ফ বাদ্য কম্পমান ভারত ভুবনে।।
ঢনটনন ঘন্টারব, ঢলত ঢীঠ রিপুগণ সব,
ঝরত নীর অরিগণ কুলকামিনী যুগল নয়নে।।
তত্ত্বমসি যে চরণ ভেদ,তুমি তারিণী সর্ব্বভেদ,
তাপয়ে তারা তারয় তাপিত ত্বরিতে।

স্থিরাস্থির তব সে করণ,স্থাণু স্থকিত অঙ্গবরণ,
স্থূল সূক্ষ্ম স্থবির বিষুবা ত্বমসি সর্ব্বপূরিতে।।
দানবকুল দহনদার, দীনদরশে দ্রবিত ভার,
দুর্গা দুর্গতিনাশিনী দৃষ্টিকর সুদাসে।
ধর ধূর্জ্জটী ধৈর্য্যমানি,ধরে হৃদে পদ ধন্য জানি,
ধরণী সহিত ধরণীধর ধীরজ ধরত ত্রাসে।।
নারায়ণী নগনন্দিনী, নারসিংহী নরবন্দিনী,
নিত্যানন্দরূপা নিরাকারা নিরুপমা।
পশুপতি[২] প্রতিপ্রীতকরণ, পরম পাপপুঞ্জহরণ,
পরমেশ্বরী পার্ব্বতী প্রসীদ প্রেমধামা।।
ফুল্লইন্দিবরণ নয়নী,স্ফটিক মাল ফণীতে শয়নী,
ফেতকারতন্ত্র[৩] পূজিত ফলদা ফলরূপা।
ব্রহ্মময়ী বিবিধ বরণা, বাণী বিবুধ[৪] বিশ্বম্ভরণা,
বিধি বুধ সুভাব্যচরণা বন্দিত ভূবি ভূপা।।
ভগবতী ভবভীতিহারী,ভজিত ভক্ত ভরণকারী,
ভবভামিনীভীমা ভৈরবী তারয় ভৃত্যে।
মত্ত মহিষ মারণ কর,মদনমথন মানস হর,
মহীমণ্ডল মায়াময় মোহিত তব কীর্ত্তে।।
যোগিনী পুনঃ যুদ্ধকর্ত্তা,যজ্ঞ যাগ ভাগহর্ত্তা,
যুবা বয়ঃ যশোদা[৫] গৃহ জাতা তুমি মাতা।
রক্ষ রাজরাজেশ্বরী,সর নিবাস রাজত গিরি,
রমারমণ রঞ্জিতপদ রাজ্য রতন দাতা।।
লীলা লাবণ্য ললিত,লম্বিত উরু মাল চলিত,
লক্ষণ সুবিলক্ষণ কত লুব্ধিত অলিমালা।
বসুদায়িনী বিদ্যানিলয়, বন্ধনহর বন্ধনময়,
বিদ্যা বারিধি বাসবী বৈষ্ণবী নগবালা।।
শরণাগত প্রতিপালন, শশধরবর জিত আনন,
শৈলতনয়ে শূলধারিণী শঙ্করী শিবদারা।
ষট সুচক্র[৬] ভেদন কর,ষড়ঋতু সব তব অনুসর,

১. গুহ — গঙ্গার তীরস্থিত শৃঙ্গবের পুরের নিষাদ জাতির বলশালী রাজা ও রামচন্দ্রের মিত্র। ২. পশুপতি — শিব বা মহাদেব। ৩. ফেতকারতন্ত্র — বঙ্গদেশের ফেতকারিণী তন্ত্রবিশেষ। ৪. বিবুধ — দেবতা বা পণ্ডিতব্যক্তি। ৫. যশোদা — খ্যাতিদায়িনী। ৬. ষট সুচক্র — যোগশাস্ত্রে কথিত দেহমধ্যস্থ ছয় চক্র — মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এই ছয় চক্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসন্নিধানে উপস্থিত হওয়ার নাম ষট্‌চক্রভেদ।

ষড়মুখ জননী ষড়াঙ্গ ষোড়শোপচারা।।
সদা সদয় সেবক প্রতি,সনকাদিক সেবিত সতী,
সদানন্দ করি সত্যরূপা সুখদাতা।
হর হর হরজায়া মম,হৃদয়ে মোহ পূর্ণিত তম,
হীনময়ী রক্ষ রক্ষ হে হিমগিরিজাতা।।
ক্ষেমঙ্করী ক্ষিতি সুমাঝ,ক্ষুণ্ণমনেতে ক্ষিপ্ত কাজ,
ক্ষণমাত্রেক ঈক্ষণ কর ক্ষিতি নভোবতী মাকে।
একত্রিশ অক্ষর বর্ণিত,করুণাময়ী আকর্ণিত,
সাধুবাদ পুনঃ পুনঃ কৃত সেবকে সমাধিকে।।
জগদ্রাম দ্বিজ বর্ণিত, মায়াময় তম ঘূর্ণিত,
দুর্নীত মম হর পূর্ণিত কর মানসকামে।
হে ত্রিনয়ন ঘরণী, মম যন্ত্রণা সংহরণী,
ভবতরণী, এ অধমেরে শরণ দেহি চরণ ধামে।।

দেবীর প্রসন্নতা প্রভাবে সমাধির নৈষ্ঠিকভক্তি প্রাপ্তি।

মায়ে স্তুতি করি বৈশ্য পাদপদ্মে চায়।
নখকোনে চরাচর দেখিবারে পায়।।
পর্ব্বত পাষাণ পশু পক্ষ তরুলতা।
যাথে যাথে দৃষ্টি পড়ে ব্রহ্ম দেখে তথা।।
মহামায়া দয়া করি দিলা জ্ঞানাঞ্জন।
সর্ব্বত্রে মায়েরে দেখে সজল নয়ন।।
কৃতকৃত্য চিত্তে মানি পুলক শরীর।
গাত্র কম্প স্বর ভঙ্গ সমাধি অস্থির।।
নয়ন বয়ানে ধারা হৃদিমাঝে বয়।
ভাবে প্রণমিয়া পুনঃ মায়ে কিছু কয়।।
আমি ছার নরাকার জ্ঞানহীন জনে।
মোসম পাতকী কেহ নাহি ত্রিভুবনে।।
হেন জনে নিজগুণে পরশ করিলে।
লৌহ স্বর্ণ হয় যেন স্পর্শমণি বলে।।
পরমদয়ালী তুমি করুণার সিন্ধু।
পতিতপাবনী তুমি অগতির বন্ধু।
তব সীমা তুমি জান অন্যে অবিদিত।
বেদ বিধি অগোচর তব নিজ রীত।।
নারায়ণী কন বাপা বর মাগ তুমি।
যে বাঞ্ছা করিবে সেই বর দিব আমি।।
ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ কুবের পদ চাও।
ব্রহ্মপদ চাও যদি মোর স্থানে লও।।
অমর হইতে যদি থাকেরে বাসনা।
ত্বরিত পূরণ করি তোমার কামনা।।
পরম দুর্ম্মূল্য যেই বর এ সংসারে।
অনুকূলা হ'য়ে সেই বর দিব তোরে।।
সমাধি বলেন মাতা শুন নারায়ণী।
কোন বর ভাল মন্দ আমি নাহি জানি।।
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মপদ কিবা অমরেতে।
কার কোন গুণ মাতা নাহি জানি চিতে।।
তাহা হইতে পরম দুর্ল্লভ কোন্ বর।
কি প্রার্থনা করি কিছু না জানি নির্দ্ধার।।
অনুকূলা শৈলবালা যদি হইলে মোরে।
যে উত্তম বর হয় এ তিন সংসারে।।
বুঝিয়া আপনি বর দিবে সনাতনী।
বঞ্চনা না কর আমি বালক অজ্ঞানী।।
হেন শুনি নারায়ণী ভাবেন অপার।
এসম নিষ্কামী ভক্ত না দেখিয়ে আর।।
বর লবে মোর স্থানে মোরে দেয় ভার।
তবে কোন বর দিব কি করি বিচার।।
মনে মনে ভগবতী ভাবিলা আপনে।
হেন বর দিব যে দুর্ল্লভ ত্রিভুবনে।।
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মপদ কালে হবে নাশ।
হেন বর দিলে মোর হবে উপহাস।।

সকল বরের পর শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্তি।
তার তুল্য কভু নহে চতুর্ব্বিধা মুক্তি।।
এই ভাবি ভগবতী বৈশ্যে বর দিলা।
শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্তি দৃঢ় হউক নিশ্চলা।।
যে ভক্তি বাসনা করে সনকাদি দেবে।
ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি ব্রহ্মা আদি সেবে।।
নারদ[১] দুর্ব্বাসা ধ্রুব[২] প্রসাদ গৌতম।[৩]
কপিল[৪] অগস্ত্য[৫] সপ্তঋষি মুনিগণ।।
মহালক্ষ্মী সাবিত্রী যে ভক্তি বাঞ্ছা করে।
সে দুর্লভ ভক্তি প্রাপ্তি হবে মোর বরে।।
যে ভক্তি লভিয়া যাবে নিত্যগোলকেতে।
নিত্য হইয়ে নিত্য সেব নিত্য সে ধামেতে।।
কত কত ব্রহ্মার দেখিবে তুমি ধ্বংশ।
অনাদিদেবের তুমি হবে নিজ অংশ।।
মহাপ্রলয়েতে তোর আর নাহি নাশ।
এভবে না হবে কভু আর গর্ভবাস।।
এই বর দিলা মাতা নিষ্কামী সেবকে।
না চাহিলা তেঁই এই বর দিলা তাকে।।
বর লভ্য করি বৈশ্য অতি হর্ষমন।
পুনঃপুনঃ প্রণমিল পার্ব্বতী চরণ।।
অন্তর্দ্ধান হয়ে মাতা গেলেন কৈলাসে।
সমাধি গোলক পেল মনোহর বেশে।।
শুনহে সুগ্রীব এই বৈশ্য উপাখ্যান।
একবৃক্ষে দুই ফল এই সে বিধান।।
রাজসিক মতে সেবে ভমিবে জগতে।
সমাধি পরমধাম পেল নিষ্কামেতে।।
শ্রীরাম বলেন মৈত্র সুগ্রীব রাজন।
পরম দুর্লভ কথা করিলে শ্রবণ।।
একথা সর্ব্বথা যার হৃদি প্রবেশিবে।
ব্রহ্মজ্ঞান দৃঢ় হ'লে ভবে না আসিবে।।
যে গায় গাওয়ায় যত্নে শুনে যতজনে।
পার্ব্বতী প্রসন্না তাঁরে হন দিনেদিনে।।
শিবরাম পাদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গীত জগদ্রামে গায়।।

ইতি অষ্টমীপালা সমাপ্ত।

---

১. নারদ — ব্রহ্মার মানসপুত্র ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকজ্ঞ, বেদজ্ঞ তপস্বী। বীণা হাতে তিনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করতেন এবং গানে সকলকে মোহিত করিতেন। শিবের বিবাহে তিনি ঘটক ও ধ্রুবের তপস্যায় তিনি মন্ত্রদাতা। ইনি সংবাদ পরিবেশন ও পরামর্শদানের কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। ২ ধ্রুব — রাজা উত্তানপাদের হরিভক্ত পুত্র। ৩. গৌতম — মহাতেজা মহর্ষি তিনি মানবের আচার-বিচার, রীতিনীতি বিষয়ক সংহিতা রচনা করেন। ঋষি গৌতমের অভিশাপেই অহল্যার রূপের পরিবর্তন ঘটে। পরে বিষ্ণুরূপী রামের পদাস্পর্শে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে অহল্যা শাপমুক্ত হয়ে গৌতমের সঙ্গে মিলিত হন। ৪. কপিল — সাংখ্যদর্শন প্রণেতা, বিখ্যাত ঋষি। এঁর অভিশাপেই সগরবংশের ৬০ হাজার সন্তান ভস্মীভূত হয় এবং পরে সগর বংশের উত্তর পুরুষ ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিলে জাহ্নবীর জলস্পর্শে পূর্বপুরুষগণ উদ্ধারলাভ করেন। ৫ অগস্ত্য — বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ঋক্‌বেদ অনুসারে ইনি মিত্র (সূর্য) ও বরুণের পুত্র। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্যপর্বতের মস্তক অবনত অবস্থায় রাখিয়া তিনি দক্ষিণাপথে গমন করেন।

দুর্গা-পঞ্চরাত্রি

নবমী

নবমী পূজারম্ভ।

মহানবমীর গান শুন সর্ব্বজন।
যে শুনিলে মোক্ষ মোক্ষ করতলে হন।।
যে বিধানে পার্ব্বতীরে পূজিলা শ্রীহরি
যোড়করে সমাদরে নিবেদন করি ।
সে উত্তরাষাঢ়া তারা তিথি নবমীতে।
প্রাতঃক্রিয়া প্রভু রাম করিলা প্রভাতে।।
পুষ্প অন্বেষণে কপিগণে আজ্ঞা দিলা।
নানাস্থানে নানাপুষ্প সুগন্ধি আনিলা।।
সেঙতি টগর আর চাঁপা নাগেশ্বর।
যাতি যুতি মালতী আনিল কপিবর।।
করবী বকুল সে কমল চারি জাতি।
কাঞ্চন কুসুম রক্তজবা নানাভাতি।।
সুকমল আমলকী আর সেফালিকা।
নবঙ্গ মল্লিকা কিবা সে চন্দ্রমল্লিকা।।
পারিজাত পারুলী গুলুঞ্চ ঝিণ্টী আদি।
অপরাজিতার পুষ্প আনে যথাবিধি।।
দ্রোণ পুষ্প বিল্বদল দুর্ব্বাদল আর।
নানা পুষ্প আনি রামে কৈল নমস্কার।।
তারপর রঘুবর স্নানদান করি
দেবীর সম্মুখে বসি কুশাসনোপরি।
চারিপাশে ঋষিগণ বসিলা আসনে।
পদ্ধতি লইয়া বৃহস্পতি[১] সে দক্ষিণে।
নিকটে লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব রাজন।
যখন যে আজ্ঞা হয় করে আয়োজন।।
স্বদক্ষিণে গন্ধ পুষ্প করিয়া স্থাপন।
নৈবেদ্য থুইল বামে করিয়া যতন।
এসময়ে রাম ঋষিগণে করি নতি।
পার্ব্বতী পূজার হেতু নিলা অনুমতি।।
আচমন করি স্বস্তিবাক্য পাঠ কৈলা।
আসন করিয়া শুদ্ধি পুষ্প করে নিলা।।
আধার শক্তিরে পূজি অঙ্গন্যাস করি।

১ বৃহস্পতি — দেবগুরু বৃহস্পতি চতুর্থ দ্বাপরে তিনি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করেন

করন্যাস মাতৃকাদি ন্যাস করি তবে
ভূতশুদ্ধি বিধিমত করি শুদ্ধ হৈলা।।
প্রাণায়াম প্রভুরাম করিতে লাগিলা।।
শীর্ষেতে কুসুম গৌরী ধ্যানেতে পূজিয়া।
শঙ্খ পাত্রে অর্ঘ্য স্থাপ্য সন্ধানে করিয়া।।
গণেশাদি পঞ্চদেবে[1] ক্রমেতে পূজিয়া।
পার্ব্বতীর ধ্যান কৈলা করে পুষ্প লইয়া।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি মধ্যে নবমীর গান।
সমাদরে শুন সবে হইয়া সাবধান।।
জগদ্রাম সুতরামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীন দ্বিজেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

শ্রীরামচন্দ্রের দেবীরূপ চিন্তা।

কৃষ্ণমুদ্রা করি হরি, করেতে কুসুম করি,
নয়ন মুদিয়া ধ্যান কৈলা।
অন্তর বাহেতে তাঁর, তারারূপ একাকার,
মূর্ত্তি হেরি চিত্ত মগ্ন হৈলা।।
জটাজুট শিরে শোভা, মণির মুকুট প্রভা,
তাহে কিবা মাল্যদাম সাজে।
ভালে ভাল অর্দ্ধ ইন্দু, শোভিত সিন্দুর বিন্দু,
অলকা ঝলকে ভুরু মাঝে।।
মুখ পূর্ণশশধরে, মদনমানস হরে,
বিম্বাধরে অমৃত সঞ্চারে।
সুচারু দশন ভাতি, যেমত মুকুতাপাঁতি,
মৃদুভাষে হবমন হরে।।
অতসিপুষ্পের বর্ণ, আভা কিবা জিত স্বর্ণ,
ত্রিশূলাদি অস্ত্র দশভুজে।
টাড় শঙ্খ কঙ্কণাদি, শোভে ভূষা নানাবিধি,
বনমালা দোলে হৃদিমাঝে।

কদলী কান্তি বর, সাধোয়ত পয়োধর,
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশে
জিত রম্ভা তরু ঊরু, নিতম্ব ললিত চারু,
সুন্দর সংবৃত নীলবাসে।
পাদপদ্মে রক্তজবা, যুগপাদ পদ্মপ্রভা,
কনকের নূপুর তাহাতে
দশনখ পূর্ণচন্দ্র, সংসারের নাশে অন্ধ,
স্থির নহে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে।
দক্ষপদ সিংহোপরি, কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মহেশ্বরী,
বামপদ ধরিয়া মহিষে।
অর্দ্ধ অঙ্গ বাহ্যে দৃষ্ট, মহিষে অসুর দুষ্ট,
বামকরে ধরে দেবী কেশে।।
অসুরের দক্ষ করে, কোপেতে কেশরী ধরে,
নাগপাশে বন্ধন করিয়া।
শূলে করি মাহেশ্বরী, হৃদয় বিদীর্ণ করি,
কোপদৃষ্টে চান মহামায়া।।
খড়্গচর্ম্ম করে ধরি, ভ্রুকুটি দশন করি,
হেরয়ে অসুর ক্রোধাবেশে।
রুধির বমন করে, এইমত শ্রীদুর্গারে,
ধ্যান কৈলা শ্রীরাম মানসে।
মায়ের চরণ তলে, রক্তজবা বিল্বদলে
কুতূহলে দিলা বারেবার।
নানা উপচার করি, যেমতে পূজেন হরি,
শুন সবে তাহার প্রকার।।
দুর্গাপদ করি ধ্যান, দুর্গা পঞ্চরাত্রি গান,
দ্বিজ রাম প্রসাদেতে গায়।
ভক্তির নাহিক গন্ধ, অকৃতি অধম মন্দ,
দীন চরণে শরণ চায়।।

১ গণেশাদি পঞ্চদেব — গণপতি বিষ্ণু শিব, সূর্য ও কার্ত্তিকেয়

নবমী পূজাক্রম।

তারপর রঘুবর ষোড়শোপচারে।
শান্ত হইয়া একান্তে পূজেন শ্রীদুর্গারে
প্রথমেতে শ্রীরাম আসন করি দান।
তাপর[1] স্বাগত জিজ্ঞাসিলা ভগবান।।
পাদপদ্ম ধৌতে প্রভু পুনঃ পাদ্য দিলা।
অর্ঘ্য আচমন লহ ভকতবৎসলা।।
দধি মধু ঘৃত তিনে করিয়া মিশ্রিত।
মধুপর্ক গ্রহণে পার্ব্বতী হবে প্রীত।।
গঙ্গাজল সুশীতলে স্নান করাইলা।
বিচিত্র বসন পরিধান হেতু দিলা।।
মুক্তা মণি যুক্ত নানা ভূষণ অঙ্গুরি।
প্রসন্ন হইয়া অঙ্গে পর মা শঙ্করী।।
সুগন্ধি কুসুম-মাল্য তারপর দিলা।
কুঙ্কুম কস্তুরী যুতে গন্ধ দান কৈলা।।
পদ্ম আদি নানা পুষ্প পাদপদ্মে দিয়া।
ধূপ দীপ সমীপেতে অর্পণ করিয়া।।
নানা উপহার আর নৈবেদ্য মধুর।
ভক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ভয় কর দূর।।
পাণার্থে উদক[2] আর পুনরাচমনী।
কর্পূর তাম্বুল মুখে লহ নারায়ণী।।
এহেন প্রকারে নানা উপচারে হরি.
আনন্দে অভয় পদ সু অর্চ্চনা করি।।
বেদ যুক্তিমতে অষ্টশক্তি পূজা কৈলা।
রুদ্রচণ্ডা আদি অষ্টনায়িকা সেবিলা।।
চৌষট্টি যোগিনী আর নবপত্রি[3] আদি।
সবারে পূজিলা রাম লইয়া বেদবিধি।।
আদিত্যাদি নবগ্রহ দশদিকপালে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সায়ুধ সবাহনে সকলে।।
দুর্গা সমস্থানে দেবাদেবী যত ছিলা।
বিধিমতে কৃপাসিন্ধু সবারে পূজিলা
মূল মন্ত্র লক্ষ হোম করি রঘুবর।
মায়েরে করেন স্তুতি হয়ে যোড়কর
জগদ্রাম সুতরামপ্রসাদেতে ভনে।
এ দীন দাসেরে তারা হেরিও নয়নে।

দেবীস্তুতি.

প্রণমামি শঙ্করঘরণী, সংকটহরণী
ভবভয়হারিণী
সত্ত্ব রজঃ তমঃ, আদি অনুপম
ত্বমসি ত্রয় গুণকারিণী।।
জয়তি জয় জয়, জগতজননী,
জন্ম মরণ নিবারিণী।
তাপিত তনয়ে তার ত্রিলোকতারিণী।
বেদ তন্ত্র কি, জগত যন্ত্র,
অনন্ত দেহ স্বরূপিণী।
আদি শক্তি, বিশুদ্ধ ভক্তি,
বিদায়িনী জগতব্যাপিনী।।
সৃজন পালন, নাশিনী, মম,
হরণ কর মনশোচনা।
কাতরে করুণা কর কমললোচনা।
ব্যোমা ব্রহ্ম বিকারিণী, তব
আদি অন্ত বিবর্জ্জিতা।
কোটিচন্দ্র বিনিন্দি জ্যোতি,
সুবর্ণ বর্ণ বিনির্জ্জিতা।।
দুষ্ট দনুজ,[4] বিনষ্ট কারিণী,
দেহ দলিত সৌদামিনী।

১ তাপর — তারপর. ২ উদক — জল। ৩ নবপত্রি — নবপত্রিকা অর্থাৎ কলা, কচু, ধান, হলুদ, ডালিম, বেল, অশোক, জয়ন্তী ও মানকচু — এই নয়টি গাছের পাতা দিয়া তৈরি স্ত্রীমূর্তি বা কলাবউ। ৪ দনুজ — দনুর পুত্র অসুর বা দৈত্য।

হীনে নিজগুণে হের হরের কামিনী।।
উরগ[১] কিন্নর, আদি মুনিবর,
তুমি সুরাসুর ভাবিতা।
ইন্দ্র চন্দ্র, কি যোগীবৃন্দ সুসেবিতা।।
ভ্রূভঙ্গ পদারবিন্দ, বিলাস রঙ্গেতে,
দুঃখ হর হরবল্লভে।
শরণাগতের প্রতি সদয়া হইবে।।
রত্ন রথ গজ, বাজী বসন,
বিচিত্র বাঞ্ছে যে দাসেতে।
ইন্দ্রপদ কৃত, নিন্দি ভোগ,
প্রদায়িনী, পরিহাসেতে।।
প্রণত জন, প্রতিপালন,
ময়ি প্রসীদ ভব জগদম্বিকে।
কারে ভাব, দিব আর,
মা বিনে বালকে।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম, ক্রিয়াদি মর্ম্ম,
যতেক তব অনুসারেতে।
স্বর্গ মার্গ, সুনিত্য সম্পদ,
দায়িনী, তুমি জগতে।।
নাস্তি অন্ত, অনন্ত জগতে,
তুমি চরাচর গামিনী।
ভক্তের ভবভয় হর ভবভামিনী।।[২]
পতিতপাবনী, তুমি পরাৎপর,—
ঘরণী, বরণী সুনির্ম্মলা।
কুশল সদ্ম, ও পাদপদ্ম,
দেহি রতি[৩] মতি নিশ্চলা।
দুঃখ সাগর, তরণ কারণ,
চরণ তব তরণী খেল।
দয়াময়ী দীনে দয়া বিতরিতে হইল।।
গৌর অঙ্গ, অনঙ্গ মোহিনী,
জয়তি গিরিবর-নন্দিনী।
গুহ গজানন,[৪] —জননী দুর্গে,
নিত্য ত্রিভুবন বন্দিনী।।
দুরিত দুর্নীতি, দেহ পূর্ণিত,
দৈব বারিধি দুর্দ্দশা।
পতিতপাবনী নামে কেবল ভরসা।।
চিত্ত ভ্রান্ত, কৃতান্ত[৫] ভয়েতে,
নিতান্ত আশ্চর্য্য তব পদে।
সহিত শঙ্কর, শঙ্করী যুগ-
রূপ বিলসয় মম হৃদে।।
বেদ অবিদিত, রীত তব,
নিজ ভক্ত প্রেম বিবর্দ্ধনী।
জয়তি জয় জয় গিরিবর-নন্দিনী।।
শম্ভু উরোপর, বাসিনী, রিপু-
নাশিনী জয় জয় শিবে।
দক্ষ তনয়ে, দেহি অভয়ে,
মুক্তি দায়িনী তুমি জীবে।।
কায় মন বচঃ, ঐক্য করি তব,
পায় যে জন করে পূজা।
দাসের দুর্গতি নাশ কর দশভুজা।।
প্রার্থনা করি, গৌরী চরণ-
-সরোজে, পুনঃ প্রণতি কৈলা।
শঙ্খ আদি, মৃদঙ্গ বাদ্যেতে,
পূর্ণ ত্রিভুবন রবে হইলা।।
রামপ্রসাদে জনক পদারবিন্দ,
সুবন্দিয়া রচনা করে।
তারিণী নয়নে হের এ দীন দাসেরে।।

১. উরগ — সর্প, ২. ভামিনী — কোপনস্বভাবা নারী। ৩. রতি — অনুরাগ। ৪. গুহ গজানন — কার্ত্তিকেয় ও গনেশ।
৫ কৃতান্ত — যম।

নবমীর উৎসব ও মহিষাসুরোৎপত্তি কথন।

স্তুতি করি দেবহবি মায়ে প্রণমিলা।
ততক্ষণে ঋষিগণে জয়ধ্বনি কৈলা।।
তাপর মধ্যাহ্নকাল অতি শুভক্ষণ।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন নানা আয়োজন।।
ক্ষীরখণ্ড দধি দুগ্ধ দ্রব্য সুরসাল।
পার্ব্বতীরে ভোগ দেন পরম দয়াল।।
পাদ্য আচমন আদি দিয়া রঘুবর।
বেদমন্ত্র পাঠে ভোগ দেন তারপর।।
অন্ন চতুর্ব্বিধ স্বাদু হয় রস যুতে।
নিবেদিয়ে ভক্তিতে ভোজন কর প্রীতে।।
কর্পূর মিশ্রিত সুবাসিত জল অতি।
পানার্থে উদক[১] এই লহ ভগবতী।।
পুনরাচমনী পুনঃ দিয়া ভগবান।
মুখশুদ্ধি[২] নাগবল্লী[৩] করেন প্রদান।।
এই মত পূজিতা দেবীরে ভোগ দিলা।
তাপর ব্রাহ্মণগণে ভোজন করা'লা।।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন নানান প্রকার।
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ উপহার সার।।
মিষ্ট পিষ্ট লাড্ডুক লবাত পরমান্ন।
যথোচিত উপহার দেন পরিচ্ছন্ন।।
ব্রাহ্মণ ভোজন পরে কপি ঋক্ষগণ।
সমাদরে সবে দেন যার যে ভক্ষণ।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল নিবাসী যত জন।
পূজা দেখিবারে সবাকার আগমন।।
সবে যথাযোগ্য বস্তু করাইয়া ভোজন।
বদন শোধনে তাম্বুল সবে দেন।।

তাপর সায়াহ্নকাল উপস্থিত হইলা।
সায়াহ্নের ক্রিয়া করি ঋষিগণ আইলা।।
সায়াহ্নকালের ক্রিয়া করি প্রভুরাম।
অম্বিকার আরতি করেন অনুপম।।
সেকালে সকলে মাকে প্রণাম করিল।
লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বালি চারিপাশে দিল।।
প্রতিমা দক্ষিণপাশে কুশাসনোপরি
ঋষিগণ অসংখ্য বসিলা প্রেমভরি।
বামপার্শ্বে দেবগণ সকলে বসিলা।
কপি ঋক্ষ সম্মুখে বসিয়া হর্ষ হইলা।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালনিবাসী যত জনে।
চারিপাশে হরষে বসিলা সুবিধানে।।
শঙ্করী সম্মুখে দিব্য আসন উপর।
হরষ মনেতে বসিলেন সীতাবর।[৪]
নিকটে লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব রাজনে।
হনুমান অঙ্গদ ফিরয়ে নানাস্থানে।।
জয়ঢাক লাখে লাখ বাজে কাড়া কাঁশি।
রণশিঙ্গা সাহিনী ভীরঙ্গ বাজে বাঁশী।।
দামামা দুন্দুভি আদি বাজে নানা বাদ্য।
তিনলোক বাদ্যের শব্দেতে হইল ভেদ্য।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে অমৃত খঞ্জরি।
গন্ধর্ব্ব নাটুয়া নাচে অঙ্গভঙ্গী করি।।
বেণু বীণা সাবিন্দা তাম্বুরা যন্ত্র স্বরে।
কিন্নরাদি গুণীগণ নানা গান করে।।
হাস পরিহাস সবে সবাকারে বলে।
মহামহোৎসব হয় এ মহীমণ্ডলে।।
জয় জয় জয় দুর্গা ত্রিভুবনে কয়।
ত্রিলোকে আনন্দ বন্যা উথলিয়া বয়।।

---

১ উদক — জল। ২ মুখশুদ্ধি — ভোজনান্তে মুখশোধন দ্রব্য হরীতকী প্রভৃতি ৩. নাগবল্লী — পানের গাছ বা পাতা। ৪ সীতাবর - রামচন্দ্র

শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব রাজন।
নবমীর রাত্রি আজি হবে জাগরণ।।
এইকথা সীতাপতি মিতারে কহিলা।
তাপর সুগ্রীব রামে জিজ্ঞাসা করিলা।
শুন প্রভু রাম তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
বেদ অবিদিত কত দেখাইলে কর্ম্ম।।
দুর্গার চরিত্র কত শ্রীমুখে শুনালে।
কাতর কপিরে নিজ গুণে কৃপা কৈলে।।
আর এক সন্দেহ শুনিতে মন হয়।
সদয় হইয়া তাহা বল দয়াময়।।
মহিষ মর্দ্দিনী রূপ কিরূপে হইলা।
কার সুতা তিহোঁ কোথা জনমিয়া ছিলা।।
এ মহিষাসুর কেবা ছিল কোন স্থানে।
দশভুজা হইয়া দেবী বধিলেন কেনে।।
কি বিধানে মহিষাসুরের জন্ম হইলা।
মহিষ অসুর দুই কিম্বা এক ছিলা।।
আদ্যোপান্ত একান্ত কি বল বিবরিয়া।
কৃপা করি কৃপানাথ অধীন হেরিয়া।।
সুগ্রীবের বাণী শুনি রঘুমণি কন।
অতি গুপ্ত তত্ত্ব মৈত্র করালে স্মরণ।।
বেদের গোপন কথা অতি চমৎকার।
যারপর সারাৎসার লীলা নাহি আর।
কহিবার নয় গুপ্ত কথা এ আশ্চর্য্য।
কিন্তু তব প্রীতে বলি শুন হইয়া ধৈর্য্য।।
অসুরের জন্ম আগে বলি শুন মৈত্র।
পশ্চাৎ বলিব সব দুর্গার চরিত্র।।
পূর্ব্বে এক বলবান অসুর আছিল।
শিবের তপস্যা বহু কাননে করিল।
তপস্যাতে ত্রিলোচন তুষ্ট হইয়া অতি।
বরদান হেতু আইলা অসুরের প্রতি।।
সমাদরে হরে নতি অসুর করিয়া।
বর মাগে বৃষধ্বজে করপুট হইয়া।।
এক পুত্র দাও প্রভু বলবান অতি।
সকলে জিনিবে হেন হইবে শকতি।।
সেই বর দিলা শিব সন্তুষ্ট হইয়া।
হরষে অসুর ঘরে আসে বর পাইয়া।।
মহিষ মহিষী দুয়ে রতিক্রীড়া করে
সেপথে যাইতে তাহা দেখিল অসুরে।।
হেথা স্বর্গে থাকি যুক্তি করয়ে অমর।
শঙ্করের স্থানে দৈত্য হেন পাইল বর।।
এ বীর্য্য পড়িবে যদি অসুরীর গর্ভে।
জন্মিয়া অসুর দুষ্ট কষ্ট দিবে সর্ব্বে।।
অতএব কামদেব করহ গমন।
অসুরের দেহ তুমি কর আকর্ষণ।।
এইক্ষণে যাও তুমি অতি ত্বরাপরে।
যেন দৈত্য মহিষীর সঙ্গে রতি করে।।
তবে বীর্য্য নষ্ট হবে সবার কুশল।
এ বলি পাঠাইলা কামে দেবতা সকল।।
কামদেব[১] দৈত্য দেহ করি আকর্ষণ।
নিজ বাণ তার সঙ্গে করিলা বর্ষণ।।
অনঙ্গ তরঙ্গ হইল অসুর শরীরে।
তরু আদি যারে দেখে আলিঙ্গয়ে তারে।।
মহিষের ক্রীড়া দেখি অধিক উথলে।
মহিষে মারিল বীর আপনার বলে।।

১ কামদেব — প্রেমের দেবতা। অথর্ববেদ অনুসারে কাম অর্থ যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা। মৎস্যপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কামদেবের জন্ম। কিন্তু ব্রহ্মার অভিশাপে কামদেব মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত হন। পরে অনুতপ্ত মহাদেবের ইচ্ছায় কামদেব কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন। রতি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার দেবী কামদেবের স্ত্রী।

মহিষে বিনাশি, হইয়া অতি কামাতুর।
মহিষীর সঙ্গে রতি করিল অসুর।।
মহেশের বরে বীর্য নিষ্ফল না হইল।
মহিষী উদরে মহাদৈত্য জনমিল।
মহিষীর গর্ভে হইল অসুরের উৎপত্তি
তেঁই সে মহিষাসুর বলি হইল খ্যাতি।।
শিবের প্রসাদে হৈল মহাবলবান।
জন্মমাত্র ত্রিলোক হইল কম্পবান।।
প্রকাণ্ড শরীর অতি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত।
মহিষ আকার সবে মেদিনী কম্পিত।।
অতিশয় দীর্ঘ চারি চরণ প্রচণ্ড।
চারি খুরে সদা করে ধরা খণ্ড খণ্ড।।
সুমেরু[1] শিখর সম প্রকাণ্ড সে মুণ্ড।
বদন বিবর অতি অদ্ভুত বিহণ্ড।।
গিরি গুহা জিত নাসা যাহার নিশ্বাসে।
পর্ব্বত উড়িয়া গিয়া লাগয়ে আকাশে।।
নিশ্বাসে বাতাস শব্দ যেন মহাঝড়ে।
নভোভাগে মেঘঘটা স্থানে স্থানে উড়ে।।
অশনি[2] সমান শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ অতি অগ্র।
তাল তরু জিনিয়া অঙ্গের সে সমগ্র।।
লঙ্গুল তাড়না যবে করে মহাবল।
উথল পাথল হয় সাতসিন্ধু জল।।
মায়াধারী মহাসুর মহেশের বরে।
মনে কৈলে ক্ষণে ক্ষণে নানারূপ ধরে।।
ত্রিভুবনে যত জনা কারো নহে বধ্য।
বিধি বিষ্ণু বৃষধ্বজ সবার অসাধ্য।।
তার বিবরণ বলি সবে শুন মৈত্র।
যে কথা শ্রবণে সদা দেহ সুপবিত্র।।
এক মন হইয়া শুন যত সুধীজন।
চণ্ডীর চরিত্র গান করি নিবেদন।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীন দাসেরে মা অম্বিকা দেহ পায়।

মহিষাসুরের স্বর্গাধিকার ও দেবগণের মর্ত্ত্যলোকে ভ্রমণ।

মহিষাসুরের দাপে, ত্রাসে ত্রিভুবন কাঁপে
মহাকোপে করে ঘোরনাদ।
কি হইল কি হইল বলি, দেবের মস্তকে [illegible]
দেবরাজ গণিল প্রমাদ।।
অসুরেরগণ যত, হইয়া অতি আনন্দিত
মহিষাসুরের স্থানে আসে
মানসে হইয়া হর্ষ, সবে করি পরামর্শ
যুদ্ধ হেতু যায় ইন্দ্রপাশে
সসৈন্যে মহিষাসুর উপস্থিত ইন্দ্রপুরে
ঘোরতর করয়ে গর্জ্জন
ইন্দ্রের সম্মুখে যায়, সমর করিতে চায়,
ঘন ঘন করয়ে তর্জ্জন।
দেখিয়া দারুণ কায়া, দেবরাজ ত্রস্ত হইয়া,
অস্ত্র লইয়া সঙ্গেতে অমর।
অসুর সম্মুখে আসি, বাণবৃষ্টি করে রাশি,
ঘোরতর হইল সমর।।
শুন মৈত্র বিবরণ, দেবাসুরে মহারণ,
দেবগণ শশব্যস্ত হইল।
মহাবীর্য্য দৈত্যরায়, সমরে শমন প্রায়,
শেষে দেবগণে জয় কৈল।
রণে পরাজিত হইয়া, দেবরাজ ত্রাস পাইয়া,
তবান্বিত হইয়া সেইক্ষণে।

১ সুমেরু — উত্তরমেরুতে অবস্থিত পৌরাণিক পর্বত বিশেষ ২. অশনি — বজ্র।

দুর্গা

মহিষাসুর বধ
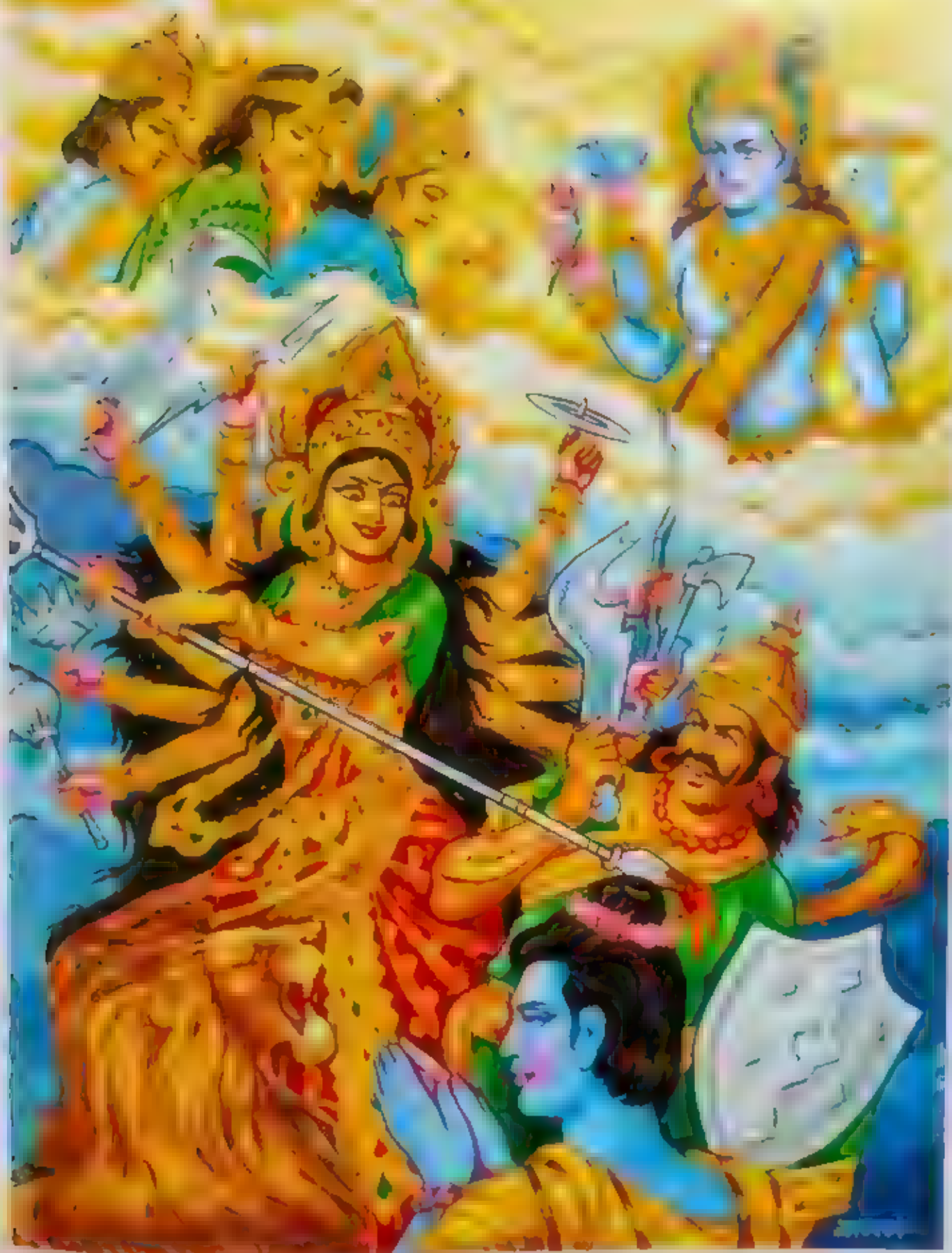
মন্ত্রণার বাজ নাই, যে যেমতে ছিলা তাই,
পলায়ন কৈলা দেবগণে।।
যেপথে দেবতা যায, পশ্চাতে অসুর ধায়,
স্থির হৈতে স্থান না পাইয়া।
দুষ্ট ভয়ে হইয়া ব্যাপ্ত, সপ্তস্বর্গ[1] দ্বীপসপ্ত,
পাতালসপ্তমে[2] ভ্রমে ধাইয়া।।
জল স্থলে অন্তরীক্ষে, যেদিকে দেবতা দেখে,
সেই সেই স্থানে দৈত্য ধায়।
ঘোর রবে ধায় দুষ্ট, অমর হইয়া ক্লিষ্ট,
ক্ষণেক বিশ্রাম নাহি পায়।।
দৈত্যগ্রস্ত হইয়া দেবে, নিজ মনে মনে ভাবে,
তবে যুক্তি করি সারোদ্ধার।
স্মরণ করিয়া হরি, নিজ বেশ ত্যাগ করি,
সবে হইলা মানুষ আকার।।
নিকৃষ্ট মানব রূপ, ধরিয়া অমর ভূপ,
মহাদুঃখে মহীতলে রয়।
কোথা সে স্বর্গের সুখ, তারে হেন হইল দুঃখ,
ঈশ্বর ইচ্ছাতে কি না হয়।।
যতেক অমর নারী, নিজরূপ পরিহরি,
মানুষ শরীর ধরি রয়।
জ্বলন্ত অঙ্গার যেন, ভস্ম আচ্ছাদিত হেন,
তেনমতে থাকে দেবচয়।।
না দেখিয়া দেবগণে, দৈত্য সানন্দিত মনে,
ইন্দ্রপুরে করিয়া গমনে।
নিজে হইয়া পুরন্দর,[3] বেষ্টিত অসুরবর,
শুভক্ষণে বসে সিংহাসনে।।
দুর্গাপদ করি ধ্যান, দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গান,
দ্বিজ রাম প্রসাদেতে গায়।
ভক্তির নাহিক গন্ধ, অকৃতী অধম মন্দ,
দীন, চরণে শরণ চায়।।

মহিষাসুরের ঐশ্বর্য্য বিস্তার।

শুন শুন মৈত্র তাহার পরে।
যে বিধান পুনঃ অসুর করে।
মহিষ শরীর ত্যাগ করিল।
ইচ্ছাতে মানবাকার ধরিল।
মস্তক মণ্ডিত লালিমা পাগে।
কনক কুণ্ডল শ্রবণযুগে।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে তিলক ভাল।
আরক্তলোচন যুগ বিশাল।।
ভ্রুকুটি কুটিল বদন অতি।
দাড়ি পাটা ছটা অদ্ভুত তথি।।
বিশাল যুগল ভুজেতে বালা।
কণ্ঠে হীরাহার মুকুতামালা।।
বিচিত্র বসন কটি আবৃত,
অঙ্গেতে চারু চন্দন চর্চ্চিত।।
অসি চর্ম্ম সদা যুগলভুজে।
স্বর্ণ সিংহাসনোপরি বিরাজে।।
কোটি কোটি দনুজে ছত্র ধরে।
অসংখ্য অসুরে চামর করে।।
স্বর্ণ বাটা পূর্ণ পর্ণেতে করি।
কতজনা মুখ আছয়ে হেরি,
পারিজাত পুষ্পে মালা গাঁথিয়া
কত দাস করে ধরি দাঁড়াইয়া।।
কিন্নরে করয়ে সম্মুখে গান।
বেণু বীণাস্বরে ধরয়ে তান।।

১ সপ্তস্বর্গ — ভূ, ভুবঃ, স্বঃ জন, মহঃ তপঃ ও সত্য — পুরাণোক্ত এই সপ্ত ঊর্দ্ধলোক। ২ পাতাল সপ্তম — তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল ও রসাতল — পুরাণোক্ত এই সপ্ত অধোভুবন। ৩ পুরন্দর — ইন্দ্র

অঙ্গভঙ্গী করি গন্ধর্ব্ব নাচে।
ত্রাসেতে পবন মন্দ বহিছে।।
অসংখ্য সৈন্যেতে সদা বেষ্টিত।
ত্রাসেতে জগত অতি কম্পিত।।
ক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড করে খণ্ড খণ্ড।
প্রবল প্রতাপ হেন প্রচণ্ড।।
অব্রহ্মতত্ত্ব যে শুনহ ভাই।
এক অধিকার দ্বিতীয় নাই।
নবগ্রহ সে আপনে হইল।
দশদিকপাল রূপ ধরিল।।
শমনে দমন সুন্দর করিল।
আপনে অসুর কৃতান্ত হইল।।
আয়ুঃ থাকিতে কারো প্রাণ হরে।
গতায়ুঃ জনে চিরজীবী করে।।
নিজে বহ্নি হইয়া দাহন করে।
বরুণ আকার আপনে ধরে।।
বায়ু রূপ ধরি সর্ব্বত্রে বয়।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত হইয়া রয়।।
কারো সনে কেহো যুক্তি না করে।
দাতায় করে যে নাশয়ে তারে।।
দিবস করে ভানু রূপ ধরি।
তেজেতে ভুবন থাকয়ে ভরি।
কভু পশ্চিমেতে কভু পূর্ব্বেতে।
উদয় হয় নিজ ইচ্ছামতে।
পাঁচ সাত দিন একত্র করে।
একদিন তারে করে অসুরে।।
কভু পাঁচ সাত নিশি একত্রে।
এক নিশি হইয়া থাকে সর্ব্বত্রে।

পূর্ণশশধর আকার হইয়া।
নিশিতে উদয় হয় সে গিয়া।।
তেত্রিশ কোটী অমরে যে করে।
সে কর্ম্ম করয়ে একা অসুরে।।
সপ্তসিন্ধু[1] দেখে গোষ্পদ[2] যেন।
সুমেরু শিখর সর্ষপ[3] হেন।।
সামান্য আণ্ডেতে ব্রহ্মাণ্ড দেখে।
তৃণ তুল্য সব জীবেরে দেখে।
উলটা করয়ে বেদের বিধি।
উজান[4] বহায় যতেক নদী।।
অযোগে বৃক্ষেতে ধরায় ফল।
নিজভুজে ধরে মহীমণ্ডল।।
স্বকীয় ইচ্ছাতে সকল করে।
নিবারিতে কেহ নাহিক তারে।।
শিবের বরেতে পাইয়া তেজ।
স্বয়ং সদৃশ হইল সে নিজে।
সৃষ্টিস্থিতি নাশ ইচ্ছাতে করে
কারো শক্তি নাহি জিনিতে তারে
পুরুষের করে মরণ নাই।
অদ্ভুত এ কথা শুনহ ভাই।।
হরিহর বিধি সময় পাইয়া।
সর্ব্বদা থাকেন অজ্ঞাত হইয়া।
অমর নর কি নাগের নারী।
সুন্দরী যৌবনা আনয়ে হরি।।
অসংখ্য যুবতীগণের সঙ্গে।
নানা রসক্রীড়া করয়ে রঙ্গে।।
হেনমতে ভোগ ভুঞ্জয়ে দৈত্য।
অসুরের কথা বলিনু সত্য।।

১ সপ্তসিন্ধু — লবণ ইক্ষুরস সুরা ঘৃত দধি, ক্ষীর ও স্বাদুদক — পুরাণোক্ত এই সাত সমুদ্র। ২ গোষ্পদ — গোরুর পায়ের দ্বারা চিহ্নিত ক্ষুদ্র স্থান ৩ সর্ষপ — সরিষা ৪ উজান — উজান স্রোতের বিপরীত দিক বা জোয়ার

দ্বিজ জগদ্রাম জনক পদে।
নতি করি গায় রামপ্রসাদে।।

ইন্দ্রাদি দেবগণের ব্রহ্মা সহ হরিহরের নিকট গমন ও স্ববৃত্তান্তাদি কথন।

তারপর অবগতি কর সর্ব্বজন।
পুনর্ব্বার রামচন্দ্র সুগ্রীবের কন।।
স্বর্গ হইতে দেবগণ সবে করি দূর।
চিরকাল নানা ভোগ ভুঞ্জয়ে অসুর।।
কাহারো শক্তিতে কিছু না হইল তার,
স্বয়ং শক্তি বিনা নাশ না হয় তাহার।।
তারপর শুন এই অসুরে বধিতে।
অযোনিসম্ভবা[1] দুর্গা জন্মিলা যেমতে।।
দেবভূ ত্যজিয়া দেবগণ পৃথিবীতে।
বহুকাল বাস কৈল মানবরূপেতে।।
বায়ুরূপে সর্ব্বস্থানে মহাসুর ফিরে।
ত্রাসে নিজরূপ দেবে ধরিতে না পারে।।
অমর হইয়া করে নরের আচার।
দৈবদোষে দেবতার দুর্দ্দশা অপার।।
একদিন নিভৃতে সকলে যুক্তি কৈলা।
ব্রহ্মার নিকটে করপুটে সবে গেলা।।
বিধিরে করিয়া অগ্রে যত দেবগণ।
সবে গেলা হরিহর ছিলেন যেখান।।
একাসনে নারায়ণ আর গৌরীপতি,
কাতর অমরে সমাদরে করে নতি।।
যোড়কর করিয়া অমরবৃন্দ রয়।
নয়ন বয়ান বহি জলধারা বয়।।
কাকুতি বচনে অতি স্তুতি করি কয়।
এতদিনে বাম কেন হইলে কৃপাময়।।
ওহে নাথ অমরের আর কেবা আছে।
অনাথ বালক আর যাব কার কাছে।।
জগৎজনের মাতা পিতা হইয়া হরি।
তবে কেন দীনজনে না চাহিলে ফিরি।।
ভক্তের ভয় হর এ পণ করিলে।
কোন দোষে রোষ করি অসন্তুষ্ট হইলে।।
হরিহর[2] এক তনু পুরুষ আকৃতি।
আদিশক্তি গৃহিণী যে প্রধানা প্রকৃতি।
প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে অচিন্ত্য আকার।
দোঁহার সংযোগে জন্ম জগৎসংসার।।
প্রধান পুরুষ পিতা প্রকৃতি জননী।
জগতের জীব যত সুত বলি জানি।।
হেন পিতা মাতা যার হেন দুঃখ তার।
বালক বেদন তবে কে হেরিবে আর।।
মনের বেদন পদে নিবেদন করি।
তবে যে উচিত হবে সে করিবে হরি।।
মোসবে যাহাতে যাকে কৈলে নিয়োজন।
আজ্ঞা অনুসারে তেন করি নারায়ণ।।
তাহাতে মহিষাসুর নামে মহাসুর।
নিজ অধিকার হইতে সবে কৈল দূর।।
মহাবলবান দৈত্য দেবে জয় কৈল।
আপনে অসুররাজ পুরন্দর হইল।।
অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ কি পবন।
কুবেরাদি দিকপাল হইল সনাতন।
চন্দ্র সূর্য্য আদি নবগ্রহ হইল নিজে।
সৃষ্টি স্থিতি নাশ করে আপনার তেজে।।
বেদবিধি কৃপানিধি অবিধি করিল।
ব্রহ্মাণ্ডে মহিষাসুর অদ্বিতীয় হইল।।
তোমাদের কৃপা বিনে হেন কেবা করে।

১ অযোনিসম্ভবা — যাহার নারীগর্ভে জন্ম হয়নি ২ হরিহর বিষ্ণু ও শিব অভেদ মূর্তি

এমতি করিতে যদি ভার দিলে তারে।।
স্বতন্ত্র পরম ইচ্ছাবশে তব কর্ম্ম।
অলৌকিক করণ না জানে কেহ মর্ম্ম।।
দেবাসুর, নাগ, নর কিবা ভাল মন্দ।
তাহার সমান সব হয়ে গোবিন্দ
অসুরেতে দাও প্রভু মোদের অধিকার।
এ বিষয়ে নিতান্ত না দিব কিছু ভার।।
অনাথ অমরে এই নিবেদিয়ে দাস।
ত্রিভুবন মাঝে দেবে স্থান নাহি পায়।।
স্বপনে আপন রূপ ধরিবারে নারি।
মানব হইয়া কত গড়াইব হরি।।
ত্রিলোক জনক তুমি তেঁই নিবেদিল।
সুচারু চরণে দেবে স্থান দিতে হইল।।
জগতে জন্মিয়া আর যাব কোথাকারে।
দয়া করি দয়াময় বল অনাথেরে।।
পুনর্ব্বার দেবগণে ভনে নানা স্তুতি।
শুন দুর্গা-পঞ্চরাত্রি অসম্ভব অতি।
পিতৃপদ বন্দি রামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীনদাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

হরিহর স্তুতি।

বন্দে হরিহর, আদি পুরুষবর,
সুন্দর এক শরীরং
শ্রীপতি গৌরী অতি, ত্রিভুবন পতি,
প্রণত পাল অতি ধীরং।
রত্ন মুকুট আর, জটা মুকুট অতি,
ঝল মল মৌলী সুশোভা।
মুক্তাহার আর, গঙ্গাধর তথি,
যুত অপার অতি আভা।।
স্বর্ণ শঙ্খ যুগ, কর্ণে সুকুণ্ডল,
রবিমণ্ডল ছবি শোভা।
সিন্ধুসুতা[1] আর, শৈলসুতা[2] যুগ,
অর্দ্ধ অর্দ্ধ যুত দেহ।।
মণি ভূষণ আর, ফণী ভূষণ যুত,
জপ্য জনাদি নিষ্ঠানং।
পীতাম্বর অজিন, অম্বর সংবৃত,
পাহি পাহি অতি দীনং।
পুষ্পমালা আর, অস্থিমালা যুগ,
উরু উরোপর সাজে।
গরুড়াসন আর, বৃষভাসনেতে,
হরিহর এক বিরাজে।।
যুগল চরণ বর, দুঃখ হরণ কর,
শরণ অমরজন ভীতং।
জয় বিশ্বম্ভর, জয়তি বিশ্বেশ্বর,
জয় জয় জগত অতীতং।।
সৃজন সুপালন, হরণ ভ্রূভঙ্গে,
ত্রিগুণকারী[3] অবিনাশী।
ভীত জনিত ভয়, হরহ দয়াময়,
ভক্ত হৃদয়পুরবাসী।।
আশুতোষ সব, দোষ বিবর্জ্জিত,
দাস ত্রাস হর নিত্যং।
জয় গরুড়ধ্বজ,[4] জয়তি বৃষধ্বজ,[5]
ত্রাণ করহ নিজ ভৃত্যং।।
জয় জগদীশ, জয়তি জয়মীশ,
দয়াধন বিতরহ দীনে।

১ সিন্ধুসুতা — লক্ষ্মী সমুদ্র মন্থনকালে ইনি উত্থিত হন ২ শৈলসুতা পার্বতী। ৩ ত্রিগুণকারী — সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই তিন ধর্ম বা গুণের অধিকারী। ৪ গরুড়ধ্বজ গরুড়মূর্ত্তি চিহ্নিত ধ্বজা। ৫ বৃষধ্বজ বৃষচিহ্নিত ধ্বজ

মহিষাসুর ভয়, হরহ কৃপাময়,
হরিহর হের এ দীনে।।
উৎপত্তি জনক, চরাচর পালক,
সুত শরণাগত ত্রাসে।
জয় পরমেশ্বর, জয়তি মহেশ্বর,
ত্রাহি ত্রাহি নিজ দাসে।।
স্তুতি করি অমর, সকল অতি বিকলে,
পড়িলা হরিহর চরণে।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি, রাম প্রসাদে ভণে,
এ দীনদাস ভবতরণে।

দেবগণ কর্তৃক আদ্যাশক্তির স্তোত্রপাঠ

স্তুতি করি দেবগণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া।
হরিহর দ্বয়ে রণ নীরব হইয়া।।
ততক্ষণে দেবগণে মনে বিচারিল।
জগতের পিতা তাঁরে সব নিবেদিল।।
শক্তি ছাড়া পুরুষেতে কার্য্য নাহি হয়।
শক্তি অনুকূলা বিনা কর্ম্ম সিদ্ধ নয়।।
আদ্যাশক্তি[1] জগতজননী নাম ধরে।
যতেক যে দুঃখ নিবেদন করি তাঁরে।।
তবে যদি মা হইয়া না দিবে দরশন।
সেকালে সকলে মিলি ত্যজিব জীবন।।
উদ্বেগে উদ্দেশ্যে ডাকি ঊর্দ্ধবাহু করি।
জগতজননী কোথা আছগো পাসোরি।।[2]
তোমার জঠরে জন্ম হইল এ সংসার।
জগতের জীব সব বালক তোমার।
তোমার তনয়ে এবে দুষ্ট কষ্ট দিছে।
দয়াময়ী দীনে কেন দয়া না হইছে।।
জগতের পিতা তাঁরে কৈল নিবেদন।
তথাচ মোদের দুঃখ না হইল মোচন।।
জননী জানয়ে যত সুতের বেদন।
জনক না জানে তাহা বিদিব কবণ।।
লক্ষ অপরাধ যদি বালকেতে করে।
তথাপি নিঠুর হওয়া না শোভে মায়েরে।।
মা হইয়া সুতের সদা করয়ে পালন।
তুমি কারে ভার দিয়া হ'য়েছ এমন।
এ দুঃখ সাগরে দেবতারে ভাসাইয়া।
কি করি পাসোরি আছ জননী হইয়া।
পরমদয়ালী বলি ধরিলি গো খ্যাতি।
সে নাম অন্যথা কেন দেবতার প্রতি।।
কৃপাময়ী কাতর দেখিয়া হলে বাম
জননী নিঠুর যার জীবনে কি কাম।
নানা ভোগ বিলাস না মাগিয়ে চরণে
দাঁড়াইতে স্থান নাহি পাই ত্রিভুবনে।।
যদি মোরা তব বালকের যোগ্য নই।
তার বিবরণ বলি শুন দয়াময়ী।।
মায়ের জঠরে যদি মন্দ সুত হয়।
তথাচ জননী তারে ত্যাগ না করয়।
মাতা পিতা সুত ভ্রাতা আদি নানা স্নেহ
যতেক সংসারে করে তব লীলা সেহ।
অতেব এসব ভাব তোরে কি জানা'ব।
মোদের কর্ম্মের দোষ কারে কি বলিব।।
অভয়া হইয়া কিবা ভয় কারো পেলে।
বুঝি কোন দোষে রোষে ফিরি না চাহিলে।।
কিম্বা নিজ শক্তি সব অসুরেতে দিলে।
নিঃশক্তি হইয়া তেঁই আসিতে নারিলে।।
মহিষাসুরের মাতা সকলে বলিবে।
জগতজননী বলি কেহ না ডাকিবে।।

১ আদ্যাশক্তি — মহামায়া বা জগৎসৃষ্টির অধিকারিণী, পরমেশ্বরী ২ পাসোরি — পাসরন, বিস্মৃত হয়ে।

ভকতবৎসলা আখ্যা আজি হইতে গেল।
সঙ্কটনাশিনী নাম সংসারে ঘুচিল।।
শরণতারিণী বলি আর কে ডাকিবে।
দীনদয়াময়ী নামের উপায় কি হবে
এই নানা আক্ষেপ করিয়া স্তুতি করে।
তারপর বিবরণ শুন সমাদরে।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি রাম প্রসাদেতে গায়।
এ দীন দাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

দেবীর উৎকণ্ঠা ও দাসীর সহিত কথোপকথন।

স্তুতি করি দেবগণ, না পাইয়া দরশন,
বেদনেতে ব্যাকুল হইয়া।
ঊর্দ্ধবাহু করি সবে, মায়ে ডাকি উচ্চরবে,
মূর্চ্ছাগত ভূতলে পড়িয়া।।
হেথা নিত্য নিজাবাসে,দাসীগণ চারিপাশে,
রসাবেশে ছিলেন তারিণী।
ভক্তে ডাকে দুঃখ পেয়ে,তাহাতে পীড়িতা হয়ে,
দাসীরে জিজ্ঞাসেন ভবানী।।
বল দাসী বিবরণ হেন কেন করে মন,
একক্ষণ স্থির না হইছে।
এখনি আছিলাম ভাল,আচম্বিতে[১] একি হ'ল,
ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেগ বাড়িছে।।
দক্ষ অঙ্গ নাচে ঘন, দক্ষ আঁখি স্পন্দে কেন,
কোন কথা ভাল নাহি লাগে।
খেতে শুতে নাহি চায়,না জানি কি হ'ল দায়,
কেবা মোরে ডাকে কোন দিকে।
চলিতে ঠাহর নাই, চরণে উঝট[২] খাই,
নিজ জিহ্বা কাটয়ে দন্তেতে।
উঠিয়ে বসিয়ে ক্ষণে, মোর প্রাণ কাঁদে কেনে,
কি হইল নারিনু জানিতে।।
বুঝি মোর কোন ভক্ত,বিপদে হইয়া যুক্ত,
পীড়া পাইয়া আমাকে ডাকিছে।
না পাইয়া মোর লাগ, ভক্ত করে প্রাণত্যাগ,
তেঁই মোর এত দুঃখ হইছে।।
দাসে যদি না ডাকিত, মোর প্রাণ না কাঁদিত,
অতেব নিশ্চয় ডাকে ভক্ত।
ভক্তপ্রাণে মোর প্রাণ,ইহাতে নাহিক আন,
দাস দেহে সদা আমি যুক্ত।।
বল বল দাসী মোরে, ঝটিত[৩] গণনা করে,
নিতান্ত বৃত্তান্ত যেবা বটে।
শুনিয়া মায়ের বাণী,দাসী নিজ মনে গণি,
বিবরণ কয় করপুটে।।
নামেতে মহিষাসুর, দেবগণ করি দূর,
জয় করি ইন্দ্রপুর নিল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি, কিবা ব্রহ্মাণ্ড অবধি,
এক অধিকার দৈত্য কৈল।।
এক দেবে বর দিল,তাহে দৈত্য জনমিল,
সকলে করিল পরাজয়।
তেত্রিশ কোটী অমরে, যেবা যোন কর্ম্ম করে,
সে সকল আপনে করয়।।
সৃজন পালন লয়, তার ইচ্ছামতে হয়,
বেদ বিধি অবিধি করিল।
হরিহর ছিল যথা, দেবগণ আসি তথা,
এ সকল দুঃখ নিবেদিল।।
শুনিয়া দেবের স্তব, অপেক্ষা করিয়া তব,
হরিহর রহিল নীরবে।
দোঁহারে নীরব দেখি,অতিশয় হইয়া দুঃখী,
তোরে স্তুতি করে সব দেবে।।

১ আচম্বিতে — হঠাৎ করিয়া। ২ উঝট — হোঁচট, ৩ ঝটিত — তাড়াতাড়ি।

একদিন প্রাণনাথ বলিলা আমারে
বরদান কৈলা আমি এক মহাসুরে ।
তার পুত্র হইবে নামেতে মহিষাসুর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিবে তিনপুর
তারে নষ্ট করিবারে তোমারে হইবে
দেবগণ সকলে তোমারে আরাধিবে।।
অবতীর্ণ হইয়া তারে করিবে বিনাশ।
মহিষমর্দ্দিনী রূপ হইবে প্রকাশ
মহিষমর্দ্দিনী রূপ ত্রিলোকে পূজিবে।
ভক্তগণে মনোভীষ্ট প্রদান করিবে ।
দৈত্যবর পুত্র তার নাশ নাকি আছে।
এই ছলে তুমি আমি রব তার কাছে।।
অতেব[1] সে দিন আজি হইল উপস্থিত।
ভক্ত ত্রাণ হেতু যাইতে হইল ত্বরিত।।
এই কথা বলি মাতা শীঘ্র যাত্রা কৈলা।
হেথা দেবগণ সবে মূর্চ্ছাগত ছিলা।।
শক্তি অংশ আছে সদা সবার শরীরে।
স্বয়ং শক্তি তাহে যুক্ত হইল তাপরে।।[2]
দেবতার দেহে দেবী আবির্ভূতা হইলা।
অকস্মাৎ দেবগণ অতি কোপ কৈলা।।
প্রথমেতে হরিহর দ্যুয়ে অতি তূর্ণ[3]
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ কোপে হইলা পূর্ণ।।
বিষ্ণু মুখে মহাতেজ নির্গত হইল
মহেশের মুখে মহাতেজ উপজিল।।
ব্রহ্মার বদনে তারপর হেনমত।
মহাজ্যোতি রূপা তেজ হইলা উপস্থিত।
অন্য অন্য দেব যত ইন্দ্র চন্দ্র আদি।
সবার বদনে তেজ নির্গত এ বিধি।।
যেন পঞ্চ স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলে তাই।
সকলের ধূম্র ঊর্দ্ধে হয় এক ঠাঁই।।
তেনমত নানা স্থানে তেজ উপজিল।
সর্ব্বতেজ এক স্থানে একত্র হইল।।
একযোগ হইল তেজ সুমেরু প্রমাণ।
কোটী কোটী সূর্য্য যেন হইল একস্থান।
জ্যোতিরূপা তেজ জিনি জ্বলন্ত পর্ব্বত।
অতুলন তেজ ছটা প্রকাশ মহত।
গগন ব্যাপিত জ্যোতি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল
দশদিক তেজের আলোতে ব্যাপ্ত হইল ।
তিনলোক জ্যোতির ছটাকে হইল হেন।
নয়ন মিলিতে ভাই নারে কোন জন
সেই জোতি মধ্যে চেয়ে দেখে দেবগণ
তাহে আবির্ভূতা হইলা নারী একজন।।
কলেবর কান্তিতে[4] ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে
নবীন যৌবনা বামা জ্যোতির ভিতরে।
যেন অঙ্গ তার তেজে হইল উপাদান।
বিবরণ বলি শুন হইয়া সাবধান।।
শম্ভুর বদনে যেন তেজ উপজিল।
সেই তেজ হইতে তাঁর বদন জন্মিল ।
কোটি চন্দ্র নিন্দি মুখ অধর সুন্দর।
মদনমথন মন মোহে নিরন্তর ।
যমের শক্তিতে হইল অতি দীর্ঘ কেশ।
ত্রিবেণী দোলিত শোভে সুনিতম্বদেশ.
বিষ্ণু তেজে দশবাহু হইল সুবিশাল।
বাহুর বলন কিবা বিজিত মৃণাল।।
বসুগণ তেজে হইল দশ করাঙ্গুল।
কুবের তেজেতে নাসা জিত তিল ফুল।।
প্রজাপতি হইতে দন্তপংক্তি মুক্তা জিত।
বহ্নি তেজে ত্রিনয়ন খঞ্জন গঞ্জিত।

১ অতেব — অতএব ২ তাপরে — তারপরে ৩ তূর্ণ — শীঘ্র ৪ কান্তি — রূপ.

হয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগ সুন্দর।
ইন্দ্রের কামান কিবা অতি মনোহর।।
পবন হইতে যুগ শ্রবণ হইল।
সুন্দর সৌরভে সবে আমোদ করিল।
চন্দ্রের তেজেতে হইল পীনপয়োধর।
যুগল কমল কলি নিন্দিয়া সুন্দর।।
ইন্দ্রের শক্তিতে মধ্যদেশ মনোহরে।
অতি ক্ষীণ মৃগেন্দ্র নিন্দিয়া শোভা করে।।
বরুণেতে জঙ্ঘা উরু জিত রম্ভা তরু।
বিশ্বম্ভরা হইতে হইল নিতম্ব সুচারু।।
ব্রহ্মার তেজেতে হইল চরণ যুগল
সূর্য্য তেজে পদাঙ্গুলি হইল সকল।
নখ লোম আদি যাহে শোভিত সুদেহ।
অন্য অন্য অমরের তেজে হইল সেহ।।
যাহার ভ্রূভঙ্গে সৃষ্টি স্থিতি আর লয়।
তার রূপ গুণ তাহে বর্ণন কি হয়
দৈত্য ভয়ে দেবগণ আছিলা পীড়িত।
অম্বিকারে[1] দেখি সবে অতি আনন্দিত।।
অস্ত্র অলঙ্কার হীন দেখিয়া মায়েরে।
নানা অস্ত্র অলঙ্কার দেন তারপরে।।
সবার শরীরেতে শক্তির শক্তি ছিলা।
সে শক্তি একত্রে নিজে আবির্ভূতা হইলা।।
অমরের অস্ত্রে পুনঃ তার শক্তি আছে।
শক্তিরূপা অস্ত্র অস্ত্রে নির্গত হতেছে।।
তারপর সদাশিব[2] নিজ শূল হইতে
নির্গত করিয়া শূল দিলা দেবী হাতে।
চক্র হইতে চক্র যার দিল চক্রধর।
বরুণ দিলেন শঙ্খ অতি মনোহর।।

যুক্তি করি শক্তি এক দিলা হুতাশন।[3]
বাণপূর্ণ তূণ ধনু দিলেন পবন।।
বজ্র হইতে বজ্র এক ইন্দ্র সমর্পিলা।
নিজ গজ ঘন্টা হইতে ঘন্টা এক দিলা।।
কালদণ্ড[4] হইতে এক দণ্ড দিলা যম।
প্রজাপতি অক্ষমালা দিলা অনুপম।।
ব্রহ্মা কর কমণ্ডলু পাইলেন দেবী।
প্রতি লোমকূপে নিজ ছবি দিলা রবি
বিশ্বকর্ম্মা দান কৈল পরশু নির্ম্মল।
ভেদক দংশক আদি সুঅস্ত্র সকল।।
কাল নিজ দিলা ভাল তীক্ষ্ণ অসি চর্ম্ম।
তাপর ভূষণ সবে দেন শুন মর্ম্ম
ক্ষীরোদ আমোদে দিল সুবিমল হার।
মণি মুক্তা রচিত উপমা নাহি যার।
অতি ত্রস্ত হইয়া নীল বস্ত্র দিলা পুনঃ।
কভু জীর্ণ নহে রহে সর্ব্বদা নূতন
নীলবাস পরিধান গৌর কলেবর।
নবীন জলদে[5] যেন পূর্ণ শশধর।
ফণীমণি যুত চূড়া মণি বেণী মধ্যে।
কিরিটি কুণ্ডল দিল কর্ণ অধঃ ঊর্দ্ধে।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে ভাল দিলা তারপর।
দশভুজে সাজে কিবা কেয়ূর সুন্দর।।
স্বর্ণ শঙ্খ টাড় আর কঙ্কণ করেতে।
রতন অঙ্গুরি দিল সব অঙ্গুলেতে।
যুগল চরণে দিল বিমল নূপুর।
পঞ্চম স্বরেতে বাজে শুনিতে মধুর।।
পাদপদ্ম মধু লোভে ধায় ভৃঙ্গগণ।
পুঞ্জে পুঞ্জ অলিকুল গুঞ্জয়ে সঘন।।

১ অম্বিকা — দুর্গা ২ সদাশিব — সতত মঙ্গলময় মহাদেব। ৩ হুতাশন — হোমাগ্নি ৪ কালদণ্ড — জীবন মৃত্যুর নির্দেশক দণ্ড ৫ জলদ — মেঘ

অম্লান পঙ্কজ মালা দিলেন সাগর।
এক মালা শীর্ষে এক উরের উপর।।
ফণীমণি বিভূষিত অতি চমৎকার।
অনন্ত অত্যন্ত হর্ষে দিলা নাগহার।।
মধুপান হেতু দিব্য কনকের পাত্র।
ধনাধীপ সমীপেতে দিলা সুপবিত্র।।
বাহন কারণে সিংহ হিমবাণ দিলা।
সিংহের উপরি গৌরী আরোহণ কৈলা।।
অন অন্য দেব নানা অস্ত্র অলঙ্কারে।
সম্মান করিলা সবে শঙ্করী মায়েরে।।
দেবগণ ঋষিগণ হেন অবসরে।
মায়েরে করেন স্তুতি সবে যোড়করে।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি রাম প্রসাদেতে গায়।
এ দীন দাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

স্তুতি।

জয়তি জয় জগদম্বিকা জগপালিকা ভুবনেশ্বরী।
ভীত জনিত, এ অমর কাতর,
ত্রাণ কর মা শঙ্করী।।
মহিষ অসুরে, প্রতাপ প্রখরে,
দহ্যমান কলেবরে।
জননী হইয়া কেন না চাহিলে ফিরে।।
অতি দয়াময়ী।
দীন প্রতি, দনুজেন্দ্রনাশিনী[১] দশভুজে।
শক্তি রূপিনী, ভক্তি অচলা,
দেহি নিজ চরণাম্বুজে।।
নিত্যলীলা কারিণী, হর্মচিত্তধাম বিলাসিনী।
বালকে শঙ্কটে রেখো শঙ্কট নাশিনী।।

কোমলাঙ্গী, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে,
সিংহ উপরি শোভিতা।
রসিক জন মন, মোহিনী পুনঃ,
সকল রসময়ী গিরিসুতা।।
দাস হৃদয়ে, বাস করি সব,
ত্রাস নাশ যে বেদে বলে।
অভয়া হইয়া কার ভয় পেয়েছিলে।।
পুরুষ আকৃতি, তুমি সে প্রকৃতি,
যুক্ত হইয়া কর সব লীলা।
অখিল জগতে, যত চরাচর,
পুরুষ নারী সে তব কলা
সিংহবাহিনী, হর্ষ দায়িনী,
নিজ সুতে কেন বাম হইলে।
জগত জননী নাম আর কারে দিলে।
শরণাগত জন তারিণী ভয়হারিণী গিরিসম্ভবা
হেম[২] বরণী, দীপ্ত তরণী,
দুঃখহরণী হে শিবা।।
তোমাতে হইতে, হে হরদয়িতে,[৩]
বেদন কহিতে কেবা আছে।
তোমার তনয় আর যাব কার কাছে।
জয় ত্রিলোচনী, শোচমোচনী,
বিতর করুণা কাতরে।
শেষশয়ণী, কমলবয়ানী,
কুমুদনয়নী[৪] চাও ফিরে।
জয়তি হরিহর মোহিনী,
অতি অধীন হেরিয়া কর দয়া।
অনাথে অম্বিকা বিনে কার হবে মায়া।।
কোটী চন্দ্র বিনিন্দি বদনা
মন্দ মধুর সুভাষিনী।

১ দনুজেন্দ্রনাশিনী — দনুজ নামক দৈত্যনাশিনী বা দুর্গা। ২ হেম — সোনা। ৩ হরদয়িতে — শিবের প্রেমপাত্রী বা দুর্গা। ৪ কুমুদনয়নী — পদ্মলোচনা।

জ্যোতিঃ কল্পনা, যোগীবৃন্দ,
সু হৃদয়মন্দির বাসিনী।।
জয় অনন্তা, পরম শান্তা,
শম্ভুকান্তা এই কবিলে।
কৃপাময়ী নামে বড় কলঙ্ক রাখিলে।
তব ও রূপ গুণ, বেদ অগোচর,
প্রেমময়ী প্রসীদাম্বিকা।[1]
বিষয় ভোগ ন যাচিতে পুনঃ,
দেহি ভক্তি সুসাত্ত্বিকা।।
নির্ব্বিঘ্ন ও সুখ, ত্যাগী সব দুঃখ,
জীবন মোদের যেমতে যায়।
জনমের মত মোরা মাগিয়ে বিদায়।।
দেব ঋষিগণ, পূরিত বেদন,
মায়ে নিবেদন সব কৈলা।
ঊর্দ্ধ ভুজ করি, স্মরি শঙ্করী,
সবে মূর্চ্ছাগত হইলা।।
ভবানী চরণ, সরোজ নিকটে,
হীন চেতনে পড়ি সবে,
পদপঙ্কজে দীন দাসেরে তারা তারিবারে হবে।।

দেবী কর্ত্তৃক দেবগণের মূর্চ্ছাপনোদন।

স্তুতি করি দেবগণে, মূর্চ্ছাগত অচেতনে,
চণ্ডীকার চরণে পড়িল।
দাসের দেখিয়া দুঃখ, মায়ের বিদরে বুক,
দয়া বন্যা দেহে উথলিল।।
উঠ উঠ পুত্রগণ, শোক কর সম্বরণ,
চেতন করিয়া এস কাছে।
ভয় না করিহ আর, বলি শুন বারেবার
এখন অভয়া বাঁচি আছে।
নিজে হইয়া দিশেহারা, ভাবিণী বাড়লি[2] পারা,
যুগল লোচনে ধারা বয়।।
ভবানী ভাবেন দুঃখে, যুক্তকর কান্দিয়া শোকে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া পুনঃ কয়।।
বিদায় মাগিয়ে বলে, মোর বুকে শেল মেলে,
আমি কি ত্যাজিয়ে নিজ দাস।
আর মোর কেবা আছে, আমি রব কার কাছে,
শঙ্করীর আর কার আশ।।
যদি অতি ক্ষুধাতুরে, বসি কিছু খাইবারে,
এসময়ে ভক্ত যদি ডাকে।
সে দ্রব্য ত্যজিয়া দূরে, সেইক্ষণে দ্রুতপদে,
ধাইয়া যাই কোলে করি তাকে
নিত্যধামে করি ক্রীড়া, সেখানে তোদের পীড়া
শুনি বড় হইলাম পীড়িত।
জানিয়া তোদের দুঃখ, বিদীর্ণ হইল বুক,
কোপে কর্ম্ম কৈল বিপরীত।।
প্রাণনাথে বর দিল, তাহে দৈত্য জনমিল,
তোমাদের পীড়া হইল তাথে
ফাটিল মায়ের হিয়া, বালকের দুঃখ চাহিয়া,
কুকথা বলিল প্রাণনাথে।
প্রাণাধিক জানি মোরে, অর্দ্ধঅঙ্গী সঙ্গী করে,
প্রাণপতি রাখেন আমারে।
এমত গুণের পতি, ভক্ত হেতু হইয়া সতী
কটুবাক্য বলিল তাহারে।।
পতিজনে সতী হইয়া, কোপে কটুকথা কহিয়া,
দেহ ছাড়িল সেইক্ষণে।
বারে বারে কি বলিব, ইহাতে জানিবে সব,
প্রাণ ছাড়ি দাসের কারণে।।
প্রিয়া বলি প্রেমে মোরে, প্রাণনাথ হৃদে ধরে
কোমল শরীর মোর জানি।

১ প্রসীদাম্বিক — প্রসন্নময়ী দুর্গা। ২ বাড়লি — পাগল।

অপার মায়ের লীলা কে বুঝিবে মর্ম
ভক্তের কারণে কৈলা বেদাতীত কর্ম।
দাস দুঃখ দেখি দেবী যত তাপ পেলা,
সেই কোপে মহাতাপে পরিপূর্ণ হইলা।।
হেন কেবা যেবা মোর দাসে দিল ত্রাস।
এইক্ষণে অবশ্য করিব আজি নাশ।।
মুহুর্মুহু অট্টহাস চক্ষু অতি ঘূর্ণ।
ঘোরনাদ পরমাদ গগন হইল পূর্ণ।।
সে শব্দের প্রতি শব্দ হইল আরবার।
ত্রিভুবন ত্রাসে হইল অতি চমৎকার।।
সাত সিন্ধু কম্পবান মহী টলবল।
চলদল প্রায় হইল অচল সকল।।
জয় জয় জয় দুর্গা দেবগণে কয়।
হেথা হেন শব্দ শুনে অসুরের চয়।।
মহিষাসুরের কানে শব্দ ভেদ হইল।
অঃ শব্দে কি হইল বলি চমকি উঠিল।।
সংসার সংক্ষুব্ধ আজি দেখি কি কারণ।
অকস্মাৎ হেন শব্দ করে কোন জন।।
সৃষ্টি স্থিতি নাশ নিজ ইচ্ছামতে করি।
এক হইয়া অসংখ্য অমর রূপ ধরি।।
দেবগণ আদি করি সবারে জিনিল।
কেবা হেন কার শক্তি কে হেন করিল,
এইক্ষণে সেই জনে আজি করি নাশ,
জগত নিমিষ মাত্রে করিব বিনাশ।
কোপে পূর্ণ তূর্ণ ঘূর্ণ বর্তুল চরণে।
সৈন্যেরে সাজিতে বলে গম্ভীর বচনে।।
অগণন সেনাপতিগণ সবে ধায়
মহাবীর শরীর ভূধর হেন প্রায়।
কোটি কোটি সেনাপতি রথিগণ যুত
গজ বাজী[1] অসংখ্য অসংখ্যাতে আবৃত
আপনে মহিষাসুর রথের উপরে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণে যাত্রা করে।।
মস্তকে উষ্ণীষ পাগ[2] মণ্ডিত করিল
ঝিলিমিলি বস্ত্র নিজ অঙ্গেতে পরিল।
চন্দন চর্চিত কৈল শ্যামল শরীরে
মণি মুক্তাপুষ্পহার উরের উপরে।।
অর্দ্ধ চন্দ্র মধ্যে রক্তবিন্দু ভাল ভালে।
অসিচর্ম্ম[3] ধরে সদা সে কর যুগলে।
শেল শূল মুষল মুদ্গর কি তোমর
পাশুপত পর্বীঅস্ত্র পরশু প্রখর।।
ভিন্দিপাল অস্ত্র ভাল তাল তর্জ্জিত
খড়্গাঙ্কুশ ভেদক খেটক অস্ত্র যত।।
নানা বাণ ব্রহ্মঅস্ত্র আর বৈষ্ণবাস্ত্র
করে ধরি সমরে ধাইছে সবে ত্রস্ত
শব্দ অনুসারে সবে সেই দিকে যত
সসৈন্যে মহিষাসুর মহারোষে ধায়।
কাল জলধর জিনি গজযূথ যাইছে
তুরঙ্গ[4] কুরঙ্গ[5] জিনি চঞ্চলে ফিরিছে
রতনে রচিত রথ মণিমুক্তা তাহে
চঞ্চলা জিনিয়া সে চপল অশ্বে বহে
লাল নীল শ্বেত পীত উড়য়ে পতাকা
ঘর্ঘর শব্দ ঘন করে রথ চাকা।।
বীরগণ সঘন করয়ে সিংহনাদ।
শুনি শব্দ সবে শুদ্ধ গণিল প্রমাদ।।
বাইশ বাজনা নানা বাজে নিরন্তর।
দামামা দমকে যেন নব জলধর
হেনমতে মহাসুর দেবী পাশে আসে,
চরাচর সুকাতর অস্থির সে ত্রাসে.

১ হস্তী অশ্ব ২ পাগ পাগড়ী বা শিরভূষণ ৩ অসিচর্ম ঢাল-তরোয়াল। ৪ তুরঙ্গ — অশ্ব ৫ কুরঙ্গ মৃগ

সসৈন্যে মহিষাসুর আসিয়া সম্মুখে।
একদৃষ্টে অসুর অভয়া মাকে দেখে।।
কোটী ইন্দু নিন্দিমুখ নবীন যৌবনা।
সুন্দরীর শিরোমণি রূপ অতুলনা।।
কলেবর কান্তিতে ত্রিলোক ব্যাপ্ত কৈল।
কোটী কোটী রবি ছবি একত্র কি হইল।
কিরীটী কুণ্ডল মাথে গগন ভেদিল
বিশ্বম্ভরা পাইয়া ভর নম্রশিরা হইল।
অনন্ত অনন্ত শ্রান্ত হইলা মানসে।
ধরা ধরিবারে নারে আপনার শীর্ষে।।
যেখানে করেন চণ্ডী চরণ ধারণ
সেই সেই দিকে ধরা নম্রশিরা হন।
দশভুজে সাজে কত অস্ত্র নানামত।
ধনুক টঙ্কারে চরাচর সচকিত।।
চারিদিকে দেবচয় কয় জয়ধ্বনি।
কোপে পূর্ণ হইল দৈত্য হেন দেখি শুনি।।
এক দূতে পাঠাইল দেবীর সাক্ষাতে।
রাজাজ্ঞা পাইয়া গেল তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে।।
শঙ্করী গোচরে গিয়া চরবর কয়।
কে বট কামিনী মোরে দেহ পরিচয়।
হইয়া নারী অস্ত্রধারী কি করিয়া ফির।
পুরুষ দরশে কিছু লজ্জা নাহি কর।।
ত্রিজগতে অদ্বিতীয় অসুর রাজন।
বিধি বিষ্ণু শিব তাঁর সমতুল ন'ন।।
তার অরি[1] দেব সবে তব সঙ্গে দেখি।
হেন কর্ম্ম কেন কর কহ চন্দ্রমুখী।
কিন্তু তোরে দেখি রাজা মনে আছে হর্ষ।
তার কাছে চল শুন মোর পরামর্শ।
দেবগণে ত্যজি দূরে চল ভূপ স্থানে।
যখন যা চাবে তাহা পাবে সেইক্ষণে।
মোর কথা অন্যথা করিয়া না যাইবে।
জীবন যৌবন তোর সব বৃথা যাবে।।
হেন শুনি নারায়ণী নিজ মনে গণি।
মন্দহাসে[2] মৃদুভাষে কন কাত্যায়নী।।
মোর পরিচয় চাও অবোধ অসুর।
বেদে ভেদ না জানিল কি জানিবে ক্রূর।
আদ্যা বলি সৃষ্টি স্থিতি নাশ নিত্য করি।
দনুজদলনী[3] নাম খ্যাত বিশ্ব ভরি
দাস চিত্তধামে নিত্য বাস করি আমি
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি চরাচরগামী
নারী হইয়া অস্ত্র ধরি শুন তার মর্ম্ম
দাস অরি নাশ করি এই মোর কর্ম্ম
ভক্ত কাজ হেতু লাজ না রহে আমার
বাসনার কথা শুন মোর সারোদ্ধার
মহিষাসুরেতে আজি বিনাশ করিব
মহিষমর্দ্দিনী নাম জগতে ধরিব।।
কিন্তু তব রাজা বটে সকলে উৎকর্ষ।
তার কাছে যাইতে যদি বল পরামর্শ।।
সমরে আমারে যদি পারে জিনিবারে
তবে তার কাছে যাব বলিয়ে তোমারে।
নতুবা সসৈন্যে নাশ করিব অসুরে।
এই বিবরণ গিয়া বলগে তাহারে।।
রাজার নিকটে করপুটে দূত এল।
বিবরণ সকল সাক্ষাতে নিবেদিল।।
মহাকোপে অসুরের অঙ্গ কাঁপে অতি।
যুদ্ধহেতু সৈন্যগণে দিল অনুমতি।।

---

১ অরি — শত্রু ২ মন্দহাসে — সামান্য হাসিয়া বা ব্যঙ্গ হাসিয়া। ৩ দনুজদলনী — দনুর পুত্র দৈত্যবিশেষের নিধন কর্ত্রী বা দুর্গা

ধনুক টঙ্কার দিয়া সেনাপতিগণ।
আগে গিয়া বেগে করে বাণ বরিষণ।।
চামর নামেতে দৈত্য অতি মহাবীর।
চতুরঙ্গ দলে চলে সমর সুধীর।।
ষাটিহাজার রথী সঙ্গে উদগ্রাক্ষ[1] ধায়।
নানা অস্ত্র হস্তে করি কালান্তক প্রায়।।
ধরি ধনু মহাহনু নামে দৈত্যপতি।
রণে ধায় সঙ্গে সঙ্গে এক কোটী রথি।।
অসিলোমা[2] নামে সেনাপতি অতি রোষে।
সিংহনাদ করি পুনঃ সমরে প্রবেশে।।
তালবৃক্ষ হেন লোম অসি সম ধার।
বিংশতি যোজন উচ্চ প্রচণ্ড আকার।।
ষট পঞ্চাশত সেনা যুত রথী সঙ্গে।
সবে বাণ বরিষয়ে অভয়ার অঙ্গে।
ষাটিলক্ষ রথি যুত গজবাজী লক্ষ।
বাস্কল[3] অসুর যুঝে রণে অতি দক্ষ।।
স্বপক্ষ সহিত বিড়ালাক্ষ মহাসুর।
এককালে প্রহারয়ে অস্ত্র সে প্রচুর।।
পঞ্চ লক্ষ আর ষাটি সহস্র গণন।
এত রথী মধ্যে বীর করে মহারণ।।
অন্য অন্য সেনাপতি অসংখ্য অসংখ্য।
রথ রথী যুত গজ বাজী লক্ষ লক্ষ।।
অগণন দৈত্যচম সমুদ্রের প্রায়।
তার মাঝে বিরাজয়ে অসুরের রায়।।
তোমর সমরেতে অসুরে বৃষ্টি করে।
ভিন্দিপাল মুষল মুদগর কোপে মারে।।
ক্রোধাবেশে লইয়া সে পট্টেশ পরশু।
কোন ব্যক্তি শক্তি মারে অন্যে নানা ইষু।।
দৈত্যবর্গ ধরি খড়্গ স্বর্গ মার্গে ধায়।
চমকে চিক্কণ অসি চপলার প্রায়।।
খেটক পবিত্র জাঠা করে বরিষণ।
দম্ভে ধরা থরহরা কম্পিত সঘন।।
কাল মেঘজাল সম সবার শরীর।
শরতমেঘের শব্দ গর্জ্জয়ে গভীর।।
অতি বড় বহে ঝড় নাসার নিশ্বাসে।
পর্ব্বত উড়িয়া গিয়ে লাগয়ে আকাশে।।
শ্রাবণে সঘনে যেন বর্ষে জলধার।
তেন অস্ত্র শস্ত্র মারে দৈত্য দুরাচার।।
বজ্রাঘাত ন্যায় সে ত্রিশূলপাত করে।
এককালে সবে মিলি ঘেরিল মায়েরে।।
জলে স্থলে গগনমণ্ডলে একাকার।
নবমেঘে ধরা যেন করিল অন্ধকার।।
পূর্ণচন্দ্রে মেঘবৃন্দে আচ্ছাদয়ে যেন।
অভয়ারে অসুরে বেষ্টিত কৈল তেন।।
নানা অস্ত্রে অম্বিকারে করিলাচ্ছাদন।
হাহাকার করে সবে যত দেবগণ।।
সঘনে ধরণী কম্প বহে ঝঞ্ঝাবাত।
রক্তবৃষ্টি সৃষ্টি ভরি লক্ষ উল্কাপাত।।
ত্রিলোক ক্ষোভিত অতি কাঁপে চরাচর।
প্রচণ্ড প্রতাপেতে ব্রহ্মাণ্ড থরহর।।
হেনকালে অভয়া সভয় দেখি সবে।
সমর করিতে তারা ত্বরা কৈলা তবে।।
দশভুজে সাজে কিবা নানা অস্ত্রগণ।
কোপে কাত্যায়নী করে বাণ বরিষণ।।

---

১ উদগ্রাক্ষ — উদ্র বা উদ্বিড়াল। ২ অসিলোমা — অসিতলোমা, কশ্যপের ঔরসে ও স্ত্রী দনুর গর্ভে জাত দানব। মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধের সময় অসিতলোমা দেবীর সহিত যুদ্ধ করে এবং ব্রহ্মার বরে এই যুদ্ধে জয়ী হয়। ইহার পরে দানবের হস্তে বরুণও পরাজিত হন। পরিশেষে বিষ্ণুর দেহে অষ্টদশভুজা মহালক্ষ্মী আবির্ভূত হইয়া দানবকে বধ করেন। ৩. বাস্কল-কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অন্যতম শিষ্য পৈল বাস্কলকে সংহিতা অধ্যয়ন করান। বাস্কল নিজেও তিনখানি সংহিতা রচনা করেন।

নানা বাণ নারায়ণী ক্ষেপণ করিল।
লীলাতে দেবী তার সব বাণ সংহারিলা।।
ক্ষণমাত্রে বাণ সব করিয়া খণ্ডন
সিংহের উপরি শিবা করেন গর্জ্জন
অসুর উপরে উমা অস্ত্র নানা বৃষ্টি
দশদিক অন্ধকার আচ্ছাদিলা দৃষ্টি
মুহূর্ত্তে মারিলা মাতা সেনা অগণিত।
হেনকালে মহাসিংহ হইল কোপিত
সৈন্যের ভিতরে সিংহ বেগে বেগে ফিরে।
দন্তাঘাতে নখাঘাতে কত সৈন্য মারে।।
লাঙ্গুল তাড়নে কেহ অরি হইছে নষ্ট।
চঞ্চল চরণাঘাতে কষ্টে মরে দুষ্ট।।
সিংহনাদ শুনি মনে গণিয়া প্রমাদ।
কেন অরি মনে এ'ল গণয়ে বিষাদ।।
হেন রণ প্রবল অনলে দহে যেন।
অগণিত সৈন্য সিংহ ক্ষণে নাশে তেন।।
অসুরের সেনা সব হইল চলাচল।
মার্জ্জার নিকটে যেন মূষিক মণ্ডল।
অতি কোপে অভয়া করেন অট্টহাস
যুদ্ধ পরিশ্রমে মাতা ছাড়িল নিশ্বাস।।
সে নিশ্বাস হইতে উপজিল শক্তিগণ
অস্ত্র শস্ত্র যুত শত সহস্র গণন।।
শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত পীত ধূম্র পাণ্ডুবর্ণ।
মিশ্রবর্ণা নানামত উপজিল তূর্ণ।।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা কি আর সে চণ্ডোগ্রা।
সে চণ্ড নায়িকা[1] যিহো রণে অতি ব্যগ্রা।
চণ্ডাচণ্ড[2]বতী চণ্ডকপালি চণ্ডিকা।
সিংহের উপরি যুঝে এ অষ্টনায়িকা।

সকলে ষোড়শভুজা মহাতেজা অতি।
নানাবাণ বরিষয়ে দৈত্যসেনা প্রতি।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী সে বারাহী কৌমারী।
নারসিংহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা মাহেশ্বরী।
অষ্টশক্তি শক্তি ধরি করে মহারণ
চৌষট্টি যোগিনী রণে ফিরয়ে সঘন।।
মহাবেগে ধরি অসি চর্ম্ম কেহ ফিরে
অট্টহাসে পরশু পট্টিশে রিপু মারে
ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গর ভল্ল আদি
খড়্গাঙ্কুশ পাশ মারে অস্ত্র নানাবিধি
লহ লহ জিহ্বা করি ধাইছে চামুণ্ডা
বামকরে খর্পর দক্ষিণে দিলা খণ্ডা
অসুরের মুণ্ড খড়্গে করি খণ্ড খণ্ড
উষ্ণ রক্ত তুষ্টে খাইয়া গর্জ্জয়ে প্রচণ্ড
মুক্তকেশা নগ্নবেশা মগ্নমনা সবে
রণমদে মত্ত রণে বাদ্য বাজে তবে
মাদল মৃদঙ্গ বাজে মুরজ মন্দিরা
শঙ্খ করতাল কাঁশি বাঁশী সপ্তস্বরা
মোহিনী নারীর মুখে সাহিনীর বাদ
রণশিঙ্গা রণে বাজে ত্রিভুবন ভেদ।
লম্ফে ধরা কম্পে দম্ফে ডম্ফ বাদ্য করে
হান হান করিয়া সমরে সবে ফিরে।
নানা নৃত্যগীতে নারীগণ সে বিরাজে।
মহামহোৎসব হয় সমরের মাঝে।।
নিজ শক্তিগণ যবে করে হেন রণ।
দেখিয়া দুর্গার রণে মত্ত হইলা মন।
শঙ্করী করেতে ধরি বিপুল ত্রিশূল।
বক্ষস্থলে মারি অরি করেন নির্ম্মূল।।

১ চণ্ডনায়িকা — অষ্টনায়িকার অন্যতমা ভগবতীর অংশ। ২ চণ্ড — একজন প্রসিদ্ধ দৈত্য। দৈত্যরাজ শুম্ভের প্রধান অনুচর ও সেনাপতি। চণ্ডকে বিনাশ করিয়া ভগবতী চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে খ্যাত হন।

হেন শক্তি দৈত্যপংক্তি গাঁথেন একত্রে
পদাঘাতে পদাতিক নাশে ক্ষণমাত্রে।।
রথ খড়্গ অবিবর্ণ করে খণ্ড খণ্ড।
হুহুঙ্কার শব্দে সদা কম্পিত ব্রহ্মাণ্ড।।
ঘণ্টাধ্বনি শুনি ত্রাসে মরে কত সৈনা।
পাশ বন্ধি নিজপাশে আনি সৈনা অনা।।
কেহ না করে ধরি উরি বদ্ধ করি পাশে।
কুঠারে খড়্গের প্রহারে খলে নাশে।।
অঙ্কুশ কণ্ঠেতে দিয়া টানি আনি কাছে
করে করে খণ্ড কেহ ত্রাসেতে মরিছে।।
নিরন্তর শরবৃষ্টি সৃষ্টি পরিপূর্ণ।
অসুরের কলেবর শরাঘাতে শীর্ণ।।
বজ্রের সমান বাণ বাজে দৈত্যবুকে।
কোটি কোটী রিপু মারে চক্ষুর পলকে।।
মহাস্বর মুদ্গর মস্তকে মারিলা তারা।
রুধির বমন করি প্রাণ হইছে হারা।।
পদাঘাতে পৃথিবীতে ফেলি পাপীগণে।
শূলে করি শঙ্করী সংহারিলা সঘনে।।
কারো কর কাটা কারো শ্রবণ ছেদিলা।
মস্তক ভাঙ্গিয়া কারো মধ্য বিদারিলা।।
দৈত্য শব্দ কাটা জঙ্ঘ রণাঙ্গনে পড়ে
অরিকুল আকুলে বিকলে ভূমে পড়ে।।
এক চক্ষু ক্ষত কারো ছিন্ন একপদ।
বেতঃ[1] নাচে অদ্ভুত যেন মহানাদ।
মুণ্ড কাটা পিণ্ড ভূমে পড়ি পুনঃ উঠে।
কবন্ধ[2] ধরিয়া অস্ত্র ধাইছে নিকটে।।
রথ রথী অশ্ব হাতি কত লক্ষ লক্ষ
ক্ষণমাত্রে খণ্ড খণ্ড খলগণ পক্ষ।।
ভয়ে ভীত চিত্ত কত অসুর পলায়
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি দুষ্ট পাছে দেবী ধায়।।
অস্থি মাংস রাশি রাশি পর্ব্বত আকার।
রক্ত মহালক্ষ হ্রদ যোজন বিস্তার।।
শোণিত মাংসেতে ধরা কর্দ্দম হইল।
অগম্য সে রণস্থল নহে চলাচল।
রথ রথী গজ বাজী স্রোতে ভেসে যায়
উঠি ডুবি মরে সৈনা স্থল নাহি পায়।।
তৃণ দারুচয় যেন বহ্নি দগ্ধ করে
ক্ষণে তেন সৈন্যগণে নাশিলা সমরে।
মহাসিংহ সিংহনাদ করয়ে সঘন।
ততক্ষণে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে গায়
এ দীন দাসেরে গৌরি রেখো রাঙ্গাপায়।

চিক্ষুরাসুর বধ।

শুন সভাজন, পুনঃ বিবরণ,
অভয়া অসুরে রণ।
সৈন্য নাশ দেখি, কোপে পূর্ণ আঁখি,
চিক্ষুর[3] করয়ে গমন।।
নামেতে চিক্ষুর, সমর সুধীর,
অসুরের সেনাপতি।
কোপেতে মোহিত, অম্বিকা সহিত,
সংগ্রাম করয়ে অতি।
অভয়া উপর, বৃষ্টি করে শর,
নানা বাণ সে প্রখর।
যেন হেমগিরি, শৃঙ্গের উপরি,
জল বর্ষে জলধর।
মুষল মুদগর, ত্রিশূল তোমর,
অসুর করয়ে বৃষ্টি।

১ বেতঃ — ভূতের দেহ। ২ কবন্ধ — মুণ্ডকাটা বা মস্তকহীন দেহধারী ভূত বিশেষ। ৩ চিক্ষুর — অসুরসেনাপতি বিশেষ।

ভল্লা ভিন্দিপাল,[1] পরশু বিশাল,
অস্ত্রেতে আবৃত সৃষ্টি।।
অগ্নি জ্বলে বাণ, সঘন সন্ধান,
খেটক পট্টিশ গদা।
পূরিয়া আকর্ণ, বাণ মারে তূর্ণ,
কার্ম্মুক[2] গুণেতে সদা।
শুনিতে প্রমাদ, ছাড়ে সিংহনাদ,
রণমদ পেয়া মত্ত।
কত কোটি রথি, তাহার সঙ্গতি,
সবে রণে দিল চিত্ত।।
কোটি রথী মিলে, সবে এককালে,
নানামত অস্ত্র মারে।
বাণের নিশান, বজ্রসম ধ্বান,
ভয়ে ভীত চরাচরে।।
যেন ঘন ঘটা, ঢাকে সূর্য্য ছটা,
তেন দৈত্য অস্ত্র আসে।
সগণ সহিত, তাবারে ত্বরিত,
বাণে আচ্ছাদিয়া হাসে।।
কহে কোন বীর, শুন মহাসুর,
বাণে বদ্ধ হইল নারী।
নিকটে যাইয়া, নারীরে ধরিয়া,
ভূপে ভেটিব সুন্দরী।।
নৃপে ভেট দিব, আদরণ পাব,
এ ভাবি ধাইয়া যায়।
শুনিয়ে মন্ত্রণা, আর অন্য জনা,
তারে পাছু রাখি ধায়।।
ভাবিয়া এমত, সেনাগণ কত,
শুড়াহুড়ি করি গেল।
হেথা অস্ত্র মাঝে, থাকি দশভুজে,
মহাকোপে উপজিল।।
করি অট্টহাস, ত্যজিল নিশ্বাস,
প্রবল বাতাস প্রায়।
নিশ্বাস অনলে, অসুর সকলে,
ভস্মীভূত হইয়া যায়।।
ধরিতে দেবীরে, মনে আশা করে,
আগুসরে যারা গেল
নিশ্বাস বাতাস, পাইয়া পরশ,
কত সৈন্য তাহে ম'ল।
পশ্চাতে যে ছিল, ভয়েতে কাঁপিল,
বিভল হইয়া পলায়।
এ নহে কামিনী, দৈত্যবিঘাতিনী,
এ বলি সঘনে ধায়।।
থাকিলে জীবন, পাব বহু ধন,
এ বলি বেগেতে যায়।।
খাইয়া উঝট,[3] পলাইছে শঠ,
পাছু পানে ঘন চায়।
যোগিনী মগন, হইয়া নগন,
আলগাকেশে ধায় পিছে।
অসুর চিক্ষুরে, ধরি অসি ধারে,
খণ্ড খণ্ড করি যাইছে।।
পুনঃ সেনাপতি, হইয়া কোপ মতি,
অম্বিকা নিকটে আসে।
চিক্ষুরেতে দেখি, জননীর আঁখি,
ঘূর্ণিত হইল রোষে।।
দেবী দশভুজে, সমরের মাঝে,
বাণ মারেন প্রচণ্ড।

১ ভিন্দিপাল — প্রাচীন ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষ। ২. কার্ম্মুক — ধনুক। ৩. উঝট — হোঁচট।

সারথী সহিত, রথ অশ্ব যুত,
ক্ষণে কৈল খণ্ড খণ্ড।।
কোপেতে শৈলজা,[১] কাটি রথধ্বজা,
কাটিল হাতের ধনু।
সানসি টোপরে, কাটি বাণ ধারে,
জর্জ্জর করিল তনু।।
সঘনেতে তূর্ণ, রথ করি চূর্ণ,
অসুরে কৈলা বিরথী।
অসিচর্ম্ম ভুজে, ধায় পদব্রজে,
কোপেতে অভয়া প্রতি।।
করি অতি দম্ভ, ঘন মারে লম্ফ,
পদভরে কম্পে ধরা।
চপলা বিজিত, অসি ঝলকিত,
বেগ গতি যেন তারা।।
শঙ্করী সমীপে, আসি অতি কোপে,
অসি হানে সিংহ মাথে।
পুনঃ অতি রোষি, প্রহারিল অসি,
শঙ্করীর সর্ব্ব হাতে।।
সমরের মাঝে, অভয়ার ভুজে,
কোপে দৈত্য খড়্গ মেল।
তারিণীর করে, ঠেকিয়া সমরে,
চূর্ণমান খড়্গ হইল।।
প্রহার বিফল, দেখি মহাবল,
আরক্ত লোচন কৈল।
ক্রোধে পরিপূর্ণ, নিজ করে তূর্ণ,
বিপুল ত্রিশূল নিল।।
কত সূর্য্য ঘটা, জিনি শূল ছটা,
কোটি বজ্র হেন ধ্বনি।।
প্রতাপ প্রচণ্ড কম্পিত ব্রহ্মাণ্ড,
চঞ্চলা হইল মেদিনী।।

দেখি হেন বাণ, দেব দেবীগণ,
ভয়ে হাহাকার করে।
সবে ত্রিভুবনে, শূলের কিরণে,
চক্ষু মেলিবারে নারে।।
অসুরের গণ, সবে হর্ষ মন,
মনে অনুমান কৈল।
এই বাণে সবে, নিতান্ত মরিবে,
মোরা রণে জয় পেল।
ত্রিশূল গগনে, আসি তারা স্থানে,
কিরণ লাগিল অঙ্গে।
সে শূলে নাশিতে, শূল হইয়া হাতে,
প্রহারিলা দেবী রঙ্গে।।
প্রকাশ বিমল, অম্বিকার শূল,
গগনে কৈল উদয়।
অসুরের বাণ, করি শত খান,
ক্ষণমাত্রে কৈল ক্ষয়।
শূলে নাশি শূল, প্রতাপ অতুল,
বেগে তারা তুল্য ছুটে।
প্রখর প্রচণ্ড, শূল সেই দণ্ড,
সেনাপতি মুণ্ড কাটে।।
দুর্গা-পঞ্চরাতি, সুমধুর অতি,
রামপ্রসাদে গায়।
দীন মন্দমতি, নাহি পুণ্য রতি,
চরণে শরণ চায়।

মহিষাসুরের যুদ্ধোদ্যোগ ও দেবগণসহ তত্তৎমূর্ত্তি ধারণে যুদ্ধ।

রণমাঝে সেনাপতি পড়িল যখন।
অসুরের সেনা সবে পলায় তখন।।

১ শৈলজা — পার্বতী।

নিজ দল চলাচল দেখিয়া সকল।
গজপৃষ্ঠে আইলা চামর[1] মহাবল।।
মহাশক্তি উপরে মারিল এক শক্তি।
একালে শঙ্করী মনে করিলেন যুক্তি।
হেনকালে হৈমবতী হুঙ্কার করিলা।
শব্দ শুনি শক্তি ভূমে পড়ি ভঙ্গ দিলা।
শক্তিভঙ্গ দেখি অসুর কাঁপে অতি কোপে।
শূল এক শঙ্করীরে মারে অতি দাপে
দিব্য অস্ত্রে দেবী তাহে ত্রিশূলে নাশিলা।
তৎক্ষণে মহাসিংহ মহাকোপ কৈলা।।
শঙ্করী সহিত সিংহ অতি লম্ফ মারে।
একলম্ফে উঠে গজ মস্তক উপরে।।
বাহন বিহীন বীর যুঝে পদব্রজে।
নানা অস্ত্রশস্ত্র মারি সমরে বিরাজে।
সিংহেতে চামরে হয় হাতাহাতি রণ।
করাঘাতে দোঁহে দোঁহা মারয়ে সঘন।।
দোঁহে দোঁহা দন্তাঘাতে করিল জর্জ্জর।
কুমারের চক্র সম ভ্রমে নিরন্তর।।
খড়্গের প্রহার দৈত্য সিংহ অঙ্গে করে।
নিজ শৌর্য্য খড়্গে সিংহ অসুরে বিদারে।।
সিংহ পৃষ্ঠে থাকি দেবী মারে নানা বাণ।
একাকী অসুরে করে দুয়ে সমাধান।।
নানা বাণ অভ্যাসে করিল ব্যথিত।
হেনকালে মহাসিংহ হইল কোপিত।।[2]
লাঙ্গুল তাড়না মারে অসুর উপরে
এ সময়ে মহাবীর লাঙ্গুলে ধরে।।
একালে ডাকিল দৈত্য নিজ সৈন্যগণে
অসংখ্য অসুরে ধরে বালধি[3] যতনে।
পর্ব্বত সদৃশ দেহ অসুর সকল
একক জনের অঙ্গে লক্ষ হস্তী বল।।
হেন কোটি কোটি বীর লাঙ্গুলেতে ধরে।
এ সময় সিংহ ভাবে আপন অন্তরে।।
বালধি ঝাড়িল বীর আপনার তেজে।
গগনে যাইয়া সবে পড়ে ভূমি মাঝে।
ভূমে পড়ি গড়ি সবার অস্থি চূর্ণ হইল।
কত অগণন সৈন্য ক্ষণে ক্ষয় গেল।
অতি কোপে উঠে সিংহ গগন উপরে
তারা হেন পড়ে পুনঃ অসুর শরীরে।
করাঘাতে চামরের মুণ্ড কৈল খণ্ড।
কি বলিব কেশরীর প্রবল দোর্দ্দণ্ড।।
চামর পড়িল রণে দেখে দৈত্যগণ।
আগে আসি বেগে করে বাণ বরিষণ।।
হেনকালে মহাকোপ করি কাত্যায়নী
নানা বাণে রিপুগণে নাশেন আপনি।।
উদগ্রাক্ষ[4] দণ্ডমুষ্টি করাল অসুরে।
চূর্ণমান কৈল সবে গদার প্রহারে।।
ভিন্দিপালে[5] বাস্কলে[6] নাশিলা মহামায়া।
খেটকাদি নানা অস্ত্রে অসুরে বধিয়া।।
উগ্রবীর্য্যে উগ্রাস্যেরে আর মহাহনু।
ত্রিনেত্রাদি ত্রিশূলে বিদীর্ণ কৈলা তনু।
মন্দহাস্যে বিড়ালাস্যে অসিধারে নাশি।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ অন্য অস্ত্রে নাশি রাশি।।
এইমতে মহিষাসুরের সৈন্য সবে।
নষ্ট করি রণে রামা বিরাজেন তবে।
হেথা নিজ সৈন্যগণ রণে নাশ দেখি
মহিষাসুরের ঘন ঘূর্ণ হইল আঁখি।।
যে প্রকারে সমরে অসুররাজ আসে।
একমন হইয়া সবে শুন সুমানসে।

১ চামর — দৈত্য সেনাপতি। ২ কোপিত — ক্রুদ্ধ ৩ বালধি — পুচ্ছ ৪ উদগ্রাক্ষ — অসুর বিশেষ ৫ ভিন্দিপাল — প্রাচীন ক্ষেপনাস্ত্র বিশেষ ৬ বাস্কল — অসুর বিশেষ।

[illegible] রূপে যবে রণে যাত্রা করে।
শঙ্খ শব্দ বাদ্য বাজে সমর ভিতরে।।
বেগে বেগে রথীগণ আগু পাছে চলে।
রথের পতাকা উড়ে গগনমণ্ডলে।
গজপৃষ্ঠে অশ্বপৃষ্ঠে বাজায়ে দামামা।
চলিয়ে দিগণ চলে তার নাহি সীমা।।
ধনুক টঙ্কার আর শুনি সিংহনাদ।
চরাচর সচকিত গণিল প্রমাদ।।
আপনে মহিষাসুর বিরাজে যে রথে।
চপলা সমান অশ্বে বহে বেগ গতে।
শঙ্করী সম্মুখে রথ সারথি রাখিল।
এ সময়ে ত্রিভুবন কম্পবান হইল।।
কোপ পরিশ্রমে তার গাত্রে বহে ঘর্ম্ম।
বিশাল যুগল করে ধরে অসি চর্ম্ম।।
হেথা দেবগণ ছিলা ভবানী নিকটে।
মহিষাসুরেতে দেখি পড়িলা সঙ্কটে।।
পায় ত্রাস জীবনের আশা দূরে গেল।
অভয়ার[1] সঙ্গ ত্যজি ভঙ্গ সবে দিল।।
মার মার শব্দ করি ডাকে মহাসুর।
দেবতার রণে হৈল দুর্দ্দশা প্রচুর।।
চরণে উঝট খেয়ে এলোকেশে ধায়।
চলিতে বাসন পাছুপানে ঘন চায়।।
কেহ কারে বলে ভাই দাঁড়াহ তিলেক।
সে বলিছে দাঁড়াব কি প্রাণে বধিবেক।।
কেহ বলে স্থির হও ভবা আছে রণে।
কেহ বলে নারী কি করিবে ইহার সনে।।
এইমতে দেবগণ সবে ভঙ্গ দিলা।
একালে শঙ্করী মাতা অতি হাস্য কৈলা।।
স্থির হও স্থির হও কন দেবগণে।
অভয়া থাকিতে এত ভয় কর কেন।।
এখনি হইবে নষ্ট দুষ্ট দুরাচার।
এই বলি অম্বিকা ডাকেন বারেবার।।
তথাচ অমরগণে মনে গণি ত্রাস।
অনেক প্রয়াসে এল অভয়ার পাশ।।
ভবানী বলেন শুন যত দেবগণ।
মহিষাসুরের সঙ্গে সবে কর রণ।
পূর্ব্বে তোমাদিকে দৈত্য বড় দুঃখ দিল
সেই ধার শুধিবার এই কাল হইল
সঙ্কটনাশিনী আমি আছিয়ে সহায়।
মনের হরিয়ে বাণ মার দৈত্য গায়।
হেনবাণী শুনি সবার জীবন উড়িল।
তথাচ মায়ের কথা এড়াতে নারিল।
জীবনের আশা ত্যজি যত দেবগণ।
মহিষাসুরের সঙ্গে করে মহারণ।
অস্ত্র ধরি দেবগণ মারিবারে চায়
মুখ দেখি বুক কাঁপি মহাভয় পায়।
ভবানী ভরসা আছে দেবতার মনে।
প্রাণে বিসর্জ্জিয়া বাণ মারে সবে রণে।
দেবগণ করে রণ দেখি দৈত্যরায়।
সমরে অসুর হইল শমনের[2] প্রায়।
মনে মনে বিচারিয়া দৈত্য অধিপতি।
এক মূর্ত্তি ছিল হৈল অসংখ্য মুরতি।।
যত দেব তত মূর্ত্তি হইয়া অসুর।
পৃথক সবারে বাণ মারয়ে প্রচুর।।
ইন্দ্ররূপ ধরি যুঝে ইন্দ্রের সংহতি।
চন্দ্র রূপে চন্দ্রসনে যুদ্ধ করে অতি।।
রবির নিকটে রবি তুল্য ছবি হইয়া
বরুণে বাণ সমাধান করে কোপ পাইয়া।

১ অভয়া — ভগবতীর রূপ বিশেষ। সিংহবাহিনী ও অষ্টভুজা। দানবদের ধ্বংস করিয়া তিনি দেবতাদের অভয় প্রদান করেন। ২ শমন — মৃত্যুর দেবতা যম।

যমের নিকটে যম সমতুল্য হইল
সেইমতে মহিষেতে আরোহণ কৈল।।
কুবের বরুণ বহ্নি বায়ু রূপ ধরে।
যে যেমত তেনমতে বাণ মারে তারে।।
দুই ইন্দ্র দুই চন্দ্র দুই দেখি সূর্য্য
দুই বহ্নি দুই যম পরম আশ্চর্য্য।।
কুবের[1] বরুণ আদি যত দেবগণ।
দুই দুই এক মূর্ত্তি দেখে সর্ব্বজন।
কে আপন কেবা পর চিনিতে না পারে
সবে চমৎকার লাগে সমর ভিতরে।।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র না পারে চিনিতে।
কে কারে মারিবে কিছু না পারে বুঝিতে।
কেহো কারে নিজ ভাবে করয়ে বিশ্বাস।
মায়ারণে মহাসুর তারে করে নাশ।।
আপনা আপনি সবে হানয়ে সবারে।
হেন দেখি দেবগণ পড়িল ফাঁপরে।।
দেবগণে মায়ারণে জর্জ্জর করিল।
একালে অমরগণে মায়েরে স্মরিল।।
অসুরের মায়ারণে মোরা সবে মরি।
এই রণে ত্রাণ কর হের মা শঙ্করী।।
আপনার পর কিছু জানিতে না পারে।
নিজ দেহ ভ্রম হইল শুন মাহেশ্বরী।।
মহামায়া দেখি মায়া বিস্ময় হইলা।
দেবতার রক্ষা হেতু বাণ নিক্ষেপিলা।।
স্বপক্ষে করয়ে রক্ষা রিপু করে নাশ।
হেন বাণ হৈমবতী করিলা প্রকাশ।।
কোটি দিবাকর প্রভা বাণের উদয়।
অসুরের মায়া মূর্ত্তি সবে কৈল ক্ষয়।।
মায়া দূর মহাসুর করি রণ মাঝে।
পূর্ব্ববৎ নিজ রথ উপরি বিরাজে।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীন দাসেরে গৌরি রাখ ভবদায়।।

মহিষাসুরের বিক্রম প্রকাশ।

রাম কন শুন শুনহ মৈত্র।
দুর্গা দৈত্য দুয়ে যুদ্ধ চরিত্র।।
মহাকোপ করি মহিষাসুরে।
শঙ্করী সম্মুখে আসি সমরে।।
মানব শরীর গোপন কৈল।
মহাঘোরতর মহিষ হইল।।
সুমেরু শিখর সদৃশ্য মুণ্ড।
গিরিগুহা জিত নাসা প্রচণ্ড।।
তালতরু জিত লোম সকল।
শরীর ব্যাপিত নভোমণ্ডল।।
ধরা থরহরা চরণ ভারে।
মহী খণ্ড খণ্ড চরণ খুরে।।
ঈশ সম তার দশন পাঁতি।
আরক্ত লোচন ঘূর্ণিত অতি।।
মেঘ সঙ্গে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গেতে[2] করি।
খণ্ড খণ্ড করি নভঃ উপরি।।
নিশ্বাস পবন পর্ব্বত বেগে।
উড়ি উড়ি গিয়া অম্বরে লাগে।
ঘোর নাদ[3] করি সম্মুখে ধায়।
দেখি দেবগণ ত্রাসে পলায়।
তুণ্ডা[4] ঘাতে কারো মুণ্ড ভাঙ্গিল।
খুরে খণ্ড খণ্ড কাহারে কৈল।।

১ কুবের — ধনাধিপতি যক্ষরাজ। বিশ্রবা ও ভরদ্বাজ কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুষ্পকরথ হরণ করেন। ২. শৃঙ্গ — পশুর সিং দ্বারা নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। ৩. নাদ — শব্দ। ৪ তুণ্ডা — একপ্রকার বক্র অস্ত্রবিশেষ।

লাঙ্গুল বাড়িতে তাড়িছে সবে।
রণমদে মত্ত হইল তবে।।
শৃঙ্গে কারো অঙ্গ কৈল বিদীর্ণ।
মহাকোপে পূর্ণ লোচন ঘূর্ণ।।
বেগ গতিতে যেতে অঙ্গের বায়।
কতজনা যম সদনে যায়।।
ঘোরনাদ শুনি প্রমাদ মানি।
ত্রিভুবন তেযাগে সঙ্কট জানি।।
শ্বসনে ভ্রমণে অরি মরিছে।
কেহ না আশ্বাসে ভূমে পড়িছে।।
এমতে কত জনে কৈল নাশ।
সবে পলাইছে গণিয়া ত্রাস।।
দ্রুতগতি দেবী নিকটে আসি।
সিংহে বধিবারে ধাইছে রোষি।
চণ্ডিকা চঞ্চলা চপলা গতি।
কাত্যায়নী কোপ করিলা অতি।।
অতিশয় কোপিত সে মহাবীর্য্য।
খুরে খনে ক্ষিতি হৈয়া অধৈর্য্য।
ঘনে ঘনে করে সে ঘোরনাদ।
সকল সংসারে গণে প্রমাদ।।
উপাড়ি শিখর শৃঙ্গেতে করি।
গিরিজা[1] উপরে মারয়ে গিরি।।
উচ্চ পুচ্ছ করি সঘনে নাচে।
চরণ রেণুতে সূর্য্য ঢাকিছে।।
ধূলিতে ধূসর হইল অঙ্গ।
দেখি দেবগণ দিলেন ভঙ্গ।।
শরতমেঘের গর্জ্জন যেন।
ঘন ঘোরনাদ করয়ে তেন।।
লাঙ্গুল তাড়ন সদা করয়।
সাতসিন্ধু জল একত্র হয়।।
হেন মতে কত অরি নাশিয়া।
সমরের মাঝে ফিরে ধাইয়া।।
ক্ষণে ক্ষণে অতি মারয়ে লম্ফ।
ত্রাসে ত্রিভুবন সতত কম্প।।
পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদে গায়।
দীন যুগপদে শরণ চায়।।

নানামায়া ধারণ করতঃ মহিষাসুরের দেবীসহ যুদ্ধ

সংগ্রামে মহিষাসুর করয়ে গর্জ্জন।
সম্মুখে যাইবে হেন আছে কোন জন।
ত্রাসে ত্রিভুবন অতি হইল কম্পিত।
হেনকালে হৈমবতী হইলা কুপিত।
অসুরে বধিতে উমা উপায় ভাবিলা।
মহিষে বাঁধিতে পাশ নিক্ষেপ করিলা।
যেকালে মহিষে পাশে বন্ধন করিল।
সে মহিষ দেহ ছাড়ি শীঘ্র সিংহ হইল।।
সে মহিষ দেহ বদ্ধ পড়িল ভূতলে।
সিংহরূপে মহাসুর ফিরে রণস্থলে।
ঘন ঘন ঘোর রবে করে সিংহনাদ।
দেবগণ দেখি হেন গণিল প্রমাদ।।
সিংহরূপে সিংহ সঙ্গে দৈত্য করে রণ।
দন্তাঘাতে নখাঘাতে করয়ে সঘন।।
এসময়ে মহামায়া কোপিয়া প্রচণ্ড।
অসিধারে[2] সিংহ মুণ্ড করিলা দুখণ্ড।।
সমরেতে সিংহ মুণ্ড পড়িল যখন।
দেবগণ জয়ধ্বনি করিলা তখন।।
অমরে আনন্দ ভরে পুষ্পবৃষ্টি করে।

১ গিরিজা — হিমালয়ের কন্যা দুর্গা ২ অসিধারে — তরবারির আঘাতে

কিম্বা তোর হাতে মলে তোর পদ লব।।
বাঁচিলে ব্রহ্মাণ্ড ভোগ এমতি করিব।
মৃত্যু হলে তোর স্থান জয় করি লব।।
ভক্তি দর্প কথা শুনি তারা তুষ্ট হইলা।
মধুপান করি পুনঃ মহাকোপ কৈলা।।
মধুপানে মত্ত হইয়া সমর ভিতরে।
যেরূপে বিরাজে তারা শুন মনে করে।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীনদাসেরে গৌরি রেখো রাঙ্গা পায়।।

দেবীর সমরে অবস্থিতি

অমর কাজ, সমর মাঝ,
শঙ্করী বিরাজে।
নিরখি সকল, অরি[১] কুলদল,
বিকল হোত ভাজে।। (ধ্রুয়া)
বাজত কত শত মৃদঙ্গ, যোগিনীগণ নাচত সঙ্গ,
চলিত ললিত গৌরঅঙ্গ দামিনী[২] দনু দমকে।
কোটি কিঙ্কিণী রণ ৩, কর কঙ্কণ ঝন ৩,
রোলত অসি ঠন ৩, ঘন ঘন ঘন অসি চমকে।
চলিত কর্ণ কুণ্ডল অতি, গলিত গণ্ডমণ্ডল প্রতি,
গলিত সঘন শ্রমজল তথি কলিত[৩] সকল দেহা
মাদল ঘন ঘোর নাদ, বাদল জনু অতি প্রমাদ,
অরিদল মানত বিষাদ জগজন মন মোহা।।
চঞ্চল ঘন পট্টবাস,[৪] সতত অট্ট অট্ট হাস,
জিনিপ্রয়াস দাস ত্রাস, নাশ করত মগনে।
জলধর রব গভীর হাঁক, গণত জগতজন বিপাক,
দম্ফে লম্ফে ধরণী কম্পে, হানত রিপু সঘনে।।
উরঃ বিশাল উপরি ভাল, লোলমান মালজাল,
অতি রসাল দেত তাল, কামিনী কর কমলে।
রুণু রুণু রুণু রুণুর রুণুর, ঝুণু ঝুণু ঝুণু ঝুণুর ঝুণুর,
স্বর্ণ নূপুর সুমধুর স্বর, বাজত পদনিমলে।।
কমলবদনা কোপ পূর্ণা, রক্তবর্ণ নয়ন ঘূর্ণা,
দানব দল করত চূর্ণ, তূর্ণ সমর মাঝে।
ঝন ঝন ঝন সুর্মাসি চর্ম্ম, নর্ম্ম মর্ম্ম ধর্ষিত মর্ম্ম,
অতিশয় অদভুত কর্ম্ম, সমর ধর্ম্মবালা বাজে।
যোগিনীগণ মগন সঘন, ফিরি ফিরি নাচত নগন,
চলিত বসন ললিত ব্যসন, দশন বিকট শোভা।
খড়্গ খর্পর শোভিত কর, নাশত খল সমর ভিতর,
সঘন অধীর অসুর রুধির, অশন হেতু লোভা।।
ঝলমল অতি মৌলীমুকুট,[৫] গগনভেদ করত কিরীট,
লম্বিত রুচি জটাজুট, লুঠত ধরণী পৃষ্ঠে
অমর বৃন্দ সদা আনন্দ, বন্দত চরণারবিন্দ,
জয় জয় জয় জয় তারিণী, ঘোষণ সব সৃষ্টে।
গমন গঞ্জি মত্ত দ্বিরদ, বদন নিন্দি ইন্দু শরদ,
অরিগণ প্রতি হীন দরদ, বরদ ভক্ত স্বজনে।

মহিষাসুর বধ

হেনমতে রণরসে মত্ত মহামায়া।
অসুরের পানে চান কোপান্বিত হইয়া।।
মহিষে বধিতে অতি অঙ্গ হইল কম্প
সিংহ হইতে শঙ্করী সমরে দিলা লম্ফ।

১ অরি — শত্রু। ২. দামিনী — বিদ্যুৎ। ৩. কলিত — গৃহীত। ৪. পট্টবাস — তাঁবু বা বস্ত্রগৃহ। ৫. মৌলিমুকুট — চূড়াবাঁধা কোন মুকুট।

অতি উম্মে অভয়াব উনমত্ত মন
মহিষেব পৃষ্ঠে মাতা কৈলা আবোহণ।।
বিশ্বম্ভবা হইয়া কণ্ঠে চাপায়ে চবণ।
মহিষেব মুণ্ড শূলে কবিলা খণ্ডন।।
মহিষেব মুণ্ড যবে হইল দুখণ্ড।
মহিষ হইতে বীব নির্গত প্রচণ্ড।।
মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীতে শিবশ্ছেদ্।
কালিকা পুরাণে ধ্যান মতে শুন ভেদ।।
মুণ্ড হইতে কটি আদি নির্গত হইল।
জঙ্ঘা হইতে অধঃদেশ উদরে রহিল।।
অর্দ্ধেক নিষ্ক্রান্ত হইয়া অসি চর্ম্ম ধবি।
মায়ে অসি হানিবারে চায় কোপ করি।।
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ ক্রোধে পবিপূর্ণ।
আবক্ত লোচনে চায় চক্ষু অতি ঘূর্ণ।।
অভয়াব অঙ্গে অসি যেকালে প্রহারে।
এসময়ে কেশরী ধবিল দক্ষ করে।।
নাগপাশে নাবায়ণী বদ্ধ করি তূর্ণ।
শূলে কবি তার হৃদি করিলা বিদীর্ণ।।
বাজি শূল কুক্ষিদেশে[১] বাহির হইল।
বাম করে অসুর চিকুরে[২] দেবী ধৈল।।
সমরে মহিষাসুর যবে বদ্ধ হল।
ততক্ষণে দেবগণে জয়ধ্বনি কৈল।।
অমরে সমরে করে সদা পুষ্পবৃষ্টি।
জয় জয় জয় দুর্গা কয় সব সৃষ্টি।।
হাহাকার করি সবে দৈত্য সৈন্যগণ।
উর্দ্ধমুখে অতি দুঃখে করে পলায়ন।।
দেবীশক্তিগণে নাশে দৈত্য সৈন্যগণ।
নিঃশেষ করিল অরি নাহি একজন।।
অতি বেগে বহে বন্যা ঢেউ অতুলন।
রক্তের হইল নদী শতেক যোজন।।
রথ রথী অশ্ব হাতি কত ভাসি যায়।
অস্থি মাংস বাশি বাশি পর্ব্বতের প্রায়।।
শোণিত মাংসেতে ধবা কর্দ্দম হইল।
অগম্যা হইল নদী নহে চলাচল।।
শকুনি গৃধিনী কি শৃগাল আদি যারা।
দৈত্যবাজ ভয়ে না আসিল তাবা।।
নিঃশেষ হইল দৈত্য সব হেন অবসরে।
সবে আসি নানা ববে রক্তপান করে।।
ভূত প্রেত পিশাচ ডাকিনী কি যোগিনী।
রক্ত খেয়ে মত্ত হয়ে করে নানা ধ্বনি।।
এইমতে সৈন্যগণে সবে নাশ কৈলা।
তাবপর শক্তিগণ তাবা স্থানে এ'লা।
রিপু মাবি শঙ্করীব নিকটে আইলা।
যে যে স্থানের যোগ্য সে তথা দাঁড়া'লা।।
মহিষ মর্দ্দিয়া[৩] রূপ মহিষমর্দ্দিনী।
যেমতে বিরাজে তাহা শুন সর্ব্ব প্রাণী।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীনদাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।

মহিষমর্দ্দিনী রূপ বর্ণন

মহিষমর্দ্দিনী বিরাজে রণে।
শঙ্কর গৃহিণী, ভুবন মোহিনী
সেরূপ সদা যোগী ভাবে মনে।। (ধ্রুয়া)
কনক মুকুব, কান্তি কলেবব,
নীলাম্ববাবৃত গায়।
জলদে জড়িত, যেমত তড়িত,
লোভিত নয়ন চাতক তায়।।
কনক নূপুব, চবণ উপর,
পাশুলি সে পদাঙ্গুলে।
বাতুল[৪] চবণে, নখচন্দ্র হানে,
সুধা পিয়ে সদা চকোব জলে।।

১ কুক্ষিদেশে — গর্ভদেশে। ২ চিকুর — কেশ। ৩. মর্দ্দিয়া — দমন করিয়া। ৪ বাতুল — রাঙা।

রম্ভা[1] তরু উরু, নিতম্ব সুচারু,
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি।
উদরের উপর, পীন পয়োধর,
বিচিত্র কাঁচুলি শোভিত তথি।।
পুনঃ সে বিশাল, হৃদি মাঝে ভাল,
বন মালজাল শোভে।
কুসুম সুগন্ধে, মধুকরবৃন্দে,
আনন্দে আকুলে গুঞ্জয়ে লোভে।।
কমল মৃণাল, নিন্দিয়া বিশাল,
দশভুজ মনোহরে।
স্বর্ণ টাড় আর, বাজু বন্ধ তার,
দোলয়ে সঘনে শঙ্খ উপরে।।
কঙ্কণ কনক, করেতে ঝলক,
মণি অঙ্গুরি অঙ্গুলে।
চর্ম্ম চাপ পাশ, ঘন্টা কি অঙ্কুশ,
ধৃত বামকর পঞ্চ বিশালে।।
শূল খড়্গ শর, চক্র শক্তি আর,
দক্ষ পঞ্চভুজে সাজে।
মুখের আকার, অতি মনোহর,
শশধরবর পড়য়ে লাজে।।
সিন্দূরের বিন্দু, ভালে অর্দ্ধ ইন্দু,
অলকা[2] ঝলকে তাহে।
ভ্রূধনু সন্ধানে, ত্রিনয়ণ বাণে,
ত্রিভুবন জন মানস মোহে।।
শিরে জটাজুট, মণির মুকুট,
বিমল কিরীটে শোভা।।
মালতীর মাল, তাহে বেড়া জাল,
অলিকুল সে আকুলেতে লোভা।।
মহিষ উপরি, বাম পদ ধরি,
দক্ষপদ সিংহপৃষ্ঠে।
হৃদয় বিদীর্ণ, শূলে করি তূর্ণ,
অসুর পানে চান কোপদৃষ্টে।।

দনুজ চিকুরে, ধরি বামকরে,
নাগপাশেতে বান্ধিয়ে।
কমল সুদেহে, শ্রম জল বহে,
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা হয়ে।।
অধঃতে অসুর, অর্দ্ধেক বাহির,
ভ্রূকুটি বদন অতি।
পাগ[3] সুলাম, অতি অনুপম,
ভালে অর্দ্ধচন্দ্র তিলক দ্যুতি
শ্রবণে কুণ্ডল, ঝলমণ্ডল,
ঝিলিম বক্ত্রে সুসাজে।
জিত করি শুণ্ড, দ্বিভুজ প্রচণ্ড,
মণি মণ্ডিত বলয় বিরাজে
শূলে ভেদ মর্ম্ম, ধরি অসি চর্ম্ম,
কোপে হেরে অভয়ারে
দৈত্য দক্ষভুজে, সমরের মাঝে,
অতি কোপ করি কেশরী ধরে।।
নিকট দক্ষিণে, জয়া সখীগণে,
চামরেতে বায়ু করে।
বিজয়া বামেতে, স্বর্ণ বাটা হাতে,
পর্ণ দান তূর্ণ করে মায়েরে।
বামে লম্বোদর, শোভে চারিকর,
করিবারে বরদান।
বরণ সিন্দূর, বাহন ইন্দুর,
ধ্যানালম্ব সর্ব্ব শুভ সদন।।
ধরি ধনু শর, হেম কলেবর,
সুন্দরের শিরোমণি।
ময়ূর বাহন, মদনমোহন,[4]
কার্ত্তিক যুঝে আপনি।।
লক্ষ্মী দক্ষিণেতে, পদ্মা পদ্মহাতে,
পাদপদ্মপদ্মোপরি

১ রম্ভা — কদলী বা কলাগাছ ২ অলকা — ধনদেবতা বা কুবেরের পুরী। ৩ পাগ — পাগড়ী। ৪ মদনমোহন - শ্রী কৃষ্ণ।

সেরূপ বর্ণনা, করে কোন জনা,
যে মুখ নিরখি মোহিত হরি।।
বাম পাশে বাণী, নিগূঢ়গম্যা জানি,
সরস্বতী সরোজেতে
বীণা যন্ত্র করে, সদানন্দ ভরে,
শ্বেত অঙ্গ দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গীতে।।
নাম রুদ্রচণ্ডা, আর সে প্রচণ্ডা,
চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডাচণ্ডবতী, সে চণ্ডরূপাতি,
চণ্ডিকাত্র অষ্টসিদ্ধি দায়িকা।।
সবে ষোলভুজা, অতি মহাতেজা,
ত্রিশূলাদি অস্ত্র ধরি।
মহিষ মর্দ্দনে, সবে হর্ষ মনে,
অষ্টদিকে স্থিতি সিংহ উপরি।।
মস্তক উপরে, মত্ত বৃষ ধরে,
আরোহিয়া মহেশ্বর।
শিরে জটা ভার, তথি গঙ্গাধার,
রাম নাম গানে মগন হর।।
মহাকাল নন্দী, সদত্ত আনন্দী,
নানা রসসন্ধি জানে।
সিদ্ধিগোলা হাতে, যাচে গৌরীনাথে,
ভূত নাচে ভূতনাথের[১] সনে।।
ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী, বারাহী সে দেবী,
নারসিংহী কি কৌমারী।
চামুণ্ডা ইন্দ্রাণী, মাহেশ্বরী জিনি,
অষ্টদিকে অষ্টশক্তিরে ঘেরি।।
সঘন গমন, হইয়া নগন,
চৌষট্টি যোগিনী নাচে।
বিধি ইন্দ্র চন্দ্র, আদি দেববৃন্দ,
যোড়করে স্তুতি করয়ে কাছে।।
মহিষমর্দ্দিনী প্রেমে বিবর্দ্ধিনী,
দাসের সুসিদ্ধি দাতা।
মহিষ অসুরে, মর্দ্দিয়া সমরে,
এইরূপে রণে বিরাজে মাতা।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি, সুমধুর অতি,
রাম প্রসাদেতে গায়
দীন মন্দমতি, নাহি পুণ্য রতি,
চরণযুগলে শরণ চায়।

দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তুতি ও বরদান

হেনমতে মহিষে মর্দ্দিয়ে দশভুজে।
মহিষমর্দ্দিনী রূপ সমরে বিরাজে।।
মহাবীর্য্য দৈত্যরাজ বধ হইল যবে।
দেবগণ কৃতকৃত্য হইলেন তবে।।
অভয়ার নিকটেতে আসিয়া অমর।
সমাদরে স্তুতি করে হইয়া যোড়কর।।
ইন্দ্র আদি দেবগণ গলে বস্ত্র ল'য়ে।
স্তুতি বাক্য কহি তুষ্ট করে তারা মায়ে।।
নম্রশিরে ধরণী উপর করে নতি।
হর্ষাশ্রু পুলকোদ্গম অঙ্গ হ'ল অতি।।
জয় দেবী জগদাত্মা শক্তিস্বরূপিনী।
অনন্ত জগতে চরাচরব্যাপিনী।।
হে অম্বিকা জগতপালিকা শুভদাতা।
ভক্তিতে প্রণতি পদে করয়ে দেবতা।।
প্রভাব অতুলা পূজ্যা বেদে নাহি সীমা।
হরিহর বিধি যার না জানে মহিমা।।
অনন্ত যাহার অন্ত নারিল জানিতে।
সে চণ্ডিকা মতি কৈল অশুভ নাশিতে।
শুদ্ধত্মের গৃহে তুমি লক্ষ্মীস্বরূপিনী।

১ ভূতনাথ — মহাদেব বা শিব।

পাপাত্মা জনের হৃদে কুবুদ্ধিদায়িনী।।
সতের শরীরে লজ্জা শ্রদ্ধা কুল জনে।
বিদ্ধপ্রীতপালিনী প্রণতি ও চরণে।।
কি বর্ণিব[1] তব রূপ অচিন্ত্যবরণী।
মহ ঈর্ষা মহিষের দর্প সংহারিণী।।
সমস্ত জগত হেতু ত্রিগুণকারিণী।[2]
হরিহর তব পার না জানে তারিণী।।
সব্ব শ্রয়া জগতের অংশভূতা বিদ্যা।
অব্যাকৃতি পরমাপ্রকৃতিতুমি আদ্যা।।
সব্বদেব তৃপ্তি করি যজ্ঞে স্বাহা[3] বাক্যে।
পিতৃগণ তৃপে স্বধা চরণ অম্বিকে।।
মুক্তি হেতু যারে যোগী চিত্তে করে চিন্তা।
মহাব্রতমোক্ষার্থী জনের মনে শান্তা।।[4]
তুমি আদ্যা বিদ্যা স্বরূপিনী ভগবতী।
সর্ব্বদা সদয়া শিবা সেবকের প্রতি।।
তুমি সর্ব্ব জগতের পরমাত্রি হন্তৃ।
জগতের যন্ত্ররূপা তুমি তারা যন্ত্রী।।
সকল শাস্ত্রের সার বিচার কারণে।
বুধ দেহ বুদ্ধিরূপা হইলে আপনে।।
এভবসাগর দুর্গা হইবারে পার।
তরণী স্বরূপা তারা নাম হইল যাঁর।।
কৈটভারি[5] হৃদিস্থিতা তুমি তারা নিষ্ঠা।
গৌরীরূপে গঙ্গাধরে করিলে প্রতিষ্ঠা।।
ঈষৎ সহাস্যমুখী অতি মনোহরা।
অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র নিন্দি প্রভাকরা।।
উত্তম কনক কান্তি কান্তি কলেবরে।
উপমা রহিত রূপ তুলনা কে করে।।
ভ্রুকুটি কুটিল যবে সে চন্দ্রবদনী।
দেখি দৈত্য নাশ হইল চিত্তে ভয় মানি।।
সংসারের ত্রাণ হেতু দৈত্য নাশ কৈলে।
পুনঃ সৃষ্টি নষ্ট হয় তব কোপানলে।।
ভবানী প্রসীদা তব এভবসংসারে।
কোপ লোপ করি কৃপা বিতর কাতরে।।
ধন জন যশ ধর্ম্ম পুত্র পৌত্র দারা।
সকল সম্পূর্ণ যারে সুপ্রসন্না তারা।।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া সুকৃতি স্বর্গ যায়।
ভক্তি মুক্তি প্রাপ্তি সে যে তোমার কৃপায়।
ত্রিভুবনে তোমা বিনে কে অন্য ফলদা।
হে উমা মহিমা সীমা না জানে সর্ব্বদা
যেই জীব দুর্গা বলি একান্তেতে ডাকে।
হরিয়া অশেষ ভয় রক্ষা কর তাকে।।
দারিদ্র্যের দুঃখ ভয়হারিণী কে অন্য
সর্ব্বউপকারিণী দয়ার্দ্রচিত্তা ধন্যা।।
কোপ দৃষ্টে হেরি দুষ্টে ভস্ম না করিয়া।
অন্তেতে পবিত্র কৈলে কৃপান্বিতা হইয়া।
তব করে অসুরের প্রাণ নাশ হইল।
তব বৈরী যে জন তারাও স্বর্গ পেল।
পতিতপাবনী মাতা পতিতে তরালে।
রিপুগণে নাশি রণে সবে রক্ষা কৈলে।
অদ্ভুত করণ তব সীমা কেবা জানে।
অতের অসংখ্য নতি ও রাঙ্গা চরণে।।
পাহি দেবী শূল খড়্গে পাহি হে অম্বিকে।
ঘণ্টা চাপ নিস্বনেতে[6] পাহি মা বালকে।।
পূর্ব্ব কি পশ্চিমে মাতা করহ রক্ষণে।
বালকে দক্ষিণে রক্ষ চণ্ডিকা আপনে।।
উত্তরাস্যে মাহেশ্বরী রক্ষা কর শূলে।

১ বর্ণিব — বর্ণনা করিব ২ ত্রিগুণকারিণী — সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - প্রকৃতির এই তিন গুণকারিণী। ৩ স্বাহা — দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি ৪ শান্তা — শান্তি প্রদায়িনী। ৫ কৈটভারি — কৈটভদৈত্যের শত্রু। ৬ নিস্বন — শব্দ বা ধ্বনি।

সোমরূপে নিবহ যে এ মহীমণ্ডলে।।
খড়্গ শূল গদা করপল্লব সঙ্গিনী।
শোভে অঙ্গে সকালেতে রক্ষ নারায়ণী
জয় জয় দুর্গা ভক্তপোষবিরাজিনী
অমরে নয়নে হেন মহিষমর্দ্দিনী।।
এইমত মায়ে স্তুতি করিয়া অমর।
নন্দনবনের পুষ্প আনি তারপর।।
মহিষমর্দ্দিনী মাকে মনের আনন্দে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজে চরণারবিন্দে।।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য মধুর।
ভক্তি যুক্তে শক্তিরে সমর্পে সব সুর।।
নানা উপচারে তারা মায়েরে পূজিলা।
বহু স্তুতি করি পুনঃ প্রণতি করিলা।।
ততক্ষণে নারায়ণী সন্তোষ হইলা।
অমরে আশ্বাসি কন ঈষৎ হইয়া।।
তোমাদের স্তব শুনি হইল প্রসন্নতা।
বাঞ্ছা[1] কর বর মাগ সকল দেবতা।।
তোমাদিকে অতি প্রীত আছিরে অমর।
যে বর মাগিবে সবে সেই দিব বর।
এ সময়ে সবে কয় হইয়া যোড়কর।
কি বক্রী[2] আছে আর কি মাগিব বর।।
এ মহিষাসুর শত্রু রণেতে নাশিলে।
আমাদের মনোভীষ্ট প্রদান করিলে।।
তবে যদি দয়া করি দাসে বর দিবে।
স্মরণ করিলে দেবে সহায় হইবে।।
যখন যখন তোমা করিব স্মরণ।
সঙ্কটে আসিয়া দুঃখ করিবে হরণ।।
এ মহিষমর্দ্দিনী স্বরূপ যে পূজিবে।
এই স্তুতি মতে যেবা পড়িবে শুনিবে।
ধন জন দারা সুত সম্পদ সুবুদ্ধি।
আয়ুঃ বৃদ্ধি যশ তার তারা কর বৃদ্ধি।।
এই বর অমর সকলেতে মাগিলা।
সন্তোষ হইয়া শিবা সেই বর দিলা।
বর পাইয়া অমরের পূর্ণ মনস্কাম।
পুনঃ পুনঃ পাদপদ্মে করিল প্রণাম।।
যোড়কর করিয়া অমরবৃন্দ কয়।
কি কর্ম্ম করিব সবে কিবা আজ্ঞা হয়।।
অম্বিকা বলেন সবে যত দেবগণ।
নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন।
যার অধিকারে যেবা কৈল নিয়োজন।
নিজ নিজ কার্য্য সবে কর দেবগণ।।
দেবগণ ঋষিগণ শুনি হেন বাণী
মায়ে প্রণমিয়া সবে কয় জয়ধ্বনি।।
জগতজনের মাতা করিয়া কল্যাণ।
হেনকালে পার্ব্বতী হইলা অন্তর্দ্ধান।।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মাতা অন্তর্দ্ধান হইলা।
নিজধামে নারায়ণী বিশ্রাম করিলা।।
জয় দুর্গা বলি দেবগণ হর্ষ মন,
নিজ নিজ স্থানে সবে করেন গমন,
পূর্ব্বদিকে সুপ্রসন্ন প্রভাত বিমলে।
উদয় করিলা রবি গগনমণ্ডলে।।
পূর্ব্ববৎ দেবরাজ বসি সিংহাসনে।
নানা রস ক্রীড়া সদা করে হর্ষ মনে।।
শমন গমন করি আপনার স্থানে।
সকর্ম্ম করেন সদা সানন্দিত মনে।।
কুবের বরুণ বায়ু আদি দিকপালে।
নিজ নিজ স্থানে সবে বিহরে মঙ্গলে।।
ত্রিলোক বিশোক হইল আনন্দ অপার।
অনন্ত হইল শান্ত গেল শ্রান্তভার।।

১ বঞ্ছা — বাসনা। ২ বক্রী — বাকি-র বিকৃত রূপ।

বিশ্বম্ভরা হইলা স্থিরা আকাশ নির্ম্মল।
চরাচর নাগ নর সুস্থির সকল।।
সুগন্ধ সহিত মন্দ মন্দ বায়ু বয়।
তিথিযোগে নিশি আসি করেন উদয়।
চতুবর্ণ[1] সদা করে নিজ নিজ কর্ম্ম।
বেদ বিধি বিধানে আচরে নানা ধর্ম্ম।।
সাগর সুস্থির নদী বহে নিজ স্রোতে।
নিজ নিজ যোগে ফল ধরয়ে বৃক্ষেতে।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোক সুখী হইল।
দুন্দুভি নিশান শব্দে সংসার ভেদিল।।
কিন্নরে করয়ে গান নানা যন্ত্রস্বরে।
গন্ধর্ব্ব করয়ে নৃত্য অঙ্গভঙ্গী করে।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাদ্যে ব্যাপিল ভুবন।
জয় জয় জয় দুর্গা কহে ত্রিভুবন।।
রাম কন বিবরণ শুনিলে হে মৈত্র।
মহিষমর্দ্দিনী এই দুর্গার চরিত্র।।
মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরিলা এমতে।
অতি গোপ্য কথা এ বলিনু তব প্রীতে।।
চিত্ত দিয়া এ চরিত্র যে করে শ্রবণ।
তার ভবে যাতায়াত নহে কদাচন।।

যার যে বাসনা তাহা তূর্ণ পূর্ণ হয়।
এ কথা সুগ্রীবে বলিলেন কৃপাময়।
শুনিয়া সুগ্রীব অতি হরষিত মন।
অষ্টাঙ্গে করেন নতি রামের চরণ।।
পুলকাঙ্গ[2] অশ্রু নেত্র হইয়া কপী কয়।
কাতরে কৃতার্থ কৈলে শুন কৃপাময়।।
তুমি ব্রহ্ম তব মর্ম্ম কর্ম্ম কে বুঝিবে
কিন্তু মোরে দয়া করি চরণে রাখিবে।।
এই বলি পুনঃ পুনঃ করেন প্রণিপাত।
সুগ্রীবেরে আলিঙ্গন দেন রঘুনাথ
যে গায় গাওয়ায় এই চণ্ডীর চরিত্র।
যে শ্রবণ করে সবে হয় সুপবিত্র।।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তার করেন তারিণী।
তাহারে প্রসন্না হন মহিষমর্দ্দিনী।
ধন জন যশ ধর্ম্ম পুত্র ভৃত্য দারা।
প্রেম ভক্তি মুক্তি আদি দেন তারে তারা।
তারপর মন কর দশমীর গান।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গীত অমৃত সমান।
পিতৃপদ বন্দি রাম প্রসাদেতে গায়।
এ দীন[3] দাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।

ইতি নবমীপালা সমাপ্ত।

১ চতুবর্ণ — বৈদিক শ্রেণীবিভাগ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ২ পুলকাঙ্গ — রোমাঞ্চিত দেহ।
৩ দীন — বিনীত অর্থে

দুর্গা-পঞ্চরাত্রি

দশমী

দশমীর কৃত্য।

শ্রবণ করহ সবে দশমীর গান।
যে বিধানে বিজয়া করেন ভগবান।।
শ্রবণানক্ষত্র যুত দশমী সে তিথি।
নিত্য কর্ম্ম প্রাতঃস্নান করি রঘুপতি।।
পূর্ব্বমত কপি যত স্থানে স্থানে গিয়া।
নানা পুষ্প ফল আনে চয়ন করিয়া।।
ত্বরাপর রঘুবর হইয়া তারপর।
আসন উপরে বসিলেন পীতাম্বর,
ঋষিগণ বেষ্টিত বসিলা চারিদিকে
পদ্ধতি লইয়া বৃহস্পতি দক্ষ ভাগে।।
আচমন করি স্বস্তি বাক্য পড়ি হরি।
আসন করিয়া শুদ্ধি অর্ঘ্য স্থাপ্য করি
ভূত শুদ্ধি বিধিমত করি নারায়ণ,
অঙ্গ করন্যাস কৈলা মাতৃকা শোভন।।
প্রাণায়াম করি হরি ত্বরান্বিত হইলা।
স্বদক্ষিণে গন্ধ পুষ্প স্থাপন করিলা।।
গণেশাদি পঞ্চদেবে করিয়া পূজন।
পার্ব্বতীর কৈলা পূজা রাজীবলোচন,[1]
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি রাম প্রসাদেতে গায়।
এ দীন দাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

দশমীর পূজা প্রকার

করেতে কুসুম চন্দন পুরি।
চক্ষু মুদি ধ্যান ধরিলা হরি
রাতুল[2] কমল বিমল পদে।
অলিকুল জাল ভ্রমে আমোদে।।
শশধরবর নখর শোভা।
চামীকর[3] বর নূপুর কিবা ।
রাম রম্ভা জিনি উলটা গতি।
যুগ উরু চারু ললিত অতি।।
চক্রবাক সম নিতম্বদেশে।

১ রাজীবলোচন — পদ্মফুলের ন্যায় নেত্রদ্বয়, এখানে রামচন্দ্র। ২ রাতুল — রাঙা। ৩ চামীকর — বাদুড় জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীবিশেষ

সুন্দর সংবৃত সুনীল বাসে।।
কনক কিঙ্কিনী ধ্বনি কটিতে।
তদুপরি শোভা ক্ষুদ্র ঘন্টিতে।।
ক্ষীণ মাঝ মৃগরাজ জিনিয়া।
হেলে পবন পরশ পাইয়া।।
উরঃ মাঝে জিত কলিকমল।
পীনোন্নত পয়োধর[১] যুগল।।
কঞ্চুলি[২] বিচিত্র মণ্ডিত তায়।
মণিময় হার দোলে তাহায়।।
তাহারে বেড়িয়া কুসুম মালা।
তাহে মধুকর করয়ে খেলা।।
মাণিকা টাড় সে দশভুজে।
শঙ্খ বাজুবন্দ তাহাতে সাজে।।
কনক কঙ্কণ করের মূলে।
মাণিক অঙ্গুরী সে করাঙ্গুলে।।
কোটি শশধর মুখের ছবি।
স্বর্ণ বর্ণ ছটা বিজিত রবি।।
বিম্বাধরে সুধা সতত স্রবে।
যাহে চকোর সম মহাদেবে।।
সুচারু দশন দাড়িম্ব দ্যুতি।
পরম অমৃত সংযুত তথি।
নানা মনোহর বেশর দোলে।
খঞ্জনে গঞ্জি ত্রিলোচন ভালে
কামধনু সম ভ্রূযুগ তাঁর।
ভঙ্গীতে ভুবন ভুলয়ে যাঁর।
কপালে সুন্দর সিন্দুর বিন্দু।
তদুপরি রাজে অর্দ্ধেক ইন্দু।।
কর্ণেতে স্বর্ণের তাড়ঙ্ক দোলে।
অলকা ঝলক করয়ে ভালে।।

শিরে জটাজুট মুকুটে ধরা।
শ্রম জল অঙ্গে বহিছে ধারা।
কিরিটী কুণ্ডল গগন ভেদে।
ত্রিভঙ্গভঙ্গীতে দাঁড়া'য়ামোদে।
ত্রিশূলাদি অস্ত্র সে দশভুজে।
এরূপে ধ্যান কৈলা হৃদিমাঝে।
পার্ব্বতী চরণে কুসুম দিয়া।
সাদরে পূজন সুমতি হইয়া।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা আচমনাদি
মধুপর্ক স্নান জল সুবিধি।
আসন বসন অঙ্গুরী দিলা।
গন্ধ পুষ্প মাল্য প্রদান কৈলা।
ধূপ দীপ সে নৈবেদ্য মধুর
ভক্তি যুতে প্রভু দেন প্রচুর।
পাণার্ঘোদক[৩] পুনরাচমনী।
তাম্বুল দান কৈলা চক্রপাণি।[৪]
এমতে সবে পূজি সমাদরে।
দেব দেবীগণে ষোড়শোপচারে
হীন বলিদান সাত্ত্বিক মতে।
এরূপে রাম পূজিলা বিহিতে।।
দুর্গা মন্ত্র লক্ষ জপ করিলা।
তারপর যজ্ঞ হোম[৫] সমাপিলা।।
স্তুতি পাঠ পুনঃ কন মায়েরে।
পঞ্চরাত্রি সবে শুন সাদরে।।
দ্বিজ রামপ্রসাদেতে গায়।
দীন দাসেরে গৌরী রেখো পায়।।

স্তুতি পাঠ।

জয় তারিণী ভয়হারিণী,
মাতা শুভকারিণী

১ পয়োধর — স্তন। ২ কঞ্চুলি — কাঁচুলী। ৩ পাণার্ঘোদক — পানীয় জল। ৪ চক্রপাণি — বিষ্ণু ৫ হোম — যজ্ঞাগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূর্বক ঘৃতাহুতি

দুঃখ বারিণী বিপদ্দারিণী,
অষ্টসিদ্ধি দায়িনী।।
পরম উক্তি, শিবে দে মুক্তি,
ত্বমসি শক্তিরূপিণী।
এভবে মুক্তি, অচল ভক্তি,
ভক্তে দাও মা আপনি।।
জয় শঙ্করী, হে ক্ষেমঙ্করী,[1]
পরমেশ্বরী দুর্গে।
দেহি শরণ, করুণা ধন,
বিতর[2] দাস বর্গে[3]।
জপিলে নামে, হৃদয়ধামে
কর বিরাম তারা।
সর্ব্ব জগত, তুমি সে মাতঃ,
কিন্তু জগত পারা।।
তুমি অনন্তা, পরম শান্তা,
ব্রহ্মকান্তা[4] পার্ব্বতী।
পুরুষ প্রকৃতি, সর্ব্ব আকৃতি,
হরণ কর দুর্গতি।
ভ্রূরের ভঙ্গে, গমন রঙ্গে,
সৃষ্ট নষ্ট পালয়ী।[5]
অতি অধীন, দাস সুদীন,
ত্রাণ কর দয়াময়ী।।
যে ভজে পায়, শমন দায়
রক্ষ দক্ষতনয়ে।
এই সে রূপ, রসের কূপ,
বিহর মোর হৃদয়ে।।
মহেশ জায়া, করিয়া মায়া,
পদ ছায়া দেহ দাসে।

হে দশভুজা, যে করে পূজা,
সে দাসে রাখ নিজ পাশে।
ভক্ত হৃদয়, তব সে আলয়,
দুর্গতি জয় ত্রিলোচনা।
অতুল মূর্ত্তি, হে গিরিপুত্রী,[6]
বিবিধ পাপমোচনা
বাহন সিংহ, গড়ুর অস্ত্র,
রূপ মনমোহিনী।
জয় গণেশ, জননী ক্লেশ,
হর মহেশগৃহিণী।।
নিত্য অগুণা, কিন্তু সগুণা,
হইয়া খেল জগতে।
সগুণে অগুণে, বিহর সঘনে,
তোমারে জানিবে কি মতে।।
সকল কর্ম্ম, তোমার মর্ম্ম,
অথচ সকল পারা।
আছ জগতে, না আছ তাতে
একথা কে বুঝে তারা।।
এ চারি বেদ, না জানে ভেদ,
সতত খেদ করিয়া।
নিজে মহেশ, তব বিশেষ,
না জানে হৃদয়ে ধরিয়া।।
ভাবি অনন্ত, না পেল অন্ত,
জগত যন্ত্র হে শিবা।
তারিণী তূর্ণ, করহ পূর্ণ,
ভক্তে বাঞ্ছা করে যেবা।।
শিবানী নাম, কুশল ধাম,
স্বজনে প্রেমবর্দ্ধিনী।।

---

১ ক্ষেমঙ্করী — মঙ্গল বিধায়িনী বা শুভদা ২ বিতর — বন্টন করা। ৩. বর্গে — সমূহে ৪ ব্রহ্মকান্তা — ব্রহ্মের প্রিয়া। ৫ পালয়ী — পালয়িত্রী। ৬. গিরিপুত্রী — হিমালয়ের কন্যা, অর্থাৎ পার্বতী।

এ মোর মনে, মহেশ সনে,
বিলস[১] মহিষমর্দ্দিনী।।
বন্দি পিতৃপদে, রামপ্রসাদে,
দুর্গা পঞ্চরাত্রি গায়।
এ দীন দাসে নাহি পুণ্য লেশ,
চরণে শরণ চায়।।

শ্রীরামচন্দ্র বরলভ্য ও পার্ব্বতীর মেনকালয়ে জন্মাদি কীর্ত্তন।

এইমতে দুর্গা প্রীতে স্তুতি করি রাম।
পুনঃপুনঃ পাদপদ্মে করেন প্রণাম।।
এ সময়ে মহামায়া[২] মায়া প্রকাশিলা।
মায়ের মায়াতে সবে মোহিত হইলা।।
হেনকালে মূর্ত্তিমান হইয়া শঙ্করী।
শ্রীরামে বলেন মাতা কৃতাঞ্জলি পুরি।
শুন রাম ঘনশ্যাম আমার উত্তর।
তুমি অন্তর্যামী স্বামী দেব পরাৎপর।।
তুমি ব্রহ্ম তব মর্ম্ম কর্ম্মে নাহি সীমা।
হরিহর বিধি যার না পেল মহিমা।।
বেদে ভেদ নাহে অন্ত অনন্ত না জানে।
সারদা সর্ব্বদা উনমত্তা গুণগানে।
ঈষৎ ইচ্ছাতে তব, মোর জন্ম হরি।
আদ্যাশক্তি হইয়া সৃষ্টি স্থিতি নাশ করি।।
অনন্ত তোমার লীলা অন্ত কেবা পাবে।
চৈতন্য জড়তা রূপে বিহর[৩] এভবে।।
স্ত্রী পুরুষে অর্দ্ধ অঙ্গ অর্দ্ধ এক সঙ্গে।
রসরাজ[৪] রূপে নিত্যধামে কর রঙ্গে।।
সর্ব্বদা সাকার তুমি কিন্তু নিরাকার
সগুণ নির্গুণ হইয়া বিহার তোমার।।
স্থাবর জঙ্গম আদি যতেক আকার।
সেই সেই রূপ তব কিন্তু নিরাকার।।
নির্ম্মল স্থানেতে পুনঃ নির্ম্মল জ্ঞানেতে।
গুরু উপদেশে তোমায় দেখয়ে এগাতে।।
ঊর্দ্ধ শূন্য অধঃ শূন্য স্থান নিরাময়।
শূন্য মধ্যে শূন্যাকারে তোমার উদয়।
অন্তর বাহিরে সর্ব্বাকার দেহে আছ।
অথচ কাহারো দেহে লিপ্ত না হয়েছ।
সংসার তোমাতে আছে তুমি সংসারেতে
না তোরে সংসার লিপ্ত না তুমি জগতে।।
সগুণে সাকার দেহ নির্গুণে চৈতন্য।
সগুণে নির্গুণে রসভোক্তা তুমি ধন্য।।
ত্রিলোকে যতেক আছে পুরুষ কি নারী।
স্থাবর জঙ্গম স্থূল সূক্ষ্ম আদি করি।
সর্ব্বমূর্ত্তি হৈয়া রস ভুঞ্জ গোবিন্দাই।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে এক রাম বই নাই।
তেঁই প্রাণনাথ তব কিছু জানি তত্ত্ব।
পঞ্চমুখে রাম নাম গাইয়া উন্মত্ত।
জ্যেষ্ঠ পুত্র গণপতি ভজে তব নাম।
কার্ত্তিক সাত্ত্বিক সদা জপে রাম নাম।।
এই রাম নাম মোরে শিক্ষা দিলা পতি।
রাম জপি বৈষ্ণবী[৫] বলাইয়ে পার্ব্বতী।।
নন্দী মহাকাল মগ্ন শুনি রাম নাম।
বৃষভ করয়ে নৃত্য মত্ত অবিশ্রাম।।
ডমরু শিঙ্গাতে সদা রাম নাম বলে

১ বিলস — লীলা ভরে বিচরণ। ২ মহামায়া — ব্রহ্মার দেহ হইতে নর ও নারী মূর্ত্তি সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার আদেশে অর্ধনারী আবার স্বাহা, স্বধা, মহামায়া প্রভৃতি নামে বিভক্ত হন। মহামায়া বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারে সর্বদা সংযুক্ত থাকেন। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের জননী। তিনি জীবসমূহের কামনা পূরণ করেন। ৩. বিহর — বিহার বা ভ্রমণ। ৪ রসরাজ — রসিক শ্রেষ্ঠ বা শ্রীকৃষ্ণ। ৫. বৈষ্ণবী — দেবী পার্বতী বা দুর্গা, মাতৃকাদের মধ্যে বৈষ্ণবী নামে খ্যাতা।

ইন্দুর ময়ূর সিংহে নাচে কুতূহলে।।
মহেশের পরিবার যে যেখানে আছে।
কেবল তোমার নামে ভরসা করেছে।।
অপার তোমার গুণ কি বলিব আমি।
কিন্তু এক নিবেদন শুন লোকস্বামী।।
আবাহন করি পূর্ব্বে মোরে আজ্ঞা কৈলে।
তিনদিন প্রতিমাতে রহিতে কহিলে।।
আদেশানুসারে স্থিতি তিন দিন কৈল
বিজয়া দশমী আজি পূজা সাঙ্গ হইল।।
সামান্য যে ভক্তে মোরে পূজে রঘুবর।
এই সে দশমী দিনে তারে দিয়ে বর।।
সর্ব্বপূজ্য হইয়া তুমি আমারে পূজিলে।
সর্ব্বেশ্বর রাম মনুষ্যের লীলা কৈলে।।
মানব লীলাতে তেঁই দিতে হয় বর।
অতএব বর বাঞ্ছা কর রঘুবর।।[1]
বর দিয়া নিজ ধামে যাব নারায়ণ।
সুচারু চরণে মোর এই নিবেদন।।
পার্ব্বতীর এই বাণী শুনি রঘুবীর।
মৃদুভাবে কন কিছু বচন সুধীর।।
যে আজ্ঞা করিলে তারা সে সকল সত্য।
কিন্তু শিববামে সদা এক দেহ নিত্য।।
অপর যে আজ্ঞা কৈলে বরের কারণে।
কি বর মাগিব আমি তোমার চরণে।।
তবে যদি তারিণী আমারে বর দিবে।
নিবেদন করি তাহা সম্পূর্ণ করিবে।।
বসন্তে তোমার পূজা আছিল মরতে।
সে পূজা প্রকাশ আমি করিনু শরতে।।
অতে'ব আশ্বিনে তব পূজা হইতে চায়।
এই বর মোরে দেহ গণেশের মায়।।
এ শরত কালে যারা তোমারে পূজিবে।
তার মনোরথ পূর্ণ তারিণী করিবে।।
ধন জন যশ ধর্ম্ম পুত্র ভৃত্য দারা।
শেষে ভক্তি মুক্তি আদি দিও তারে তারা।।[2]
মোর মনস্কাম এই মোর হৃদিধাম।
শঙ্কর শঙ্করী হৃদে করহ বিশ্রাম।।
হেন শুনি নারায়ণী কন তারপর।
যে আজ্ঞা করিলে তারা সেই দিনু বর।।
মোর মনোরম্য পুনঃ শুন রঘুবর।
জানকী আছেন গিয়া লঙ্কার ভিতর।।
তোমার রমণী তিনি তব হৃদিস্থিতা।
তব ছাড়া বহুদূরে আছেন সে সীতা।
এই ভাবি আছি আমি অতি যে পীড়িতা।
সীতার উদ্ধার করি কর মোরে প্রীতা
সীতারাম দুই অঙ্গ এক অঙ্গ হবে।
সেই দিন শঙ্করীর দুঃখ দূরে যাবে।।
পুনঃ শুন রাবণ সর্ব্বদা তব ভক্ত।
রাক্ষস কুলের হ'তে তারে কর মুক্ত ।
নিজ দাসে আনি পাশে রাখ নারায়ণ।
এই বর দিছি আমি শুন সনাতন।।
বিজয়া দশমী আজি লঙ্কা যাত্রা কর।
মোরে নিজ গৃহে যাইতে বল পরাৎপর।।
শুনিয়া শঙ্করী বাক্য কন সনাতন।
যে আজ্ঞা করিলে তাহা কে করে খণ্ডন।।
নিজ ধামে যাবে উমা শঙ্করগৃহিণী।
মোরে মনে দয়া রেখো মহেশমোহিনী।।
সীতাপতি পার্ব্বতীরে প্রণতি করিলা।
শঙ্করী রামের পদে প্রণত হইলা।।
হেথা মহেশ ছিলা বৃষভ উপরে।

১ রঘুবর — রামচন্দ্র। ২ তারা — দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। দক্ষযজ্ঞে যাইবার জন্য সতী মহাদেবকে ক্রুদ্ধ করিয়া অনুমতি লাভের জন্য দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন।

ধরণী উপরে নামিলেন দ্বাপরে।।
প্রেমে অঙ্গ পুলকিত রাম বলে ডাকে।
গঙ্গার তরঙ্গ ধারা আপাদ মস্তকে।
জটার মণ্ডল খসি ধরণী লোটায়।
উচ্চৈঃস্বরে পঞ্চমুখে রাম গুণ গায়।।
অঙ্গ গদ গদ পদ চলিতে না চলে।
রামে দেখি ভোলানাথ পড়ি গেলা ভোলে।।
আত্মদেহ বিস্মৃত হইলা হর ভাবে।
অনেক প্রয়াসে আসি বন্দিলা রাঘবে।।
করে ধরি হরে হরি উরে তুলি নিলা।
প্রেমে শিবরাম দোঁহে এক অঙ্গ হইলা।।
অৰ্দ্ধেক শিবের অঙ্গ অৰ্দ্ধ অঙ্গ রাম
রাম কন শিব শিব কন রাম নাম।।
এইমতে ক্ষণেক বিশ্রাম দোঁহে করি।
পূর্ব্ববৎ দুই দেহ হইল হর হরি।।
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন পুনঃ পুনঃ কৈলা।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ শিব বিদায় মাগিলা।।
শ্রীরাম বলেন কর তিলেক বিশ্রাম।
বিসর্জ্জন কালে হর যাবে নিজ ধাম।।
শিব দুর্গা সঙ্গে রামের একথা হইল।
মহামায়া নিজ মায়া সম্বরণ কৈল।।
হেথা সবে এ সময়ে চেতন পাইল।
মায়ের মায়াতে কিছু জানিতে নারিল।
তারপর রঘুবর মনুষ্য লীলাতে।
সুগ্রীব মৈত্রেরে কন মধুর বাক্যেতে।।
শ্রীরাম বলেন মিত্র প্রমাদ পড়িল।
আজি উমা মায়েরে বিদায় দিতে হইল।।
না দেখি উমার মুখ রব কি করিয়া।
রয়ে রয়ে প্রাণ মোর উঠয়ে কান্দিয়া।।

মেনকার[১] দশা আজি হইল যেমতি।
আজি মোর দশা বিধি করিল তেমতি।।
সুগ্রীব জিজ্ঞাসা কৈলা বিনয় বচনে।
রামের শুনিয়া কথা সজল নয়নে।।
কোথা হইতে এলা কোথা যাবেন শঙ্করী।
তিন দিন বই কেন না থাকেন গৌরী।।
কে হয় মেনকা তার আজি কিবা হবে।
রঘুনাথ এ বৃত্তান্ত আমারে বলিবে।।
সুগ্রীবের বাণী শুনি রঘুমণি কন।
এক মন হইয়া মৈত্র শুন বিবরণ।।
পার্ব্বতীর পূর্ব্ব জন্ম দক্ষমুনি ঘরে
দক্ষ সম্প্রদান তাঁরে করিলা শঙ্করে।
দৈবগতি দক্ষ প্রজাপতির সংহতি।
শঙ্করের বিরোধ হইল মৈত্র অতি।
তারপর দক্ষ কৈলা যজ্ঞ আরম্ভণ।
শিবে ছাড়ি সব দেবে কৈলা নিমন্ত্রণ।।
পিতার ভবনে যজ্ঞ আরম্ভ শুনিয়া।
বিনা আমন্ত্রণে তথা গেলা হরপ্রিয়া।
যাত্রাকালে শিব বহু নিষেধ করিলা।
স্ত্রীলোকের স্বভাবেতে নিজ বশে গেলা।।
দুর্গারে দেখিয়া দক্ষ শিবে নিন্দা কৈলা।
পতি নিন্দা শুনি সতী দেহ তেয়াগিলা।।
দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ শিব কৈলা তারপরে।
পুনঃ গৌরী জন্ম নিলা হিমালয় ঘরে।
মেনকার উদরেতে জন্মিলা পার্ব্বতী।
হরের কারণে মাতা তপ কৈলা অতি।।
তা'পর নারদ আসি হিমালয় ঘরে।
গৌরীর সম্বন্ধ মুনি করিলা শঙ্করে।।
তবে পুনঃ হিমালয় শুভলগ্ন করি।

১ মেনকা — শকুন্তলার জননী প্রসিদ্ধা অপ্সরী। ইন্দ্রের নির্দেশে মেনকা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেন। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। পরে মেনকাও কন্যাকে ত্যাগ করিয়া বিশ্বামিত্র তপস্যার জন্য গমন করেন।

শঙ্করের করে দান করিলা শঙ্করী।।
শিব শিবা নিশি দিবা থাকেন কৈলাসে।
কিন্তু তাঁরা সদা রৈলা ভক্তজন পাশে।।
সম্বৎসর মাঝে তিনদিবসের তরে।
শঙ্করী আসেন সেই মেনকার ঘরে।।
সেই তিনদিন ত্রিলোকে হয় পূজা।
সেখানে থাকিয়া দৃষ্টি করেন গিরিজা।।
শুভের এষণা মনে নিজে হিমালয়।
উমা মায়ে আনিতে গেছিলা শিবালয়।।
শঙ্করী শঙ্কর স্থানে বিদায় হইয়া।
বাপের বাড়ী এলা দিন দিবস লাগিয়া।।
গিরিরাজপুরে উমা আইলা যখন।
আনন্দসাগরে সবে ভাসয়ে তখন।।
মৃত জন পুনঃ যেন প্রাণদান পেল।
অন্ধকের[1] পুনঃ যেন নব্য চক্ষু হইল।।
রত্ন জন পেল যেন অমূল্য রতন।
সুত পাইয়া প্রীত যেন বন্ধ্যা নারীর মন।।
গিরিপুর নারী তেন গৌরী ধন পাইয়া।
সব দুঃখ পাসোরিল চাঁদ মুখ চাইয়া।।
জরা যুবা শিশু ধায় এলোকেশ করি।
মৃদুহাসি সবে তোষিতেছেন শঙ্করী।।
মেনকা শুনিল মোর ঘরে এল তারা।
বাহির অঙ্গনে এল হইয়া আতুরা।।
দূর হইতে হাতপাতি মা মা বলি ডাকে।
এতদিনে হইল মনে অভাগিনী মাকে।।
এ সপ্তমী তিথি মোরে সুপ্রভাত অতি।
মেনকারে মায়া করে এলে ভগবতী।।

এত বলি পেয়ে তুলি মায়ে কোলে দিয়া।
সঘনে চুম্বন খায় মুখে মুখ দিয়া।।
কুশল জিজ্ঞাসি লইয়া ঘরে বসাইলা।
নানা উপহার পুনঃ ভোজন করাইলা।।
সঙ্গিনী যুবতীগণ শঙ্করীর সঙ্গে।
নিশি দিশি পেয়ে হাসি থাকে নানা রঙ্গে।
রাত্রি দিন সখীগণ ঘর নাহি যায়।
পাসরিল পেয়ে তারে আনন্দ হিয়ায়।
শয়ন ভোজন নিদ্রা দূরে তেয়াগিল[2]
হারা ধন পাইয়া পুনঃ সব পাসোরিল[3]
জননীর জীবন জুড়ায় কত সুখে
এইমতে অভয়া মায়ের ঘরে থাকে।
গিরিরাজপুরে বহে আনন্দ পাথার
তাহে ভাসি বুলে সবে না জানে সাঁতার।
সপ্তমী অষ্টমী সে নবমী সুশোভন।
হেনমতে নারায়ণী তিনি দিন রন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকে পূজা হয়।
জগতে আনন্দ বন্যা উথলিয়া বয়।।
তাপর নবমী রাত্রি হইল প্রভাত
গৌরীরে লইতে ঘরে এলা গৌরীনাথ।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে ভণে।
এ দীনদাসেরে তারা হেরিও নয়নে।।

পার্ব্বতী আনয়নের জন্য হরের হিমালয়ে গমন

বববম বববম, ডিমি ডিমি ডিম্ ডিম্,
শিঙ্গা ডম্বুর বাজিল।

১ অন্ধক — অন্ধকমুনি নিজে বৈশ্য ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন শূদ্র কন্যা। এই অন্ধমুনি-দম্পতি সরযূ নদীর তীরে আশ্রমে বাস করিতেন। ইঁহাদের একমাত্র পুত্র সিন্ধু রাত্রিতে কলসীতে জল আনয়নকালে ভ্রমবশতঃ দশরথের শব্দভেদীবাণে নিহত হন। মুনি অন্ধক পরে দশরথকে শাপ দেন যে, পুত্রশোকে কাতর হইয়া রাজাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। পুত্রশোকে কাতর মুনি-দম্পতি অতঃপর জ্বলন্ত চিতায় মৃত্যু বরণ করেন। ২ তেয়াগিল — ত্যাগ করিল। ৩ পাসোরিল — বিস্মৃত হইল

কৈলাস হইতে, গৌরীরে লইতে,
হিমালয়ে হর সাজিল।। (ধুয়া)
শিঙ্গার বাজনা শুনি,
মনেতে বিষাদ মানি,
অমরের নারী, এলোকেশ করি,
ধাইল প্রমাদ গণি।।
সঙ্গিনী রমণী ধায়,
মুখে করে হায় হায়।
যারা না জেনেছে, তারে শুধাইছে,
কি হইল বল দায়।।
কি শুধাইছ সখী আর,
জগত হইছে আঁধার।
নয়নের তারা, আজি হয় হারা,
উপায় বল কি তার।।
আজি বিধি বাম হইল,
কেন নিশি পোয়াইল।
মেনকা দুয়ারে, চেয়ে দেখ হরে,
গৌরীকে লইতে এল।।
শুনিয়া তাহার কথা,
মরমে বাড়িল ব্যথা।
ধায় সব নারী, আপনা পাসোরি,
শঙ্করী আছিলা যথা।।
ম্লানমুখ সব সখী,
দেখি কন চন্দ্রমুখী।।
বলহ আমারে, তোমাসবাকারে,
আজি কেন হেন দেখি।।
উমার বচন শুনি,
বলয়ে সকল ধনি।
বিধি বাম হ'ল, বিবাদ লাগিল,
কি বলিব নারায়ণী।।
যতনে বাঁধি জলধি,
রতন পাইল যদি।
করের রতন, করত হইতে পুনঃ,
কাড়িয়া লইল বিধি।
অন্ধ পাইয়া আঁখি তারা,
পুনঃ সে হইছে হারা,
গিরিপুর নারী, প্রাণধন গৌরী,
ছাড়িয়া যাইবে পারা।
দুয়ারে বসিয়া শিব,
তোমারে লইয়া যাব,
মোদের উপায় বল তারা মায়
কার মুখ চাহি রব।
ধন সুত গৃহ পতি,
তাহাতে নাহিক রতি।
সবে তুমি সারা, প্রাণধন তারা,
সে যাবে ত্যজিয়া ক্ষিতি।
শুনি সখীদের কথা,
ছল ছল আঁখি মাতা।
কি বলিব মোরে, আজি লইবারে,
হর আইলেন হেথা।
এসময়ে এক দাসী,
মেনকা নিকটে আসি।
বলিছে সংবাদ, ঘটিল প্রমাদ,
কি করছি হেথা বসি।।
চলগো তাহার কাছে,
বিশেষ কি কথা আছে।
দাসী বাণী শুনি, ধাই যায় রাণী,
উমার কি হইল পাছে।
কালি দিনে বাছা এল,
পাছে তার কিছু হ'ল।
মেনকার তরে, পরাণ যাইবে,
এই মনে বিচারিল।।
দূরে থাকি ঘন চায়,
বিকলে ধাইয়া যায়।

উমা মুখ দেখি, ছল ছল আঁখি,
হাত পাত নিতে চায়।।
মায়ে দেখি মহামায়া,
মনে উপজিল দয়া।
করুণা করিয়া, ফুকারি[১] কাঁদিয়া,
কন কিছু হরজায়া।।
দুর্গাপদ করি ধ্যান,
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি গান।
রাম প্রসাদে ভণে, এ দীন দাসে দীনে,
দেহি চরণ শরণ।

হিমালয়ের গৃহ হইতে পার্ব্বতীর শিবসহ কৈলাস যাত্রা।

মায়ে দেখি পার্ব্বতীর বাড়িল বেদন।
মেনকারে কন কিছু করিয়া রোদন।।
কেন হাত পাত আর কোলে, ল'বে কায়।
অভাগিনী অম্বিকায় দাওগো বিদায়।।
এই কথা বলি মাতা উচ্চরবে কাঁদে।
সঙ্গিনী যুবতীগণ কেশ নাহি বান্ধে।।
কি বল কি বল উমা কি বল মায়েরে।
কোন দোষে মোরে ছাড়ি যাবে কোথাকারে।।
খাওয়াতে শোয়াতে আমি সময়ে নারিল।
সেই অভিমানে পাছে এমত বলিল।।
কত সাধে সে দিন আইল বাছা ঘরে।
কোন্ দোষে রোষে হেন কহিল আমারে।।
সখী কয় রোষ নয় শুনগো বারতা।[২]
তোমার উমায় নিতে হর এলা হেথা।।
একথা শুনিল যবে গিরিরাজরাণী।
অচেতন হইয়া মাতা পড়িল অবনী।।
সখীগণ সবে পুনঃ চেতন করাইলা।
উচ্চরবে রাণী তবে কান্দিতে লাগিলা
এই হেতু মোর কোলে উমা না আইল।
বিদায় মাগিয়ে কন্যা মায়ে শেল[৩] দিল।।
তারা যাবে মেনকারে পাথারে ভাসাইয়া।
ছার[৪] ঘরে আর রব কার মুখ চাহিয়া।।
সংবৎসর[৫] পাষাণ চাপাইয়া ছিল বুকে।
সে দুঃখ পাসোরি ছিল দেখিয়া উমাকে।।
তিন দিন না যাইতে হর এলা নিতে।
মায়ের পরাণে ইহা সহিবে কি মতে।।
(আমি উমারে বিদায় দিতে নারিব) ত্বরায়
ফিরে ঘরে হরে যেতে বলগো
সবাই মেলে নারিব।।
গৌরীরে করিয়া কোলে।
ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে।
না দিব পাঠায়ে গৌরী না দিব পাঠায়ে।
ফিরে ঘরে যেতে সখী হরে বল গিয়ে।।
কার কোথা নাহি ঝি নাহিক জামাতা।
হেন কর্ম্ম বল সই কে দেখেছ কোথা।।
সদাকাল থাকে নারী স্বামীর আশ্রমে।
মাস পক্ষ থাকে কন্যা জনকের ধামে।।
বিধাতার সঙ্গে মোর কত ছিল বাদ।
পাঁচ-দিন মায়ে ঝিয়ে রহিবারে সাধ।
হরের ঘরণী যাবে হরের আলয়।
এনিমিত্ত মোর চিত্তে দুঃখ নাহি হয়।।
কিন্তু মোর মনে এই সাধ রহি গেল।
পাঁচ দিন মায়ে ঝিয়ে রহিতে না পেল।।
এই অনুবন্ধে[৬] রাণী করয়ে ক্রন্দন।
হেথা হর হিমালয়ে করিলা বন্দন।।

১ ফুকারি — ফুৎকারে বা জোরে। ২. বারতা - বার্তা বা সংবাদ। ৩. শেল — আঘাত বা ব্যথা। ৪ ছার — শূন্য। ৫. সংবৎসর — প্রতি বছর। ৬. অনুবন্ধে — সম্বন্ধে।

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া গিরি বসাইয়া শিবে
উপহার ভোজন করান সদাশিবে।।
শঙ্করীর যাত্রা হেতু ত্বরা কৈলা হর।
একালে মেনকা স্থানে গেলা গিরিবর।।
দূরে হ'তে গিরিরাজ শুনিয়া রোদন।
মনে হইল অম্বিকার সে চন্দ্র বদন।।
কি করি বলিব গিয়া বিদায়ের কথা।
এই ভাবি হিমালয় না গেলেন তথা।।
দাসীর মুখেতে রাজা কহিয়া পাঠায়।
রাজার আদেশে রাণীপাশে দাসী যায়।।
নিকটে যাইয়া দাসী বলে মেনকায়।
ত্বরা করি শঙ্করীর দাওগো বিদায়।।
বিলম্ব হইলে উষ্ম করিবেন হর।
এইকথা কহিয়া পাঠা'লা গিরিবর।।
দাসীর বদনে এ হেন বচন শুনি।
রাজারে গঞ্জিয়া[১] কিছু রাণী বলে বাণী।
উমার বিদায় কথা কি করি বলিল।
এবাণী আনিতে মুখে বুক না ফাটিল।।
স্বভাব পাষাণে পূর্ণ পুরুষ হৃদয়।
এ কথা বলিতে তার বেদন কি হয়।।
জঠোরে ধারণ দুঃখ জননী সে জানে।
ছাওয়াল[২] বেধন পিতা জানিবে কেমনে।।
লালন পালন তারে করিবারে হইত।
তবে কি এমন কথা মুখে সে আনিত।
বিশেষ ঝিয়ের মর্ম্ম মায়ে জানে যত।
জনক না জানে তাহা বিধির চরিত।।
এই মতে রাজরাণী করয়ে রোদন।
মেনকার পীড়াতে ত্রিলোকের বেদন।।

তারপর এক নারী প্রবীণা আছিল।
নানা কথা কহি সেই সবে প্রবোধিল।।
এসময়ে এক সখী চিরুণী আনিল।
উমার মাথার কেশ পরিষ্কার কৈল।।
কপালে সুন্দর দিল সিন্দূরের বিন্দু।
অলকা ঝলকে মুখে নিন্দে পূর্ণ ইন্দু।।
সুতৈল হরিদ্রা অঙ্গে মাখাইল সখী।
তারপর অঞ্জনে[৩] রঞ্জন কৈল আঁখি।।
নবনীলপট্টবস্ত্র মায়ে পরাইল।
রাতুল কমল পদ অলক্তে[৪] রঞ্জিল।।
বস্ত্র অলঙ্কারেতে সাজাইয়া সখীগণ।
সে চাঁদ বদন পানে চান ঘনে ঘন।।
তাপর মেনকা তারা মায়ে কোলে নিল।
উপহার আনিবারে সখীরে বলিল।।
চিড়া দধি দুগ্ধ আদি রম্ভা চাঁছি হেনা।
চিনি ফেনী নবনী আনিল দ্রব্য নানা।।
কোলে লইয়া নানা দ্রব্য করান ভোজন।
উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে উমা বলেন তখন।।
হেন আর কার কোলে করিব ভক্ষণ।
তারার বেদন হেন জানে কোন জন।
এই বলি কাঁদিয়া আকুল কাত্যায়নী।[৫]
ভক্ষণ না করে মা মায়ের দুঃখ গণি।।
মেনকা বলেন তারা কর কোন ছলা।
কৈলাস অনেক দূর যেতে হবে বেলা।।
কান্দিতে কান্দিতে তোর অধর শুখাল।
এখনি ক্ষুধাতে মুখ মলিন হইল।।
এই বলি নিজ করে তুলি উপহার।
অম্বিকার মুখে রাণী দেয় বারেবার।।

১ গঞ্জিয়া — তিরস্কার করিয়া। ২. ছাওয়াল — ছেলে। ৩. অঞ্জন — কাজল। ৪. অলক্ত — আলতা। ৫. কাত্যায়নী — ভগবতী বা দুর্গার অপর নাম কাত্যায়নী। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্ব প্রথম এই দেবীর অর্চনা করেন বলিয়া দেবীর এরূপ নামকরণ হয়। দেবতারা নিজ নিজ দেহের তেজ দ্বারা এই দেবীকে সৃষ্টি করেন।

আচমন করাইয়া তাম্বুল মুখে দিল।
নানা অলঙ্কার আনি তাপর পরাইল।।
সাজাইয়া কোলে লইয়া সে বদন পানে চায়।
মুখ দেখি মেনকার বুক ফাটি যায়।।
হেথা হিমালয় দোলা সাজায়ে পাঠাইল।
দোলা দেখি সখীগণ আকুল হইল।।
এসময়ে মহামায়া মায়ে ক'র নতি।
বিনয় বচনে কিছু কন ভগবতী।।
বিদায় হইয়াছে উমা তোমার চরণে।
পাসরি না থেক মাতা মোরে কর মনে।।
আর কার কোলে চাপি উপহার খাব।
মা বিনে ঝিয়ের কেবা বেদন জানিব।।
শিশুমতি আমি কত ক্ষতি কৈনু তোর
সে সব না গণি মনে বিদায় দাও মোর।।
মোর লাগি কতেক কঠিন ব্রত কৈলে।
দশ মাস দশ দিন জঠোরে ধরিলে।।
শিশুকালে লালন পালন কৈলে কত।
আমার কারণে পীড়া পেলে নানামত।।
সে সকল ঋণে ঋণী শঙ্করী রহিল।
পাঁচ দিন তোর পদ সেবিতে না পেল।।
যে ছিল কপালে মোর কহিব কাহারে।
নিজগুণে জননীগো পার কর মোরে।
আমারে বিদায় করি না র'ও পাসোরে।
জনকে পাঠাও মোরে আনিবার তরে।।
এই বলি জননীর গলে ধরি তারা।
রোদন করেন চক্ষে বহে জলধারা।।
এসময়ে শঙ্করীর মুখে মুখ দিয়া।
রাজরাণী বলে বাণী কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া।।
মায়ে ছাড়ি উমা মোর যাবে কোথাকারে।
জননীরে ভাসাইয়া এ শোক সাগরে।।
কেশ বাঁধি বেশ করি আর কার দিব।
অলকা তিলকা দিয়া কার চুম্ব খাব।।
দুই তিন নাহি মোর ঘরে তুমি সারা
মেনকার এযুগল লোচনের তারা।।
ধন জন গাভী ঘর হবে শূন্যাকার।
ছার ঘরে কি লইয়া থাকিব আমি আর
এঘর ওঘর মোর যাইতে আসিতে।
মা বলি বসন ধরি কে বেড়াবে সাথে।
দয়াময়ী নামখানি ত্রিভুবনে থুলি।
কেন উমা মায়ে এত নিঠুর হইলি
এভবসাগর তরে নাম লইয়া যাব।
দুঃখের সাগরে ভাসে জননী তাহার
নবমীর রাত্রি কেন আজি পোহাইল
দশমী দিবস কেন মেনকার কাল হইল
এই অনুবন্ধে কাঁদে মেনকা জননী
পুনর্ব্বার কয় কিছু সকরুণ বাণী।।
হরের ঘরণী যাবে হরের ভবনে।
এজন্য আমার কিছু দুঃখ নাই মনে।।
কিন্তু এই মোর মনে হয় এক দুঃখ
পাছে আর না দেখিতে পাই তোমা মুখ।
বিজয় করহ মাতা শঙ্করের সনে।
পাসোরি না রও তারা মায়ে কর মনে।
যে ছিল কপালে মোর না হয় বারণ।
শীঘ্র যাত্রা কর হইল রবির কিরণ।।
হে রবি প্রখর ছবি আজি না হইবে।
পথে যেতে গৌরীরে আতপ[1] নাহি দিবে।।
এই কথা বলি মাতা আশীর্ব্বাদ কৈলা।
পার্ব্বতী মায়ের পদে প্রণতি করিলা।।

১ আতপ রৌদ্র।

পায়ে নতি করি তারা ফিরি যেই চায়।
সঙ্গিনী রমণীগণ দেখিবারে পায়।।
সঙ্গিনী রমণী দেখি সজল লোচনে।
কাত্যায়নী কন কিছু করুণ বচনে।।
আয় সখি আঁখি ভরি দেখি তোদের মুখ।
তোমাদিকে ছাড়িতে বিদরে মোর বুক।।
মাগয়ে বিদায় গৌরী মাগয়ে বিদায়।
মনে কর না পাসোর অভাগী উমায়।।
এই কহি করে ধরি সব সখীগণে।
হৃদে ধরি শঙ্করী তোষিলা নারীগণে।।
হেনকালে দাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দে।
ধূলাতে লোটায় অঙ্গ কেশ নাহি বান্ধে।।
মোসবে[১] অনাথা করি চলিলা শঙ্করী।
গিরিপুর নারী রবে কার মুখ হেরি।।
নিশি দিশি খেতে শুতে রব কার সঙ্গে।
আর কার সঙ্গে খেলা খেলাইব রঙ্গে।।
স্বপনে বিপনে[২] সদা থাকি এক সনে।
সে তারা ছাড়িয়া মোরা থাকিব কেমনে।।
বিনতি করিয়ে তব ধরিয়ে চরণে।
দাসী বাদি আমা সবে উমা কর মনে।।
এই বলি সখীগণ নতি কৈলা পায়।
ততক্ষণে শঙ্করীরে চা'পাল দোলায়।।
অঙ্গন হইতে দোলা বাহির হইল।
একালে মেনকা পুনঃ পাছু ধেয়া গেল।।
আর একবার মুখ আমারে দেখাও।
চুম্ব দিয়া মায়েরে নিরাশা করে যাও।।
যদি আমি বেঁচে থাকি তোমার এ শোকে।
পুনর্ব্বার তব চুম্ব খাব চাঁদ মুখে।।
এই বলি চুম্ব খেয়া বলে বারেবার।
মায়ে মনে করে এস শঙ্করী আমার।।
সম্বৎসর বিধুমুখ না দেখিয়া তোর।
কি করি বাঁচিব সে উপায় বল মোর।।
উপায় বলিয়া উমা করহ গমন।
নতুবা এখনি মোর যাইবে জীবন।।
এই বলি দোলা ধৈল মেনকা সুন্দরী।
কাত্যায়নী কন মায়ে সম্বোধন করি।।
মোরে না দেখিলে তোর না রবে জীবন।
তাহার উপায় বলি মন করি শুন।।
যোন[৩] সরোবরে স্নান করিতাম আমি।
সেই সরোবর পানে চেয়ে দেখ তুমি।।
যখন যখন মা আমারে মনে হবে।
চেয়ে দেখ জলের ভিতরে দেখা পাবে।।
তারা বলি ডাকিলে অবশ্য পাবে দেখা।
এইকথা শুনি ধৈর্য্য হইল মেনকা।।
হেনকালে হিমালয় যাইল সেখানে।
প্রণাম করিল দুর্গা পিতার চরণে।।
করুণা করিয়া কন জনকের কাছে।
ওগো পিতা আমারে পাসোরি থাক পাছে।।
তনয়া বলিয়ে মোরে হেলা না করিয়।
পার্ব্বতীরে মনে করি আনিবারে যেয়।।
শঙ্করীর হেন বাণী শুনি হিমালয়।
মুখে বস্ত্র দিয়া কাঁন্দে চক্ষে ধারা বয়।।
গৌরীরে করিয়া কোলে গিরিবর কয়।
তুমি সে তনয়া মোর তুমি সে তনয়।।
তোমা বিনে মোর পুর হবে অন্ধকার।
ঘরে আসি কার মুখ নিরখিব আর।।
দিবস কতক যাও শঙ্করের প্রীতে।
পাঁচ দিন বই আমি যাইব আনিতে।।

১ মোসবে — আমাদের সকলেরে। ২. বিপন — বিপদ-শব্দের অপ্রচলিত রূপ। ৩. যোন — যেখানে।

এইকথা বলিয়া মাকে করিয়া বিদায়।
ধরণীতে পড়ি পুনঃ কান্দে গিরিরায়।।
নগর হইতে উমা বাহির হইলা।
একালে সঙ্গিনীগণ কহিতে লাগিলা।।
চাতকিনী[১] সম মোরা রহিনু চাহিয়া।
পাসোরি না থেক তারা কৈলাস যাইয়া।।
তারপর কয় সবে মহেশে গঞ্জিয়া।
মোদের বচন শিব শুন মন দিয়া।।
তিনলোকে ধন দিয়া হয়েছ ভিখারি।
আমাদের গৌরী ধনে কেন নিলে হরি।।
সবে বলে শিবরাম মুখে যেবা কয়।
অমঙ্গল যায় তার সুমঙ্গল হয়।।
সে শিব আপনি আজি আসি গিরিপুরে।
মোসবে ভাসায়ে যাও দুঃখের সাগরে।।
বৈষ্ণবপ্রধান হয়ে বলাইছ যোগী।
গিরিপুর রমণীর হলে বধ ভাগী।।
এমত প্রকারে হরে গঞ্জে সব নারী।
তারপর সবে তোষি ভাষেন শঙ্করী।।
যাও যাও প্রাণসখী সবে নিজ বাসে।
আবার আসিব আমি সপ্তমী দিবসে।।
মায়েরে প্রবোধ কর করি নিবেদন।
সপ্তমী দিবসে আসি বন্দিব চরণ।।
জননীরে সমর্পিয়া যাই তোমাদিকে।
আমার মায়ের ভার তোমা সবে লাগে।।
যাতায়াত কর সদা জননীর ঘরে।
তোমাদিকে দেখি যেন পাসোরে আমারে।।
এই বলি গেলা গৌরী কৈলাস নিবাস।
নারীগণ ফিরি এলা হইয়া নৈরাশ।।
সখীগণ দেখি রাণী কন কিছু কথা।
মোর প্রাণধন গৌরী রেখে এলি কোথা।।
মোর মনে ছিল তোরা আনিবি ফিরা'য়ে।
এখন জানিনু উমা গেল তেয়াগিয়ে।।
অভাগিনী মায়ে তারা কি বোল বলিল।
এতক্ষণ উমা মোর কত দূর গেল।।
সখী কয় তোমারে করিলা নিবেদন।
সপ্তমী দিবসে আসি বন্দিব চরণ।।
এতক্ষণ গেলা গৌরী কৈলাস শিখরে।
এই বলি সবে মিলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।
পাষাণ গলয়ে তরু পড়ে ডালে মূলে।
পশু পক্ষী রোদন করয়ে শোকাকুলে।।
গিরিপুর হইতে গৌরী গেলেন যখন।
ত্রিভুবন শূন্যাকার হইল তখন।।
তারপর হিমালয় প্রবোধিলা সবে।
এই কথা প্রভু রাম কহিলা সুগ্রীবে।।
শুনিয়া সবার চক্ষে জলধারা বয়।
নানামত করুণা করিলা কৃপাময়।।
তারপর বৃহস্পতি সম্বোধিয়া কন।
শুভক্ষণ হইল মাকে কর বিসর্জ্জন।।
দুর্গা-পঞ্চরাত্রি রামপ্রসাদেতে গায়।
এ দীনদাসেরে মা অম্বিকা রেখো পায়।।

বিজয়োৎসব ও শ্রীরামচন্দ্রের সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কা যাত্রা।

তারপর মন দিয়া শুন সর্ব্বজন।
যে বিধানে বিজয়া করেন নারায়ণ।।
চিড়া দধি রম্ভা আদি আনি উপহার।
পার্ব্বতীরে নিবেদন কৈলা পুনর্ব্বার।।
তাপর সুগ্রীবে আজ্ঞা কৈল রঘুবর।

১ চাতকিনী — চাতকী-র অশুদ্ধরূপ। প্রবাদ আছে এই পক্ষী (চাতক) ও পক্ষিনী (চাতকী) মেঘের কাছে জল যাজ্ঞা করে এবং বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জলপান করে না।

শিব দুর্গা প্রীতে সিদ্ধি আন কপীশ্বর।।
সিদ্ধি বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়।
অতেব আনহ সিদ্ধি মৈত্র মহাশয়।।
দুগ্ধ চিনি মরিচ কর্পূর মিশ্র করি।
সিদ্ধি বাঁটি আনিলা সে বানরকেশরী।।
শিব দুর্গা প্রীতে রাম দিলেন বিজয়া।
সে সিদ্ধি প্রসাদ সবে দিল হর্ষ হইয়া।।
দেব ঋষি কপি ঋক্ষগণ[1] কত জন।
মায়ের প্রসাদ সিদ্ধি করিলা ভক্ষণ।।
তারপর রঘুবর বেদ বিধি লইয়া।
বিসর্জ্জন দেন মাকে মন্ত্র পাঠ করিয়া।।
গণেশ গৌরীর পদে ঘটে কর দিলা।
বেদ উক্তি বিসর্জ্জন মন্ত্র উচ্চারিলা।।
পূজা লইয়া দেবগণ যাও নিজ স্থানে।
ইষ্টকাম সিদ্ধ পুনঃ করিবে গমনে।।
এইমতে দেবগণে দিলা বিসর্জ্জন।
জয় দুর্গা বলি নতি কৈল সর্ব্বজন।।
একালে প্রতিমা হ'তে উমার গমন।
শিবদুর্গা যাত্রা কৈলা কৈলাস ভুবন।।
সাঙ্গোপাঙ্গসহ তারা বিশ্রাম করিলা।
শিব শিবা নিশিদিশি গান রাম লীলা।।
হেথা রাম কন শুন সুগ্রীব রাজন।
এতক্ষণে পূজা বিধি হইল সমাপন।।
সুগ্রীব বলেন প্রভু কি বর মাগিলে।
রাম কন মৈত্র মনোভীষ্ট বর পেলে।।
যে হ্রদ হইতে মাকে সেদিন আনিল।
সেই হ্রদ পথে রাখি আসিবারে হ'ল।।
মণ্ডপ হইতে দেবী বাহির করিতে।
প্রভু রাম আজ্ঞা দিলা সকল বীরেতে।।
হনুমান অঙ্গদাদি[2] বীরের প্রধান।
কত বীর প্রতিমাতে ধরে স্থানেস্থান।।
কত যত্নে প্রতিমা সে বাহির করিল।
প্রতিমা অধঃতে উচ্চ চক্র পরাইল।।
দড়া ধরি কপিগণ লক্ষ লক্ষ টানে।
ঘর্ঘর শব্দ চক্র করয়ে সঘনে।।
রথ সম অনুপম প্রতিমা সে চলে।
প্রতিমা পতাকা উড়ে গগনমণ্ডলে।।
চৌদলে চাপায়ে নিল নবপত্রি আগে।
স্কন্ধে করি বীরগণ আগে চলে বেগে।।
কেহ নিল ঘট অন্যে আধারে করিয়া।
পূজার নির্ম্মাল্য পুষ্প নিল কুড়াইয়া।।
একালে প্রতিমা চলে অঙ্গন হইতে।
নানা বাদ্য পঞ্চ শব্দ লাগিল বাজিতে।।
জয়ঢাক লাখে লাখ বাজয়ে মৃদঙ্গ।
মঙ্গল মুরজ ঝাঁঝি পিণ্যাক ভুরঙ্গ।।
বাজে খোল ঢোল রোল শুনিতে না পায়।
বীণা বেণু রবাব খমক বাজি যায়।।
কাড়া কাঁশি বাঁশী আর সাহিনীর বাদ্য।
কামানের ধ্বনিতে ত্রিলোক হৈল ভেদ্য।।
শঙ্খ করতাল ঘন্টা বাজয়ে মন্দিরা।
তূরী ভেরী কত শত ত্রিতন্ত্রী তম্বুরা।।
গুণিগণ গান করে করুণা করিয়া।
অপ্সরা আগেতে যায় নাচিয়া নাচিয়া।।
দুন্দুভি নিনাদে পূর্ণ হইল গগন।

১. ঋক্ষগণ — ঋক্ষ-পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দাগণ। এই পর্বতের মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত। বর্তমান বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ঋক্ষ বা ঋক্ষবান নামে পরিচিত ছিল। জাম্ববান ছিলেন ঋক্ষরাজ। ২. অঙ্গদ — কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজ বালির ঔরসে ও তারার গর্ভে অঙ্গদের জন্ম। পিতা নিহত হইলে অঙ্গদ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি রামের স্বপক্ষে রাবণের বিরুদ্ধে বানর সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন এবং সীতার সন্ধান আনয়ন করেন।

ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।।
ধূপ সে ধূনাতে ধরা অন্ধকার হয়।
অসংখ্য অসংখ্য জনে চামর করয়।।
গজপৃষ্ঠে অশ্বপৃষ্ঠে বাজয়ে দামামা।
গজবাজী সাজি যায় তার কত সীমা।।
সিদ্ধি খেয়ে কপি ঋক্ষে মত্ততা হয়েছে।
কেহ জলে স্থলে কেহ গগনে ধাইছে।।
কেহ কাঁদে হাসে কেহ হুহুঙ্কার করে।
ধূলাতে লোটায় কেহ ধরণী উপরে।।
কেহো কারে ধরাধরি করি ভূমে গড়ে।
কেহ গালি দেয় কেহ মারয়ে চাপড়ে।।
কপি ঋক্ষ খাওয়াখাই করে সিদ্ধি খাইয়া।
ঋষিগণ ক্রোশ দূরে যান পলাইয়া।।
এইমতে গেলা সবে হ্রদের নিকটে।
সবে মিলি দাঁড়াইলা সেই হ্রদ তটে।।
জলের উপরেতে প্রতিমা দাঁড়াইলা।
একালে চৌদল হ'তে নবপত্রি নিলা।।
নবপত্রি জলের উপরি রাখি রাম।
বেদমত মন্ত্র পাঠ করেন অনুপম।।
আগে নবপত্রি প্রভু কৈলা জলশায়।
পুনঃ প্রতিমারে জলে থু'লা কৃপাময়।।
অসংখ্য কামান ধ্বনি সেকালে হইল।
নানা বাদ্য শব্দে ত্রিভুবন ভেদ কৈল।।
এসময়ে কপি ঋক্ষ আদি দেবগণ।
জল ক্রীড়া নানামত করিলা তখন।।
পুনর্ব্বার সেই হ্রদে স্নান সবে কৈলা।
হ্রদতটে নিকটে তাপর প্রভু এলা।।
পূর্ব্ব কি পশ্চিম আর দক্ষিণ উত্তর।
চারি মুখে চারি মন্ত্র পড়ি রঘুবর।।
অপরাজিতার লতা তাপর আনিলা।
তাহার অঙ্গুরি মন্ত্র বিধানে পড়িলা।।
তারপর বৃহস্পতি চরণারবিন্দ।
প্রথমে প্রণাম প্রভু কৈলা রামচন্দ্র।।
পুনর্ব্বার ঋষিগণ সবে করি নতি।
সর্ব্বস্থানে শুভাশীষ পেলা রঘুপতি।।
সুগ্রীব লক্ষ্মণ হনুমান কি অঙ্গদে।
সবে প্রনিপাত কৈলা শ্রীরামের পদে।।
সবে আলিঙ্গন দিলা রাম দয়াময়।
কোলাকুলি নমস্কার পরস্পর হয়।।
সকলে সবাকে কৈলা বিহিত সম্ভাষে।
হেনকালে সবে যাত্রা কৈলা নিজ বাসে।।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ আদি দৃষ্ট কৈলা।
যে যার নমস্য তারে সে নতি করিলা।।
অস্ত্র শস্ত্রে পূজিলা আশ্রমে আসি রাম।
তাপর দক্ষিণাবাক্য কৈলা অনুপম।।
নানা উপহার দ্রব্য করি আয়োজন।
সকল ব্রাহ্মণগণে করা'লা ভোজন।।
এই মতে মহিষমর্দ্দিনী পূজা করি।
বিজয়াতে লঙ্কা যাত্রা করেন শ্রীহরি।।
বৃহস্পতি পৌরোহিত্যে সুদক্ষিণা দিয়া।
দেব ঋষিগণে দ্রব্যে সম্মান করিয়া।।
যে যেমত যোগ্য তারে দিয়া ভূষা বস্ত্র।
বিদায় করিয়া সবে রাম হইল ত্রস্ত।।
গজ বাজী বাহন ভূষণ কি বসন।
বাদ্যভাণ্ড আদি করি নানা অস্ত্রগণ।।
যে সব সামগ্রী পাঠাইয়াছিল ইন্দ্র।
তার স্থানে সে বস্তু পাঠাইলা রামচন্দ্র।
এ সকল কর্ম্ম করি হইয়া সুস্থির।
শুভক্ষণে লঙ্কা যাত্রা কৈলা রঘুবীর।।
শ্রীগণেশ গৌরী গঙ্গাধরেতে স্মরিলা।
দ্বিজপদাম্বুজে প্রভু প্রণতি করিলা।।

শুভক্ষণে ধনুশর করযুগে নিলা।
জয় শিবদুর্গা বলি বিজয়া করিলা।।
লক্ষ্মণ অনুজ সে সুগ্রীব রাজ সঙ্গে।
কপিসৈন্য সহ গমন করেন রঙ্গে।।
সমুদ্র বন্ধন করি গিয়া লঙ্কাপুরে।
স্বকুলে রাবণে রণে নাশিয়া সমরে।।
জানকীরে উদ্ধারি অযোধ্যাপুরী গেলা।
শুভক্ষণে রামচন্দ্র পাটে রাজা হইলা।।
বহু ধনলীলা পুনঃ করি সীতারাম।
নিত্যধামে রামারাম করেন বিশ্রাম।।
এসকল লীলার বিস্তার নানামত।
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ কাব্যে হবে জ্ঞাত।।
এইমতে শরতে মরতে প্রভু রাম।
পূজা কৈলা মহিষমর্দ্দিনী অনুপম।।
সে হইতে আশ্বিনে অম্বিকার হয় পূজা।
তিনদিন তিনলোকে পূজে দশভুজা।।
পার্ব্বতী পূজিলা রাম হইয়া পরব্রহ্ম।
জীবের উদ্ধার লাগি কৈলা হেন কর্ম্ম।।

হেন উমাপদ পূজ ত্যজ অন্য মতি।
মহামায়া প্রসন্না হইলে হবে গতি।।
জয় শিবা সকল মঙ্গলস্বরূপিনী।
আদি শক্তি ভক্তিপ্রদা জগতব্যাপিনী।।
সংসারের শান্তি কর শিবদারা শিরে।
ত্রিলোকে ত্রিলোক মা ত্রিনয়নে হেরিবে।।
এই পঞ্চরাত্রি তব মঙ্গল রচনা।"
যে গান করিবে তারে করিবে করুণা।।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি আদি করি।
যার যে বাসনা তারে সে দিবে ঈশ্বরী।।
যে গান করাবে আর শুনিবে যে জনে।
সকলের মনোবাঞ্ছা পূরাবে আপনে।।
দুর্গা পঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।
সভাজনে শান্তমনে হরি হরি বল।।
শিবরাম পাদপদ্মে সমর্পিয়া কায়।
জগদ্রাম সুত রাম প্রসাদেতে গায়।।
অকৃতী অধম দ্বিজ এ দীনদাস বাণী।
অন্তকালে পদাশ্রয় দিওমা ভবানী।।

সমাপ্ত